নৈতিক চরিত্র গঠনে কুরআনের শিক্ষা

আহমদ শামসুল ইসলাম

নৈতিক চরিত্র গঠনে কুরআনের শিক্ষা

ডঃ আহ্‌মদ শামসুল ইসলাম

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নৈতিক চরিত্র গঠনে কুরআনের শিক্ষা : ডঃ আহ্‌মদ শামসুল ইসলাম ॥ ই. ফা. বা. প্রকাশনা : ১২০৭/১ ॥ ই.ফা.বা. গ্রন্থাগার: ২৯৭.১২২ ॥ তৃতীয় সংস্করণ (ই. ফা. বা. প্রথম সংস্করণ) : মার্চ ১৯৮৫ ॥ চতুর্থ সংস্করণ (ই. ফা. বা. দ্বিতীয় সংস্করণ) : মে ১৯৮৭, বৈশাখ ১৩৯৪, রমযান ১৪০৭ ॥ প্রকাশক : অধ্যাপক আবদুল গফুর, প্রকাশনা পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-২ ॥ প্রচ্ছদে : কার্তিক চন্দ্র রায় ॥ মুদ্রণে : আমাদের বাঙলা প্রেস লিঃ, ৩২/১, আজিমপুর রোড, ঢাকা-৫ ॥ বাঁধাইয়ে : এস রহমান এণ্ড কোং, ৩৭, সাবেক শরাফত গঞ্জ লেন, ঢাকা-৪ ॥

মূল্য : টাকা

NAITIK CHARITRA GATHANE QURANER SHIKKHA : The Teaching of Al-Quran in building up Moral Character, written by Dr. Ahmed Shamsul Islam in Bengali and published by Prof. Abdul Ghafur, Director Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka. May 1987

Price : Tk. [illegible] Dollar : 2·50 (U. S.)

আমাদের কথা

বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া, একথা আমরা প্রায় সবাই বলে থাকি। আমরা একথাও বলে থাকি যে, আমাদের সমাজের নৈতিক অবক্ষয় ও মূল্যবোধ-হীনতার জন্য ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থাই প্রধানত দায়ী। একথা সত্য যে, এই দুঃখজনক অবস্থার অব-সানের এবং দেশে নৈতিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন অপরিহার্য। গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন বিরাট ব্যাপার, যা রাতা-রাতি এবং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ছাড়া সম্ভবপর নয়। কিন্তু বর্তমান অবস্থার সীমাবদ্ধতার মধ্যেও যে আমাদের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের নৈতিক উন্নয়নে গঠনমূলক কাজের অবকাশ আছে, তা বাস্তব ক্ষেত্রে প্রমাণ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনু-ষদের অধ্যাপক ডঃ আহ্‌মদ শামসুল ইসলাম। তিনি কোরআনিক স্কুল সোসাইটির মাধ্যমে ছাত্রদের চরিত্র গঠনে কুরআনের শিক্ষাকে কাজে লাগানোর

উদ্দেশ্যে গত কয়েক বছর ধরে একটি আন্দোলন চালিয়ে আসছেন। বর্তমান গ্রন্থে কুরআনের শিক্ষা কিভাবে আমাদের নৈতিক চরিত্র গঠনে সহায়তা করতে পারে, তা সহজ-সরল ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে।

বইখানির দু'টি সংস্করণ ইতিপূর্বে বাইরে থেকে প্রকাশিত হয়েছে। লেখক এর তৃতীয় সংস্করণ ছাপাবার জন্য ইসলামিক ফাউণ্ডেশনে জমা দিয়েছিলেন। তৃতীয় সংস্করণ দ্রুত শেষ হয়ে যাওয়ায় এর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

যাদের জন্য, যে উদ্দেশ্য সামনে রেখে পুস্তকখানি রচিত হয়েছে সেই উদ্দেশ্য হাসিলে তাদের সাহায্য করতে সফল হলে এর প্রকাশনা সার্থক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং এ গ্রন্থ রচনার পেছনে রচয়িতার উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত করুন। আমীন।

বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন	আবদুল গফুর প্রকাশনা পরিচালক

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রথম সংস্করণ ঃ বিভিন্ন পাঠমালা সংকলন ও রচনার সময় যখনই জনাব সৈয়দ আবদুল হালিমের কাছে সাহায্য চাওয়া হয়েছে তিনি অকুণ্ঠচিত্তে সম্পাদককে সাহায্য করেছেন। সূরা ফাতিহার ও সূরা জুলজলার ব্যাখ্যা লেখার সময় সাহায্য করেছেন ডাঃ মোহাম্মদ সেরাজুদ্দিন। তা' ছাড়া কোরআনিক স্কুল সোসাইটির সভায় বিভিন্ন সময়ের আলোচনা কিছু কিছু পাঠমালাতে (সেরেকী ঃ ১৭ পৃষ্ঠা, একতা ঃ ১৯ পৃষ্ঠা) প্রতিফলিত হয়েছে। একটি ছাড়া (কুরবানি) সব কথিকা সম্পাদকের রচনা। বইটির প্রচ্ছদপট এঁকেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক আবদুল মতিন। তাঁর কাছে কোরআনিক স্কুল সোসাইটি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। মুদ্রণের ব্যাপারে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন এশিয়াটিক প্রেসের মালিক আলহাজ্জ মোহাম্মদ আবদুল হাই, ম্যানেজার মোহাম্মদ আবু জাফর ও তাঁর কর্মচারীবৃন্দ।

ভাষা ও তথ্যগত ত্রুটির জন্য সম্পাদক করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ও সকল পাঠকের কাছে প্রার্থনা করছে। সহৃদয় পাঠকেরা কোন ভুলের দিকে সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ইন্‌শাআল্লাহ্ পরবর্তী সংস্করণে এসব ভুল সংশোধন করে প্রকাশনার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ পরম করুণাময়ের অসীম অনুগ্রহের ফলে মাত্র ছয় মাসের মধ্যে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো। অধ্যক্ষ মোঃ নূরুল করীম মুখবন্ধসহ বইটির কোন কোন স্থানে সংযোজন (যেমন ৯ নং পাঠ) ও পরিবর্ধন করেছেন। এজন্য কোরআনিক স্কুল সোসাইটি তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ। এ ছাড়া দ্বিতীয় সংস্করণে সম্পাদক রচিত আরও তিনটি পাঠমালা ও তিনটি কথোপকথন সংযোজিত হলো।

তৃতীয় সংস্করণ ঃ 'নৈতিক চরিত্র গঠনে কুরআনের শিক্ষা' বইটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এবারে বইটি ছাপানোর যাবতীয় ভার নিয়ে কোরআনিক স্কুল সোসাইটিকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এর দ্রুত প্রকাশনার ব্যাপারে ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা পরিচালক আবদুল গফুর সাহেবের এবং গবেষণা অফিসার জনাব রুহুল

আমিনের সক্রিয় সহযোগিতা অবিস্মরণীয়। সোসাইটি নিঃসন্দেহে তাঁদের নিকট ঋণী।

তৃতীয় সংস্করণে তথ্যগত এবং ভাষা, বানান ও বাক্য গঠন বিষয়ক বেশ কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধন করে দেয়া হয়েছে। আর এসঙ্গে 'যাকাত' অনুচ্ছেদটি নতুন সংযোজন হিসেবে পাঠমালার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ সংস্করণেও পরিমার্জনের মাধ্যমে বইটিকে সুন্দরতর করার চেষ্টা করা হয়েছে।

পরিশেষে, বইটি প্রকাশিত হওয়ায় সম্পাদক দয়াময় আল্লাহ্‌তা'আলার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে এবং আপামর শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী ও পাঠকবৃন্দের নিকট সোসাইটির মহতী এই প্রচেষ্টাকে সফলতার পথে এগিয়ে নিতে সার্বিক সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করছে।

সম্পাদক

মুখবন্ধ

বর্তমান সমাজের কলুষিত পরিবেশে আজ আমাদের ছেলেমেয়েরা বিভ্রান্ত, তারা সঠিক পথের সন্ধান লাভে ব্যর্থ ; তাদের আল্লাহ্ প্রদত্ত ভালমন্দ বিচার-বিবেচনা শক্তিও যেন শিথিল হয়ে পড়েছে। তার মুখ্য কারণ, তাদের উপর পড়েছে পরিবেশের মারাত্মক প্রভাব। বাসায়, বাড়ীতে, আশেপাশে, অফিস-আদালতে, হাট-বাজারে, স্কুল-কলেজে সর্বত্র ও প্রতিনিয়ত সমাজবিরোধী ও অবাঞ্ছিত ক্রিয়াকলাপ তাদের নযরে পড়ছে। তারা যেখানে যা দেখে প্রথমে তা খারাপ মনে হলেও পরিবেশের চাপে ক্রমশ তারা ঐসব কার্যকলাপকে স্বাভাবিক বলেই মেনে নেয়। ছোটবড় সবাইকে বিবেক প্রথমে বাধা দেয়। এ বাধাতে সাড়া দিতে ব্যর্থ হলে বিবেকের তাড়নাবোধ শিথিল এমন কি লুপ্ত হয়ে যায়।

আজকাল ঘুষ, জুয়াচুরি, মিথ্যা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, দুর্নাম রটনা, অপচয় ইত্যাদি সমাজের সর্বস্তরে ব্যাধির আকার ধারণ করেছে। আবার কাজকর্মে ধৈর্য ও আত্মসংযম, অধ্যবসায়, নিয়মানুবর্তিতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ফল-ফুলের প্রতি অনুরাগ, ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের তাৎপর্য অনুধাবন, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে পরোপকার সাধন ইত্যাদি বিষয়ে ছেলেমেয়েরা সঠিক আদর্শ বা প্রত্যক্ষ দিক নির্দেশ পাচ্ছে না। তাই আমাদের শিশুদেরকে ঈপ্সিত গুণে গুণান্বিত করে তুলতে হলে তাদেরকে নীতির কথা ও আদর্শ হাতে-কলমে শিক্ষা দিতে হবে। ভাল কাজের প্রতি উৎসাহ জাগিয়ে তাদেরকে কর্মচঞ্চল করে তুলতে হবে। তারা যাতে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে পারে তার জন্য তাদের মধ্যে আকাঙ্ক্ষিত গুণাগুণের বিকাশ ঘটানোর চেষ্টা করতে হবে।

উক্ত মহান উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য অর্থাৎ শিশুদের চরিত্র গঠনের জন্য 'কোরআনিক স্কুল সোসাইটি' গঠিত হয়েছে ১৯৮০ সালের মে মাসে। শিক্ষিত সমাজের বিশেষ করে শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং অভিভাবকদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও সহানুভূতির মাধ্যমে এ উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হবে— সোসাইটি এ আশা পোষণ করে।

ঘুষ গ্রহণ ও আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী করা

হয়তো ছেলেমেয়েরা কোন কোন সময় আশ্চর্য হয়ে মা-বাবাকে জিজ্ঞেস করে যে, এত কম বেতনে তাদের বাসায় এত সামগ্রী আসে কি করে। বেশীর ভাগ সময়ে তারা সন্তোষজনক উত্তর পায় না। মা-বাবার উদাসীনতার জন্য জীবনের প্রারম্ভে অর্থ উপার্জনের বৈধতা সম্পর্কে তাদের মনে যে সংশয় জাগে তা ক্রমশ তাদের মন থেকে দূর হয়ে যায়। এভাবে অর্থ উপার্জন ঘোরতর অন্যায়, ফলে এ ধরনের চিন্তা পরবর্তী জীবনে তাদের মনে আর তেমন দাগ কাটে না।

যেমন কোন ব্যক্তির তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা/সরকারী কর্মচারীর বাসায় উপহার নিয়ে উপস্থিত হওয়ার কথা ধরা যায়। এই উপহার যদি উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয় অর্থাৎ উপহার প্রদানকারী যদি তার স্বার্থোদ্ধারের জন্য উপহার নিয়ে এসে থাকে, তবে উপহার গ্রহণ করাটা ঘুষ নেওয়ার সমান। বাড়ীর ছোট ছেলেমেয়েদের সামনে যদি এ ধরনের উপহার গৃহীত হয় তবে তাদের এ ধারণা জন্মাবে যে—এ প্রকারের লেনদেন অন্যায় নয়। এসব ঘরের শিশুরা যখন বড় হয়ে চাকরি করবে তখন তারাও অন্যায়ভাবে উপহার গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করবে না।

একটি উদাহরণ দেওয়া যাক: একজন অফিসারের বেতন এক হাজার টাকা। তাঁর পক্ষে স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে বর্তমান দুর্মূল্যের বাজারে বেঁচে থাকাটাই কষ্টসাধ্য, কিন্তু তাকে যদি বিলাসিতায় ডুবে থাকতে দেখা যায়, এই যেমন—তাঁর মুখে বিদেশী সিগারেট, পরিধানে বিদেশী মূল্যবান কাপড়-চোপড়, দামী আসবাবপত্রে সাজানো ড্রইং রুম, হোটেল-রেস্টুরেন্টে অহরহ আনাগোনা—তবে তাঁর সম্বন্ধে কি ধারণা জন্মাবে বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু তার পরিবারের ছেলেমেয়েরা মা-বাবার আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী করার ক্ষমতা থাকে স্বাভাবিক বলেই ধরে নেবে। একদিন যখন তারা বড় হবে, তারাও এ ধ্বংসাত্মক স্বভাবের শিকার হবে।

গীবত বা অসাক্ষাতে দুর্নাম

অসাক্ষাতে বা আড়ালে কারও দুর্নাম করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। পবিত্র কুরআনে—পশ্চাতে কারও দুর্নাম করাকে মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। অথচ আমরা যখন কোন জায়গায় মিলিত হই তখন অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের আলোচনার কেন্দ্র হয় অপরের (তার অনুপস্থিতিতে)

দুর্নাম করা। পরনিন্দা ও পরচর্চা দ্বারা সমাজে বিভেদের সৃষ্টি হয় এবং এর দ্বারা সমাজের অধঃপতন ঘনিয়ে আসে। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন—যারা সমাজে এরূপ বিভেদ সৃষ্টি করে তারা বেহেশতের অধিকারী হতে পারবে না (বুখারী ও মুসলিম)। আমাদের দেখাদেখি শিশুরাও ক্রমশ অসাক্ষাতে দুর্নাম করার কুঅভ্যাস রপ্ত করে ফেলে।

ওযনে অসাধুতা বা ঠকানো

ওযনে কম দিয়ে অন্যকে ঠকানো যেমন বেআইনী তেমনই ধর্মবিরোধী কাজ। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ওযন ঠিক রাখার নির্দেশ এবং নির্দেশ লংঘন-কারীর জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-ও বলেছেন 'প্রতারক আমার দলভুক্ত নয়' (তিরমিযী)। কিন্তু এসব নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও খুব কম পণ্য-সামগ্রীর দোকানেই ওযনে কারচুপি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। দোকানীর অজ্ঞাতে তার শিশুরাও শিখে ওযনে কম দেওয়ার নীতি-বিবর্জিত অভ্যাসটি। ঔষধ ও খাবারের ভেজালের ব্যাপারেও একই কথা। অনেক সময়ে ব্যবসায়ীরা প্রাণ বাঁচানো ঔষধেও ভেজাল মিশাতে কুণ্ঠাবোধ করে না। প্রায়ই শোনা যায়—অনেকে ভেজাল খাবার খেয়ে কঠিন রোগে আক্রান্ত বা প্রাণ হারিয়েছে। যারা এভাবে ঔষধে বা কেনাবেচার জিনিসে ভেজাল দেয় তারা প্রতারকদের শ্রেণীভুক্ত, তারা আল্লাহ্ ও রসূল (সঃ)-এর অভিশাপগ্রস্ত ও মহাপাপী। ক্রেতা ও দোকানদারের মধ্যে এ ধরনের লেন-দেন যে অসাধুতা এবং আল্লাহ্‌তা'আলার অপছন্দনীয় তা শিশুদের বারবার স্মরণ না করিয়ে দিলে তারাও অসাধু ব্যবসায়ীতে পরিণত হবে। অথচ মধ্যপ্রাচ্য, পাশ্চাত্য বা উন্নত দেশের ব্যবসায়ীরা এভাবে জনসাধারণকে প্রতা-রিত করে না।

ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে বিরাট অপচয়

'যারা অপচয় করে তারা শয়তানের ভাই'—এ কথাটি পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে। অথচ আমরা ব্যক্তিগত, সামাজিক—সর্বক্ষেত্রেই অপ-চয় করে চলেছি। আল্লাহ্ তা'আলার এ কঠোর নির্দেশ আমাদেরকে ব্যক্তি-গত, সমষ্টিগত—এমন কি জাতিগত পর্যায়ে অযথা খরচ করা থেকে বিরত রাখে না।

একটি ধনবান মেয়ে বা ছেলের বিয়েতে যা অপচয় হয় সেই অর্থে অনেক ভাগ্যহীনের ভাগ্য ফিরে যাবে কিন্তু সে বিবেকের তাড়না বিত্তশালীকে কখনোই

প্রভাবান্বিত করে না। মজার কথা—অনেকে বন্ধু-বান্ধবের ছেলেমেয়ে-দের বিয়েতে যে প্রচুর অপচয় হয় তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেও নিজেদের পুত্রকন্যার বিয়ের সময় তদ্রূপ বা তার চেয়েও বেশী খরচ করেন। বড় বড় শহরে বিয়ের উৎসব দেখলে মনে হয় যে বিত্তশালীদের মধ্যে কে কতো ব্যয় করতে পারে তার একটি অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে—এমন কি বিয়ের সময় অনেক পিতা ধার করে হলেও সমাজে নিজের মিথ্যা মান ও মর্যাদা রক্ষার জন্য প্রচুর অপব্যয় করেন। অথচ আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী করে ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়ার জন্য কুরআনে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে) বনী ইসরা-ঈল ঃ ২৯ আয়াত)। সত্যিই কি আমরা আল্লাহ্‌তা'আলার নির্দেশাবলীর কোন গুরুত্ব বা মর্যাদা দেই। যদি তাই হতো, তাহলে একই সঙ্গে তাঁর দুটো নির্দেশ অর্থাৎ দান করা এবং অপরদিকে অপচয় বন্ধ করা কিভাবে লংঘন করি ?

নকল করার প্রবণতা

ছেলেমেয়েদের মধ্যে আরও একটি আত্মঘাতী স্বভাব দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। সেটি হচ্ছে পরীক্ষার সময়ে নকল করে পাশ করার প্রবণতা। এমনও শোনা যায়, কোন কোন পরীক্ষাকেন্দ্রে কিছু শিক্ষক পরীক্ষার্থীদের নকল করতে সহায়তা করেন। নকল করা চুরির সামিল। জ্ঞান লাভের পরিবর্তে তারা অসৎ উপায়ে পাস করছে। পরীক্ষায় এভাবে উত্তীর্ণ হওয়া শিক্ষক, অফিসার, ডাক্তার ও প্রকৌশলীদের কাছ থেকে দেশ ও দশের সেবা কি ধরনের বা কত-টুকু পাওয়া যাবে তা সহজেই অনুমেয়।

ফল-ফুলের প্রতি অনুরাগের অভাব

আজকাল অধিক খাদ্য ফলানোর জন্য আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। প্রিয় নবী (সঃ) বহু পূর্বেই আমাদের অনাবাদী জায়গা আবাদ করার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। খেজুর গাছের ন্যায় ফলবান বৃক্ষ রোপন করে অশেষ সওয়া-বের অধিকারী হওয়ার কথাও তিনি বলেছেন। তিনি আতর ও সুগন্ধ ভাল-বাসতেন। ফুলে সুগন্ধ ও সৌন্দর্য আছে বলে তিনি ফুলও ভালবাসতেন। পতিত আবাদী জমি বাজেয়াপ্ত করারও নির্দেশ আছে হাদীসে (আবু ইউ-সুফ, কিতাবুল খারাজ)।

বাংলাদেশে ফুল ও ফল জন্মানো কতো সহজসাধ্য, অথচ স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদেরকে কদাচিত তাদের নিজ নিজ শিক্ষা

প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণে ফুল, ফল ও শাকসব্জির গাছ লাগাতে দেখা যায়। তারা বাড়ীর আশেপাশে বা উঠানেও মওসুমী সব্জি লাগাবার উৎসাহ বোধ করে না। তাদের উদ্বুদ্ধ করলে তাদের স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে। বর্ষার পানিতে ডোবে না এমন জমিতে যদি ফাল্গুন মাসে ভাল জাতের কলা ও পেপে গাছ রোপণ করা যায় তবে অল্প যত্নে এক বছরের মধ্যে প্রচুর ফল পাওয়া যাবে। ডাক্তারদের মতে আপেলের মতই পেপেও পুষ্টিকর ও ভিটামিনযুক্ত।

ধৈর্যের অভাব ও নিয়ম-কানুনের প্রতি অবজ্ঞা

সকল প্রতিকূল অবস্থাতেই ধৈর্য ধারণের কথা এবং ধৈর্য ধারণ-কারীকে বিশ্বাসী ও আল্লাহভীরু বলে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ আমরা প্রায় প্রত্যেকেই অধৈর্যের প্রতীক। আমরা 'কিউ'তে দাঁড়ানো মোটেই পছন্দ করি না। দোকানে উপস্থিত হয়ে অন্য লোককে দেখেও আমরা তৎক্ষনাৎ দোকানদারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। মোড়ের উপরে যখন পুলিশ থাকে না তখন লালবাতি থাকা সত্ত্বেও আমরা সাইকেল, সাইকেল-রিক্সা ও মোটর গাড়ি দ্রুতগতিতে চালিয়ে যাই। আমরা যখন কোন কাজে কোন অফিসে যাই তখন আশা করি যে, সে অফিসার যেন সেই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে দেখা করে। সে সময় যে তাঁর কাছে অন্য লোকও উপস্থিত থাকতে পারে বা তাঁর সাথে দেখা করার জন্যে অন্য ব্যক্তি অপেক্ষায় থাকতে পারে সেদিকে আমরা লক্ষ্য করি না। ঘুম থেকে উঠতে দেরি করি, তৈরী হতে দেরি করি, গল্প-গুজব করে সময় কাটাই, কিন্তু যখন আমরা রাস্তায়, অফিসে, স্টেশনে বা দোকানে যাই, তখন আমরা সামান্য ভদ্রতাজ্ঞান-টুকু হারিয়ে সময়ে সময়ে বেসামাল হয়ে পড়ি। তখন আমরা নিয়ম-কানুন মানি না, ভাবি, নিয়মকানুন অপরের জন্য, আমার জন্য নয়।

আবার ছেলেমেয়েরা পরীক্ষায় ফেল করে বা অন্য কোন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে ব্যর্থ হলে অনেক সময় বিপথগামী হয়ে পড়ে, এমন কি কেউ কেউ অধীর অধৈর্য হয়ে নিজের জীবন শেষ করতেও সঙ্কল্প নেয়। তাই এদেরকে সংযম শিক্ষা দিতে হবে।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ

'পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ'— আমরা একথা লেখা দেখতে পাই

বিভিন্ন অফিসে, আদালতে, স্কুলে, কলেজে, স্টেশনে, বিমানবন্দরে—কিন্তু দুঃখের বিষয়, কদাচিতই কোন স্থান পরিষ্কার অবস্থায় দেখা যায়। আমরা যেখানে-সেখানে থুথু বা পানের পিক ফেলি। বাংলাদেশে এমন কোন সরকারী অফিস, বাজার, ফ্ল্যাট, স্কুল ও কলেজের ভবন নেই, যে স্থান পানের পিক থেকে মুক্ত। পুনর্মিলনীতে, এমন কি সভা-সমিতিতে যেখানে সমাজের বিশিষ্ট গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়, সেখানেও কমলালেবু ও কলার খোসার ছড়াছড়ি। অতিথিবৃন্দ কমলালেবু ও কলার খোসা প্লেটে না রেখে বিনাদ্বিধায় মাটিতে বা যত্রতত্র ছড়িয়ে ফেলে দেন। পুরাতন বিমান বন্দরে (তেজগাঁও) 'ওয়েটিং বেসে' প্রবেশের জন্য এক টাকার টিকিট লাগতো। দর্শকেরা তাদের কাছে রক্ষিত টিকেটের অংশটি পার্শ্বের ময়লা ফেলা ঝুড়িতে না ফেলে নির্দ্বিধায় মাটিতে ফেলে দিত। চারদিকে ছড়িয়ে পড়া টিকিটের টুকরো টুকরো কাগজগুলো একটি বিরক্তিকর নোংরা পরিবেশের সৃষ্টি করতো। উন্নত দেশসমূহের কথা না হয় বাদ দেওয়া গেল, এশিয়ার অনেক দেশে, যথা—সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ার মতো দেশের রাস্তাগুলিতেও কাগজের টুকরা ফেললে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

'পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ'—এই বাণীটি শুধুমাত্র আলোচনাতেই যাতে সীমাবদ্ধ না হয় তার চেষ্টা আমাদেরকে করতে হবে এবং ছেলেমেয়েদের দ্বারা তা অনুশীলন করানো প্রয়োজন তারা যাতে ক্লাসের কামরা, বসার জায়গা আর টেবিল পরিষ্কার রাখে এবং ময়লা ও আবর্জনা নির্দিষ্ট জায়গায় রাখা একটি টুকরিতে ফেলে, স্কুলের আঙ্গিনা তারা যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে; তারা যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড়-চোপড় পরে স্কুলে আসে ও হাত-পায়ের নখগুলি নিয়মিত কাটে। শুধু তাই নয়, নিজের বাড়ি, গ্রামের হাট-ঘাট-মাঠ ইত্যাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার শিক্ষাও তাদের দেওয়া দরকার। যারা ফ্ল্যাট বাড়িতে উপরের তলায় থাকেন তাদেরকে সর্বদা সাবধানে থাকার জন্য শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন, যেন যে কোন কারণেই হোক উপরের ময়লা, থুথু, আবর্জনা নীচে না পড়ে। ছেলেমেয়েদেরকে আরও বলা দরকার—তারা যেন কোন অবস্থাতেই রাস্তার ধারে প্রস্রাব-পায়খানা না করে, কেননা, এটা একটি অত্যন্ত নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস।

সোসাইটির সদস্যগণ মনে করেন যে, বাল্যকাল থেকে যদি ছাত্রছাত্রীদেরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাস গড়ে তুলতে সহায়তা করা যায় তবে তারা বড় হলে নিশ্চয়ই পরিষ্কার থাকতে চেষ্টা করবে।

হজ্জ বা উমরাহ্-র তাৎপর্য অনুধাবনে ব্যর্থতা

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাইল (আঃ) পয়গম্বরের আত্মোৎসর্গের কথা প্রায় প্রত্যেকেই জানে। অথচ হজ্জ বা উমরাহ্ কিভাবে সম্পন্ন করতে হয় ছেলেমেয়ে কেন, প্রায় প্রবীণদেরও সঠিক জানা নেই। কাজেই আমরা যখন কোন একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে মক্কা নগরীতে যাই, তখন আমাদের অনেকেই যন্ত্রচালিতের ন্যায় পরিচালিত হয়ে থাকি। ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাইল (আঃ)-এর স্মৃতি বিজড়িত মক্কানগরীতে হজ্জ ও উমরাহ্ পালনের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নিকট আমরা যেসব প্রার্থনা করে থাকি তা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে আমাদের অপূর্ব আনন্দ লাভের সুযোগ হতো।

খারাপ স্বভাব শোধরানোর জন্য সহপাঠ্যক্রম

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যে স্বভাব আমাদের মজ্জাগত হয়ে গেছে তা আমরা শোধরাবো কেমন করে? রাতারাতি আমাদের স্বভাবের পরিবর্তন সম্ভব নয়। আমরা মনে করি শিশু ও কিশোর বয়সে মানব চরিত্র গড়ে তোলা সম্ভব এবং চরিত্র গঠনে সহায়তার জন্য কুরআনভিত্তিক একটি বিশেষ সহপাঠ্যক্রমের প্রয়োজন। বর্তমান বইটি এই সহপাঠ্যক্রমেরই রূপায়ণ।

কুরআনের কাহিনীমালা

এই পাঠ্যক্রমে আছে পবিত্র কুরআন শরীফের বিভিন্ন কাহিনী, যে কাহিনীগুলির ঘটনাবলীর মাধ্যমে শিশু ও কিশোর মন যেন আপনা হতেই স্রষ্টার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তাদের হৃদয় যেন আল্লাহ্‌তা'আলার প্রেমে ভরে যায়। ক্রমশ শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন সূরা, যেমন—সূরা ইখলাস, আয়াতুল কুরসী, কুলিল্লাহুম্মা, ওয়াল্লাযয়ারাযি ইত্যাদির অর্থ ও তাৎপর্য বুঝিয়ে দিলে স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রতি তাদের জানার আগ্রহ বাড়বে। তাদেরকে আরও বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে সাহায্য করতে হবে যে, 'শির্‌ক' করা অর্থাৎ আল্লাহ্‌তা'আলার স্থানে অন্যকে প্রতিষ্ঠিত করা বা অন্যকে তাঁর সাথে অংশীদার করা, আল্লাহ্‌র কাছে ভিক্ষা না চেয়ে ফকিরের নামে মানত করা বা তাদের মাযারে সিজদা করা ধর্মের চোখে অত্যন্ত নিন্দনীয় ও আপত্তিকর। এ প্রসঙ্গে অর্থসহ সরল মুনাজাত শেখানো এবং শিরক করা কেন গুনাহ্ তা সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের অর্থ দিয়ে বুঝানো হলে ছেলেমেয়েদের মন থেকে মানত করার ইচ্ছা চিরদিনের জন্য দূর হবে।

ধর্মের বাণীকে বাস্তব রূপ প্রদান

উল্লেখিতভাবে ধর্মশিক্ষার মাঝে মাঝে কুরআন শরীফে চরিত্র গঠন সম্বন্ধে যেসব আয়াতের উল্লেখ আছে তা আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে সৎকাজ করতে উৎসাহিত করতে পারলে সুফল পাওয়া যাবে। এসব উপদেশ যাতে আরও হৃদয়গ্রাহী হয় তার জন্য উপদেশ বাণীগুলিকে কথোপকথন আকারে যদি কোন শিক্ষক/শিক্ষিকা রূপ দিয়ে ছেলেমেয়েদেরকে দিয়ে পাঠ করাতে পারেন তবে সেই ব্যবস্থা আরও ফলপ্রসূ হবে।

কুরআনের বেশ কিছু উপদেশ বাণীকে, যথা—'যারা বিশ্বাসী ও ভাল কাজ করে এবং একে অপরকে সত্য রক্ষার্থে ও ধৈর্য ধারণে উৎসাহিত করে, তারা ছাড়া মানবজাতি ক্ষতিগ্রস্ত' 'যারা অপচয় করে তারা শয়তানের ভাই'; 'আল্লাহ-তা'আলা কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না সে জাতি নিজের অবস্থার পরিবর্তন করে'—নাটিকার রূপ দিয়ে এই বইয়ের শেষভাগে সংযোজিত করা হয়েছে। যে সব স্কুলে এ পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা হবে, সেসব স্কুলের শিক্ষকগণ কুরআনের অন্যান্য অমর বাণীর উপর ভিত্তি করে নাটিকা রচনা করে ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা তা অভিনয় করাতে পারেন।

মুসলমান হিসাবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করা

প্রস্তাবিত পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে ইসলামের গৌরবময় ইতিহাস, ঐতিহ্য, মানবসেবা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও বিজ্ঞান বিষয়ক মুসলমানদের অবদান সম্বন্ধে আলোচনা করে শিক্ষার্থীদের মনে এমন ভাব জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে পরবর্তীকালে তারা যে যেখানেই থাকুক না কেন নিজেকে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করতে সচেষ্ট হবে।

পদ্ধতি

সহপাঠ্যক্রমের পাঠমালা পড়ার পর যদি কোন স্কুলের প্রধান শিক্ষক অথবা স্কুল কর্তৃপক্ষ কোরআনিক স্কুল সোসাইটির সাপ্তাহিক কার্যক্রম তাঁর স্কুলে চালু করতে ইচ্ছুক হন তবে তিনি সোসাইটির নিকট এই মর্মে আবেদন পেশ করবেন।

সাপ্তাহিক স্কুল যাতে নিয়মিত ও সঠিক পদ্ধতিতে চলে সেজন্য স্কুলের বাইরের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তির সে ভার নেওয়া প্রয়োজন। তাঁর কাজ হবে—যে স্কুলে এই কার্যক্রম চালু হবে সে স্কুলের প্রধান ও স্কুল কর্তৃ-পক্ষের সাথে আলোচনা করে শিক্ষক নিযুক্ত করা। নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক

ছেলেমেয়েদেরকে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে বা সপ্তাহে একদিন অথবা দু'দিন পড়াবেন। শিক্ষককে অবশ্য ঐ স্কুলের একজন সদস্য হতে হবে। প্রধান শিক্ষক এ ভার নিতে পারলে সে ব্যবস্থাই হবে সর্বাপেক্ষা উত্তম। আর তাঁর অপারগতায় বাকী শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে একজনকে এই কাজের জন্য মনোনয়ন করা যেতে পারে। সেই ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রধান শিক্ষক/এই মনোনীত শিক্ষককে তাঁর পরিশ্রমের জন্য মাসিক ১০০/-(একশত) টাকা সম্মানী দেওয়ার বন্দোবস্ত করবেন। স্থানীয় কোন সহৃদয় ব্যক্তি যদি উক্ত শিক্ষক-কে এই টাকাটা দান করতে প্রতিশ্রুতি দেন তবে সোসাইটির কার্যক্রম সে প্রতিষ্ঠানে অবিলম্বে চালু হতে পারে। সম্ভব না হলে প্রতিষ্ঠানটি এই টাকাটা প্রথম দুই/এক বছর সোসাইটির কেন্দ্রীয় অফিস থেকে লাভ করার জন্য আবেদন করতে পারে। কিন্তু আশা করা যায় যে, শেষ পর্যন্ত স্কুল কর্তৃ-পক্ষ স্থানীয় উৎস থেকে এই টাকাটা যোগাড় করে পাঠ্যক্রম চালু রাখতে সক্ষম হবে। এই ব্যবস্থায় কৃতকার্য হলে কেন্দ্রীয় অফিস তখন ঐ টাকাটা দিয়ে আর একটা স্কুলে এই পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করতে পারবে। ক্লাস শুরু হওয়ার প্রারম্ভে কেন্দ্রীয় অফিস, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এক সেট বই এবং পাঠ্যক্রম সম্বলিত এই বইয়ের কিছু কপি সেই স্কুলকে উপহার দিবে। সোসাইটি আশা করে যে, এই ক্লাসে যোগদানকারী প্রত্যেক ছেলেমেয়ের কাছে এই বইয়ের যেন একটি কপি থাকে।

যে ব্যক্তি স্কুল খোলার দায়িত্ব নেবেন তাঁকে দেখতে হবে যে, (১) স্কুলটিতে ঠিক সময়ে এবং নির্দিষ্ট দিনে ক্লাস শুরু, (২) সিলেবাস অনুযায়ী পড়া, (৩) ক্লাসে ন্যূনতম ৩০ জনের উপস্থিতি এবং (৪) বিভিন্ন উৎসব ও স্মরণীয় দিনগুলিতে এ বিষয়গুলির উপর আলোচনা হচ্ছে কি-না। প্রধান শিক্ষক বা অন্যান্য শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করে ঋতু অনুসারে তিনি ক্লাসের সময়সূচী পরিবর্তন এবং কোন্ কোন্ সপ্তাহে বা কোন্ কোন্ দিনে ক্লাস বন্ধ থাকবে (যেমন—বার্ষিক পরীক্ষার আগেকার সপ্তাহ বা ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-আজ্‌হা যদি সাপ্তাহিক স্কুলের দিনে পালিত হয়) সে সম্পর্কে ঘোষণা করবেন। যেখানে রবিবারে বা সাপ্তাহিক ছুটির দিনে ক্লাস নেওয়া সম্ভবপর নয় সেখানে তিনি চিন্তাভাবনা করে বা দায়িত্বাপিত ব্যক্তির সঙ্গে পরামর্শ করে স্কুল-রুটিনের বাইরে অন্য কোন সময়ে ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। মোটকথা স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের

সুবিধানুযায়ী সময়সূচী ঠিক হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যাতে করে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক ছাত্রছাত্রী এই প্রোগ্রাম দ্বারা উপকৃত হয়।

ছেলেমেয়েদের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চারের জন্য তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পুরস্কৃত করতে হবে। যেমন —যে শিক্ষার্থী বছরে প্রতিটি ক্লাসে উপস্থিত থাকবে, যার সূরা পাঠ নির্ভুল হবে, যে কুরআনের ঘটনাবলী গল্পাকারে সবচেয়ে ভাল বলতে পারবে, যে সবচেয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে, অপচয় সবচেয়ে যে কম করবে বা শ্রেণীকক্ষকে পরিষ্কার রাখবে, যে স্কুলের উদ্যানে সবচেয়ে বেশী পরিশ্রম করবে, যার আমালুস সালিহাতের দৃষ্টান্ত সর্বাধিক হবে ইত্যাদি—তারাই পুরস্কার পাবে। সোসাইটি মনে করে এভাবে উৎসাহিত করতে পারলে বালক-বালিকারা অনেক অসাধ্য সাধন করতে সক্ষম হবে এবং যার ফলশ্রুতিতে দেশ ও জাতি দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে। আমিন।

---

০ স্কুল পরিদর্শনের কাজ বর্তমানে সোসাইটির নিযুক্ত 'স্কুল-পরিদর্শকের' উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

সূচীপত্র

প্রাথমিক পর্যায়ের জন্য

মাধ্যমিক পর্যায়ের জন্য

কথোপকথন

১
প্রাথমিক পর্যায়ের জন্য

হে ঈমানদার লোকেরা !
তোমরা কেন সেই কথা বল,
যাহা কার্যত কর না।
আল্লাহ্‌র নিকট অত্যন্ত ক্রোধ
উদ্রেককারী ব্যাপার যে
তোমরা বলিবে এমন কথা,
যাহা কর না।

সূরা সাফ্ (৬১) : ২-৩

১ম পাঠ
বিসমিল্লাহ্‌র তাৎপর্য অনুধাবন

বিসমিল্লাহির্‌ রাহ্‌মানির্‌ রাহীম—অর্থাৎ পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি।

মুসলমানকে তার সব কাজ বিসমিল্লাহ্‌ পড়ে আরম্ভ করতে কুরআন ও হাদীসে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিস্‌মিল্লাহ্‌ উচ্চারণের সাথে সাথে শয়তান দূরে সরে যায় এবং কাজে বরকত হয়। সূরা তওবা ছাড়া কুরআনের প্রতিটি সূরা 'বিসমিল্লাহ্‌' দিয়ে আরম্ভ। প্রসিদ্ধ তফ্‌সীরকার ফখরুদ্দীন রাজীর বর্ণনামতে—ফিরাউন খোদায়ী দাবি করার পূর্বে নিজের জন্য এক রাজপ্রাসাদ তৈরী করেছিল এবং তাতে 'বিস্‌মিল্লাহ্‌' লিখিত ছিল। বিস্‌মিল্লাহ্‌র বরকতে ফিরাউন সেই গৃহে ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়ে নীল নদে ডুবে প্রাণ হারায়। সুতরাং তাৎপর্য অনুধাবন করে 'বিসমিল্লাহ্‌' দ্বারা আমাদের প্রতিটি কাজ সূচনা করা উচিত।

বিস্‌মিল্লাহ্‌তে আল্লাহ্‌র দুটি গুণবাচক শব্দ—'রহমান' ও 'রহীম' রয়েছে। ইহকালে ও পরকালে যাঁর অপরিসীম করুণা ও অনন্ত প্রেম সমভাবে বিশ্ব-চরাচরকে ব্যাপ্ত করে বিরাজমান তিনিই 'রহমান' ও 'রহীম'।

'বিস্‌মিল্লাহ্‌'তে মুমিন মুসলমানকে তাঁর ধর্ম ও কর্মজীবনের প্রত্যেক স্তরে আল্লাহ্‌র অনাদি অনন্ত এবং সর্বব্যাপী প্রেমের ধারণা ও সাধনাকে জাগিয়ে রাখতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

আশা করি শিক্ষক/শিক্ষিকা বিস্‌মিল্লাহ্‌র এ তাৎপর্য এবং ফযীলত আরও সুন্দর করে শিক্ষার্থীদেরকে বুঝিয়ে দেবেন এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তাদের অগ্রগতি পরীক্ষা করে দেখবেন।

[শিক্ষক/শিক্ষিকা মুড়ি বা কোন জাতীয় খাবার কিনে ছাত্র-ছাত্রীদের খেতে বলবেন এবং লক্ষ্য করবেন যে তাদের কতজন খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ্‌ বলে। যারা ভুলে যায় তাদেরকে বিসমিল্লাহ্‌ বলার জন্য উৎসাহিত করতে হবে।]

২য় পাঠ

আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব লাভের সাধনায় হযরত ইব্রাহিম (আঃ)

সূরা আন'আমের ৭৪-৭৯ আয়াতে আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভের সাধনা করে কিভাবে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) অবশেষে তাঁর সন্ধান পেয়েছিলেন, তার কাহিনী বিধৃত হয়েছে। এ কাহিনী সঠিকভাবে উপস্থাপন করে শিক্ষক/শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের মনে ধর্মীয় চেতনা জাগিয়ে তুলতে সমর্থ হবেন বলে আশা করা যায়।

হযরত ইব্রাহিম (আঃ) তাঁর পিতা আজরকে বলেছিলেন, 'তুমি কি মূর্তিকে উপাস্য বলে গ্রহণ করেছ ? নিশ্চয়ই আমি তোমাকে এবং তোমার দলের লোককে বিপথগামী দেখছি।' ইব্রাহিম (আঃ) রাতের একটি উজ্জ্বল তারা দেখে ভাবলেন—এ-ই আমার খোদা। যখন তারাটি অস্ত গেল তিনি নিজকে বললেন, যে অস্ত যায় সে কখনও খোদা হতে পারে না। অত:পর তিনি উজ্জ্বল চাঁদ দেখে ভাবলেন যে, চাঁদই তাঁর প্রভু। কিন্তু পরে চাঁদও অদৃশ্য হলো। তখন তিনি অবিচল সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, চাঁদ খোদা হতে পারে না। পরে আকাশে সবচাইতে বড় সূর্যকে দেখে তাঁর মনে হলো সূর্য-টাই বোধ হয় তার পালনকর্তা হবেন, কিন্তু সূর্যও যখন অস্ত গেল তখন এটা যে তার প্রভু নয় সে সত্য তিনি উপলব্ধি করলেন। আরও উপলব্ধি করলেন যে, তারা, চাঁদ ও সূর্য আল্লাহ্ তা'আলারই সৃষ্ট, এসবের কোনটাই আল্লাহ্ হতে পারে না। ইব্রাহিম (আঃ) বললেন যে, যারা আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে অন্যান্য বস্তুকে শরীক করতে চায়, তিনি সে দলের অন্তর্ভুক্ত নন এবং তিনি সেই আল্লাহ্‌র দিকে মুখ ফিরালেন, যিনি আসমান, জমিন ও সারা বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন এদের মধ্যে যা কিছু বর্তমান।

[সূরা আন'আমের ৭৯ আয়াত—যা নামাযে দাঁড়িয়ে সবাইকে পড়তে হয় তা শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষক বুঝিয়ে দেবেন। পুতুল পূজার অসারতার কথা তিনি কিভাবে তাঁর বাবাকে বলেছিলেন তাঁর বিস্তৃত বিবরণ সূরা মরিয়মের ৪২-৪৫ আয়াতসমূহে রয়েছে। শিক্ষক এ ঘটনা গল্পাকারে বলে দিলে তিনি শিশুদের চিত্তাকর্ষণ করতে সক্ষম হবেন।]

৩য় পাঠ

মৃত্যু ও পরকালের জন্য সর্বদা তৈরী থাকা

সূরা মুনাফিকুনের ৯ম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে পরকালের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে বলেছেন। তিনি বলেছেন—মরণ আসার পূর্ব মুহূর্তে কোন ব্যক্তি যদি বলে, 'হে আমার প্রভু, তুমি আমাকে আর কিছু-কালের জন্য সময় দিলে আমি অনেক দান-খয়রাত করতাম ও পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।' কিন্তু তার মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময় থেকে আল্লাহ্ তা'আলা কখনও তাকে অবকাশ দিবেন না। যথাসময়েই তার মৃত্যুর মুহূর্ত উপস্থিত হবে।

সূরা আনকাবুতের ৫৭তম আয়াতে আল্লাহ্ বলছেন, 'প্রাণীমাত্রই মৃত্যু আস্বাদন করবে এবং পরিশেষে, তোমাদেরকে আমারই নিকট ফিরিয়ে নেওয়া হবে।' ঐ একই সূরাতে পরের লাইনে বর্ণিত আছে যে— 'কেউ জানে না কোন্ স্থানে তার মৃত্যু হবে।'

সূরা আম্বিয়াতে (৩৫ আয়াত) আরও উল্লেখ আছে, 'তিনি আমাদেরকে ভালরূপে পরীক্ষা করেন এবং আমাদেরকে তাঁর নিকট ফিরে যেতে হবে।' সূরা আন্'আমের ৬১তম আয়াতে বলা আছে যে, 'অবশেষে যখন কারও মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন ফিরিশতারা তার প্রাণ সংহার করে এবং তারা কখনও এ কাজে ত্রুটি করে না।'

অতএব মৃত্যু যে অনিবার্য—এ সত্য সর্বদা অনুধাবন করে অনন্তকালের সাধনায় আমাদেরকে আত্মনিয়োগ করতে হবে। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে :

আয়ু যেন শৈবালের নীর
চিরস্থির কবে নীর হায়রে জীবন নদে।

৪র্থ পাঠ

কোন উড়ো খবর বা গুজবের সত্যতা যাচাই না করে তা বিশ্বাস করা

সূরা হুজুরাতের ৬ষ্ঠ আয়াতে পৃথিবীতে আমাদের যাতে বিপদগ্রস্ত না হতে হয় সে জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে সতর্ক করে বলেছেন—'যদি কোন দুষ্ট লোক তোমাদের নিকট কোন খবর নিয়ে আসে তখন তার সত্যতা

সম্বন্ধে ভালভাবে অনুসন্ধান করে নিও।' যাচাই না করে কোন সিদ্ধান্ত নিলে আমরা বিপদগ্রস্ত হতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে জাতি বিপদের সম্মুখীন হতে পারে।

তাই আমাদের ব্যক্তিগত এবং জাতীয় জীবনের সকল পর্যায়েই উড়ো খবরে বিশ্বাস করে বিপর্যস্ত হতে সাবধান করা হয়েছে। সাধারণত উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই অনেক লোক নানা কথা ছড়িয়ে সমাজে বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াস পেয়ে থাকে। তাই প্রত্যেক মৌখিক ঘটনা যাচাই করে নিতে হয়। অন্যথা সমাজের স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়ে তা অধঃপতনের চরম সীমায় পৌঁছতে পারে।

[শিক্ষক ব্যক্তিগত জীবনের দুই একটা ঘটনা বিবৃত করলে বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের হৃদয়ঙ্গম হবে।]

৫ম পাঠ
আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীলতা ও পূর্ণ আস্থা স্থাপন

আল্লাহ্ তা'আলা সূরা দোহাতে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জন্য আশ্বাস দিয়ে বলেছেন—'ইহকাল অপেক্ষা পরকাল তোমার জন্য উত্তম হবে। তিনি কি তোমাকে য়াতিম অবস্থায় আশ্রয় দেন নি? তুমি যখন পথ হারিয়েছিলে তিনি কি তোমাকে সত্য পথ দেখান নি? তোমাকে দরিদ্র দেখে তিনি কি তোমাকে ধনবান করেন নি?' মুমিন মুসলমানের জন্যও এই সান্ত্বনা বাক্য প্রযোজ্য। আল্লাহ্ আমাদিগকে তাঁর উপর নির্ভর করতে বলেছেন। সূরা তওবার শেষের আয়াতে (হাসবিয়াল্লাহু) বর্ণিত আছে, যেন আল্লাহ্ তা'আলার উপর সর্বদা নির্ভরশীল হই। সূরা ইনশিরাহ্‌তে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন—'নিশ্চয় দুঃখের সঙ্গে সুখ আর কষ্টের সঙ্গে সুখ নিহিত আছে।' এ সূরাগুলি পড়লে ও তার অর্থ বুঝলে শরীরে বল ও মনে সাহসের সঞ্চার হয়।

৬ষ্ঠ পাঠ
'সূরা ফালাক' ও 'সূরা নাস'— সকল বালা মুসিবতের রক্ষাকবচ

বর্ণিত আছে—রাত্রিতে এই দু'টি সূরা পড়ে রসূলুল্লাহ্ (দঃ) পৃথিবীর সমস্ত জাত বিপদ থেকে করুণাময়ের কাছে আশ্রয় চাইতেন। সৃষ্ট জীবের অনিষ্ট থেকে ও অজ্ঞাত হিংসা থেকে, যারা অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয় এবং জীন

ও মানুষের মধ্যে কুচক্রী তাদের কবল থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য এই সূরা-দ্বয়ের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। আয়াতুল কুরসী ও উক্ত সূরাদ্বয় পড়ে রাত্রে শয়ন করলে ইন্‌শাআল্লাহ্ সমস্ত বালা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

উভয় সূরা ইখলাস ও ফাতিহাসহ পাঠ করে মৃত মুরুব্বীদের জন্য দোয়া প্রার্থনার বিধান রয়েছে। এতে বহু সওয়াব পাওয়া যায়।

৭ম পাঠ
সহজ মুনাজাত

সহজ মুনাজাত শিশু-কিশোরদের প্রথম পাঠ থেকেই শুরু করা প্রয়োজন। বিশেষ করে সূরা ফাতিহার শেষ দুইটি আয়াত—যেখানে আল্লাহ্‌কে আমরা আমাদেরকে সৎপথে চালাতে এবং বিপথগামীদের পথ থেকে উদ্ধার করার প্রার্থনা করছি। ক্রমশ মুনাজাতে কুরআন শরীফের আয়াতসমূহের অন্যান্য বিশেষ বিশেষ অংশ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। 'রাব্বানা আ'তিনা'র সঙ্গে 'আমানার রসূল' থেকে 'আলাল্ কাওমিল কাফিরিন্' পর্যন্ত (সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত) শিক্ষার্থীদের শিখিয়ে তার ব্যাখ্যা করে দিলে ভালো হয়। আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করতে হবে—তিনি যেন আমাদেরকে আমাদের শক্তির বাইরে কোন কিছু কাজের ভার না দেন এবং তিনি যেন আমাদের সমুদয় গুনাহ্ মাফ্ করেন। কারণ তিনি 'গাফুরুর রাহিম'। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্বের অক্ষুণ্ণতা ও দেশের সার্বিক উন্নতির জন্য শিক্ষার্থীরা মুনাজাত করবে। যিনি যে কাজে বা যে কর্তব্যে নিয়োজিত, আল্লাহ্ তাকে যেন সে কর্তব্য পালনে তৌফিক দান করেন—এ প্রার্থনাও তাদেরকে করতে হবে। নিজের মা-বাপের, ভাই-বোনের, আত্মীয়-স্বজনের, বন্ধু-বান্ধবের, দেশসেবক ইত্যাদি সকলের জন্য দীর্ঘ জীবন ও সুন্দর স্বাস্থ্য কামনা করতে হবে। রসূ-লুল্লাহ্ (সঃ)-এর রওজা মুবারকের উপর, যে সমস্ত নবী, পীর, আওলিয়া পৃথিবীতে এসেছিলেন তাঁদের রূহের এবং আমাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব যারা গত হয়েছেন, তাঁদের রূহের মাগফিরাত করার জন্য শিক্ষার্থী-দেরকে মুনাজাত শিখাতে হবে। বিশেষ করে যেসব প্রার্থনা কুরআনে লিপিবদ্ধ, যেমন—মা-বাপের জন্য, সন্তান-সন্ততির জন্য, বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্বের এবং নিজ দুনিয়া ও আখিরাতের উন্নতির জন্য ; নামাযের পরে যেসব প্রার্থনা আল্লাহ্‌র নিকট করতে শিক্ষার্থীদের শিখতে হবে।

[শিক্ষক নিম্নলিখিত আয়াতগুলো ছেলেমেয়েদেরকে বুঝিয়ে দিয়ে মুখস্ত করাতে চেষ্টা করবেন : সূরা বনি ইসরাইল : ২৪, সূরা ইব্রাহিম ৪১, সূরা ফুরকান : ৭৪ এবং সূরা বাকারা : ২০১।]

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ۝ رَبَّنَا
اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ
الْحِسَابُ ۝ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا
قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۝ رَبَّنَا آتِنَا
فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ ۝

রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বায়ানী সাগীরা। রাব্বানাগফিরলী ওয়ালি ওয়ালিদাইয়া ওয়ালিল্ মু'মিনিনা ইয়াওমা ইয়াকুমুল হিসাব। রাব্বানা হাব্লানা মিন আয্ওয়াজিনা ওয়া যুর্‌রিয়াতিনা কুররাতা 'আইউনিও ওয়াজ্'আল্না লিল্ মুত্তাকীনা ইমামা। রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতাও ওয়াফিল্ আখিরাতি হাসানাতাও ওয়াকিনা আযাবান্নার।

৮ম পাঠ

ওযনে কারচুপিকারীর জন্য অত্যন্ত কঠিন শাস্তি

আল্লাহ্ তা'আলা মাটি দ্বারা মানুষকে ও আগুন দিয়ে জ্বীনকে সৃষ্টি করেছেন এবং সুখ শান্তির জন্য ফলমূলসহ কি কি নিয়ামত্ দিয়েছেন সূরা রাহমানে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে ইন্সাফ ও ন্যায়সংগতভাবে মাল ও জিনিসপত্রের ওযন বা মাপ ঠিকভাবে দেওয়ার নির্দেশ সম্বন্ধেও আলোচনা রয়েছে। আমাদের দেশে সর্বত্র, যেখানেই বেচাকেনা হয় সেখানেই ওযনের হেরফের হয়। উল্লেখ্য, এই উপমহাদেশের বাইরে অন্যান্য মুসলিম

দেশে ব্যবসায়ীরা ওযনে কম দেয় না। যারা ওযনে কম দেয়, তাদের জন্য যে কঠোর শাস্তি নির্ধারিত আছে তা উল্লেখ করে শিক্ষার্থীদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে। সূরা রাহমানের ৯ম আয়াত এবং বনি ইসরাইলের ৩৫ তম আয়াতে ওযন ঠিক রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ নির্দেশের প্রেক্ষাপটে হযরত আলী (রাঃ) ওযনের উপর এতই গুরুত্ব দিতেন যে, তাঁকে কুফার গলিতে গলিতে গিয়ে লোকজনকে প্রায়ই এ সম্পর্কে সতর্ক করে দিতে দেখা যেতো।

প্রত্যেক ভালো কাজ সম্পাদন করার এক পদ্ধতি আছে, তা মেনে চলা-কেও ওযন ঠিক রাখা অর্থে ধরে নেওয়া যায়। যেমন, বিচার করার সময় ন্যায়-অন্যায়ের মানদণ্ড আছে, তা সঠিকভাবে মেনে বিচার করাকেও ওযন ঠিক রাখা বলে মনে করা প্রয়োজন।

৯ম পাঠ

বিপথগামীদের ধ্বংস অনিবার্য (সূরা আরাফ ৫৯-৬৪ ও ৬৯-৭২ আয়াত এবং সূরা নূহ্)

উক্ত আয়াত ও সূরার তাৎপর্য হচ্ছে—'বিপথগামী হলে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হন এবং আমাদের উপর তাঁর গজব পড়ে; যেমন গজব পড়েছিল তাদের উপর, যারা নূহ (আঃ)-এর উপদেশ উপেক্ষা করে অসৎ পথে চলেছিল।'

হযরত নূহ্ (আঃ) তাঁর লোকদেরকে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে ডেকেছিলেন। আল্লাহ্‌র নির্দেশে তিনি বারবার তাদেরকে সতর্ক করে বলেছিলেন যে, তাঁর ইবাদত না করলে তাদের উপর ভয়ানক গজব এসে পড়বে। তাঁকে তারা এতই বিব্রত করেছিল যে, অবশেষে তিনি আল্লাহ্‌র নিকট হতে তাদের ধ্বংস কামনা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অবশেষে মহা-প্লাবনে তাঁর এক অবাধ্য পুত্রসহ বিপথগামী সবাইকে ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে হলো। হযরত নূহ্ (আঃ)-এর এ ঘটনার শিক্ষা দ্বারা বোঝাতে হবে যে, লোক যখন আল্লাহ্‌কে ভুলে, অবাঞ্ছিত পথ ধরে চলে তখন তাদের পতন অনিবার্য হয়ে আসে। প্রসঙ্গক্রমে এ-ও মনে রাখতে হবে যে, সব নবীই যুগে যুগে আল্লাহ্‌র ইবাদতের দিকেই লোকজনকে ডেকেছিলেন।

শিক্ষক গল্পাকারে কুরআনের কাহিনীর তাৎপর্য শিক্ষার্থীদেরকে বুঝিয়ে দেবেন। হযরত নূহ্ (আঃ)-এর ছেলে এতই অবাধ্য ছিল যে, যখন তার পিতা তাকে মহা তুফানের ভয় দেখিয়ে ঈমান আনতে বলেছিলেন, সে ঠাট্টা করে উত্তর দিয়েছিল—সে পাহাড়ে আশ্রয় নিতে প্রস্তুত কিন্তু তবুও সে আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনবে না।

১০ম পাঠ

ফিরাউন কর্তৃক আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও মুসা (আঃ)-এর প্রতি অবিশ্বাস (সূরা আ'রাফ ১০৩-১৩৬ ; সূরা বাকারা ৪৯-৫০ ; সূরা ত্বা-হা ৪৩-৭৩ আয়াত)

এ আয়াতসমূহে হযরত মুসা (আঃ) ও ফিরাউনের মধ্যে যে ঘটনা বর্ণিত আছে তা গল্পাকারে শিক্ষাদানের প্রয়োজন। ফিরাউন শ্রেণীভুক্ত বাদশাহ্‌কে মুসা (আঃ) বললেন যে—তিনি আল্লাহ্‌তা'আলার বাণী নিয়ে এসেছেন। তখন ফিরাউন বাদশাহ্ মুসা (আঃ)-কে এর প্রমাণ দেখাতে বললেন। সেই সময় মুসা (আঃ) তাঁর হাতের ছড়ি মাটিতে নিক্ষেপ করলেন। ছড়ি বিরাট সাপে পরিণত হলো। বাদশাহ্ তখন মুসা (আঃ)-কে যাদুকর নামে আখ্যায়িত করলেন এবং রাজ্যের সব যাদুকরকে একত্রিত হতে আদেশ দিলেন। বাদশাহ্‌র সামনে যাদুকরেরা তাদের চমকপ্রদ যাদু প্রদর্শন করলো। কিন্তু মুসা (আঃ)-এর লাঠি যখন নিক্ষিপ্ত হলো তখন সে লাঠি বিরাট সাপে পরিণত হয়ে যাদুকরেরা যা কিছু বানিয়েছিল তা সব গিলে ফেললো। এ অত্যাশ্চর্য ঘটনা যাদুকরদের এমন বিস্মিত করলো যে, তাদের অনেকেই সিজদাতে নিমগ্ন হলো। এ ঘটনাতে বাদশাহ্‌র ক্রোধ আরও বেড়ে গেল। তিনি হুমকি দিলেন যে, যারা মুসা (আঃ)-কে বিশ্বাস করবে তাদের হাত ও পা কেটে দিয়ে পরে শূলে চড়াবেন। মুসা (আঃ) ও আল্লাহ্‌কে বিশ্বাসীরা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ধৈর্য ধারণ করার ক্ষমতা ও মুসলমান হিসাবে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার প্রার্থনা করলেন। ফিরাউনের পরামর্শদাতারা মুসা (আঃ) ও তাঁর অনুগামীদের ছেড়ে দিতে নিষেধ করলো। কারণ, তাদের মতে মুসা (আঃ) তাদের দেশে উপদ্রব করে বেড়াবে ও তাদের দেবদেবীকে অমান্য করবে। ফিরাউন মুসা (আঃ)-এর অনুগামীদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করার হুকুম দিলেন। মুসা (আঃ) তখন বিশ্বাসীদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন যে, শীঘ্রিরই আল্লাহ্ তা'আলা দুশমনদের ধ্বংস করবেন। এরপর সেখানে শস্য বিনষ্ট হলো ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। কিন্তু এসব দুর্যোগেও বিপথগামীদের চেতনা হলো না। তারা ঘোষণা করলো যে, তারা যে কোন নিদর্শনের বিনিময়ে ঈমান আনবে না। যখন আযাব উপস্থিত হতো তখন বিপথগামীরা বিপদমুক্ত হবার জন্য ভাল পথে চলার ওয়াদা করতো, কিন্তু বিপদ চলে যাওয়ার পরই তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতো। যখন অত্যাচারের সীমা ছাড়িয়ে গেলো তখন মুসা (আঃ) তাঁর অনুচরদের নিয়ে সাগর পার হয়ে অন্য দেশে

চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। সাগরের নিকটে এসে মূসা (আঃ) সাগরের পানিতে তাঁর লাঠি ছোঁয়ালেন, তৎক্ষণাৎ সাগরের পানির মাঝখানে রাস্তা তৈরী হলো। মূসা (আঃ) তাঁর অনুচরবর্গসহ ওপারে পৌছার সাথে সাথে ঐ রাস্তা সাগরের পানিতে ডুবে গেল। সে সময় ফিরাউনের অনুচরগণ, যারা মূসা (আঃ)-কে ধাওয়া করেছিল, তারা সবাই মাঝপথে সাগরের পানিতে নিমজ্জিত হলো।

[হযরত মূসা (আঃ)-এর ঘটনা অতি দীর্ঘ এবং তাৎপর্যপূর্ণ। তাই এই ঘটনা দু'টি পাঠে বিভক্ত করে পড়ানো উত্তম হবে। শিক্ষক গল্পাকারে এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ঘটনাগুলোকে শিশুদের সামনে তুলে ধরবেন।]

১১শ পাঠ

উত্তম কাজ সম্পাদনকারীরা পুরস্কারপ্রাপ্ত আর অবশিষ্ট ব্যক্তিরা ক্ষতিগ্রস্ত (সূরা আল-আসর ও সূরা ত্বীন)

আলোচ্য সূরা দু'টিতে বলা হয়েছে যে, 'যারা বিশ্বাসী এবং ভাল কাজ করে এবং একে অপরকে সত্য রক্ষার্থে এবং ধৈর্য ধারণে উৎসাহিত করে তারা ছাড়া বাকী লোকেরা ক্ষতিগ্রস্ত।'

['আমালুস সালিহাত' বা ভালো কাজ বলতে কি বোঝায় তা ব্যাখ্যা করার পর শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষক একটি তালিকা প্রস্তুত করবেন। তাদের মনে উৎসাহ জাগাতে পারলে তারা নিজেরাই প্রত্যেকে এক একটি করে ভালো কাজের উদাহরণ দিতে পারবে। আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্ট জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ করে মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু যারা ভালো কাজ করে না আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তাদের স্থান অনেক নীচে—এ মর্মকথা শিক্ষার্থীদেরকে অনুধাবন করানোর জন্য শিক্ষককে সচেষ্ট হতে হবে।]

১২শ পাঠ

দরূদ পাঠের ফযীলত (সূরা তাওবার ১১ পারার শেষ দু'টি আয়াত)

'জাআকুম রা' সুলুম' থেকে উক্ত শেষ দু'টি আয়াতে—হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর উম্মতদের জন্য যে সর্বদা চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত ছিলেন তার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। আরও উল্লেখ আছে, তিনি তাঁর উম্মতদের প্রতি সদা স্নেহশীল ও দয়াবান ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর পূর্বের নবীগণ কোন

না কোন কারণে তাদের সম্প্রদায়ের উপর অসন্তুষ্ট বা বিরক্তি প্রকাশ করে-ছিলেন। আমাদের নবী ভুলেও কোন সময় আমাদের অনিষ্ট চিন্তা করেন নাই। তিনি সর্বদা আমাদের মঙ্গল কামনা করতেন। তাই আমাদের প্রত্যেককে তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য ও তাঁর দোয়া লাভের জন্য দরূদ পড়া একান্ত দরকার। (দরূদের ফযীলত বর্ণনা করে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিভিন্ন দরূদ এবং দরূদের অর্থ শিখিয়ে দিতে হবে।)

১৩শ পাঠ

পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য (সূরা বনি ইসরাইল ৪৩ ও সূরা আহকাফ ১৫ আয়াত)

মা-বাপের প্রতি সন্তানের কর্তব্য সম্বন্ধে কুরআন শরীফে যে নির্দেশ দেওয়া আছে, তা উল্লেখিত সূরায় বিধৃত হয়েছে—এ সংক্রান্ত যে সব সত্য কাহিনী বর্ণিত আছে, যেমন—বড়পীর সাহেবের মাতৃভক্তি, তা শিক্ষার্থীদের বলা ও তাদেরকে এসব কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করতে বলার পদক্ষেপ নিতে হবে।

আল্লাহ্‌র ইবাদতের পরেই মা-বাপের প্রতি ইহ্‌সান করার কথা কুরআনে বলা হয়েছে। তাঁদের সাথে নম্র ব্যবহার করতে বলা হয়েছে এবং তাঁদের মনে কষ্ট হয় এমন কাজ বা কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। ইচ্ছাকৃতভাবে মনে কষ্ট দিলে আল্লাহ্‌ তা'আলা সে অপরাধ মাফ করবেন না। আর তাঁর নিকট ও তাঁদের উভয়ের জন্য এই বলে প্রার্থনা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—'হে আমার প্রতিপালক! তাঁদের উভয়ের উপর আপনার করুণা বর্ষণ করুন, কেননা, তাঁরা উভয়েই আমাকে প্রতিপালন করেছেন' (বনি ইসরাইল : ২৪)। রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বায়ানী সাগীরা।

২

মাধ্যমিক পর্যায়ের জন্য

মানুষ মূলতঃই বড় ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত ;
তাহারা ব্যতীত যাহারা ঈমান আনিয়াছে
ও সৎকাজ করিয়াছে এবং একজন
অপরজনকে সৎপথে চলিতে উপদেশ দিয়াছে
ও ধৈর্য ধারণের উৎসাহ দিয়াছে ।

সূরা আসর (১০৩) : ২-৪

১ম পাঠ

অপরিসীম ক্ষমতাশালী মহান আল্লাহ্‌, তা'আলার গুণাবলী (সূরা সিজদা ৪,৫ সূরা হাদিদ ৪ ও সূরা মারিজ ৪ আয়াত)

উক্ত আয়াতগুলো ব্যাখ্যা করে শিক্ষার্থীদের বলতে হবে যে, আল্লাহ্‌-তা'আলা—যিনি আদি, যিনি অনন্ত (হাদিদ ঃ ৩) এবং যিনি সমস্ত পৃথিবী ও গগনমণ্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। ছেলেমেয়েদের বুঝিয়ে বলা যে, সৃষ্টির প্রেক্ষিতে ১ দিনের অর্থ ৫০ হাজার বছর (মারিজ ঃ ৪)। তারপর সূরা মুলক (৩-৫)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে সৃষ্টির রহস্য সম্বন্ধে আলোচনা করে বলা যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার সৃষ্টি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোন বিষয়েই বিন্দুমাত্র অসংগতি নেই এবং যতবারই তোমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে, ততবারই তোমাদের দৃষ্টি ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে ফিরে আসবে। সৃষ্টিকর্তা সব জিনিস যে পানি দিয়ে জীবন্ত রেখেছেন সে সম্পর্কে সূরা আম্বিয়া ৩০ আয়াতে বলা হয়েছে এবং আরও বলা হয়েছে যে—চাঁদ, সূর্য তাঁরই সৃষ্টি এবং এরা নিজ নিজ কক্ষপথে সুনির্দিষ্টভাবে প্রদক্ষিণ করছে (আম্বিয়া ৩৩-ও সূরা নূর ৪৪)।

সৌরজগতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আপনা-আপনিই মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র কুদরতের কথা মনে জাগে। যতবার দেখা যায় ততবারই বিস্ময়ে চোখ যেন বন্ধ হয়ে আসে। নভোচারীরা চাঁদে অবতরণ করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিরাটত্ব ও সৌন্দর্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সেখানে গিয়ে তাঁরা মহিমময় আল্লাহ্‌র সীমাহীন এ অনন্ত লীলার নিদর্শন দেখে হতবাক হয়েছিলেন এবং কুরআনের বর্ণনার সত্যতা প্রত্যক্ষ করে তাঁদের একজন (আর্মস্ট্রং) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বলেও জনশ্রুতি আছে।

[শিক্ষক/শিক্ষিকা সৌরজগতের প্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের প্রাণে আল্লাহ্‌র বিশালত্বের কথা এবং মহিমা সম্বন্ধে বুঝিয়ে দেবেন। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পরে তাদের জ্ঞানের পরিচয় নেবেন।]

২য় পাঠ
আদম (আঃ) সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বা সেরা
(সূরা বাকারার ৩০-৩৩ আয়াত)

আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে তাঁর প্রতিনিধি করে সৃষ্টি করলেন এবং সব-জিনিসের নাম শেখালেন। পরে আল্লাহ্ হুকুম করলেন ফিরিশ্তাদেরকে এসব জিনিসের নাম বলতে। যখন তারা ব্যর্থ হলো তখন তিনি আদমকে এসব জিনিসের নাম বলতে নির্দেশ দিলেন। আদমের সফলতায় ফিরিশ্তাদের মন থেকে আদমের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ দূর হলো। তাই যখন আল্লাহ্ ফিরিশ্তা-দের হুকুম দিলেন তারা যেন আদম (আঃ)-কে সিজ্দা করে, তখন ইব্লিস্ ছাড়া সব ফিরিশ্তা আল্লাহ্র হুকুম পালন করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইবলিস্কে তার অবাধ্যতার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে জবাব দিল যে, সে আদমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, কারণ তিনি তাকে আগুন দিয়ে তৈরি করেছেন আর আদম (আঃ)-কে মাটি দিয়ে তৈরি করেছেন। অবাধ্যতার কারণে অতঃপর ইব্লিস্ শয়তানে পরিণত হলো।

আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়াকে একটি নির্দিষ্ট গাছের কাছে যেতে বা তার ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু শয়তান তাদের এই বলে প্ররোচিত করলো যে—'আল্লাহ্ পছন্দ করেন না যে, তাঁরা ফিরিশ্তা-দের মতো অমর হোক' তাই তিনি ঐ গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছেন। তারা লোভে পড়লেন আর ঐ নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়া মাত্র তাঁরা নিজেদের লজ্জার স্থান বা গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে সচেতন হলেন। আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি বললেন যে, কিছুদিনের জন্য তাদের পৃথিবীতে জিন্দেগী কাটাতে হবে। সেখানে তারা বাঁচবে ও মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকে তাদেরকে উদ্ধার করা হবে।

[মানুষ যে সবার সেরা, এমন কি ফিরিশতাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ, সে সম্পর্কে শিক্ষক ও ছেলেমেয়েরা আলোচনা করবে। আলোচনার মাধ্যমে তারা বুঝতে পারবে যে, হযরত আদম (আঃ) তাঁর জ্ঞানের জন্য ফিরিশ্তাদের উপর মর্যাদা লাভ করেছিলেন এবং সে কারণে তাঁকে সিজ্দা করার জন্য ফিরিশ্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, আবার শয়তানের প্ররোচনায় পতিত হলে মানুষকে যে বিপদে পড়তে হয় তা-ও শিক্ষার্থীরা বুঝতে সক্ষম হবে।]

৩য় পাঠ

সূরা ফাতিহার (আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌-এর) অর্থ ও তাৎপর্য

সূরা ফাতিহার অনুবাদ, যা কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও কবি গোলাম মোস্তফা করেছেন, তা ছাত্র-ছাত্রীদের শিখাতে পারলে উত্তম হবে। 'কিয়ামতের দিনে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রত্যেক কাজের বিচার করবেন'—ছেলেমেয়েরা যেন এ কথা ভালো করে অনুধাবন করে এবং সরল ও বিপথে যাওয়ার ফলাফলও যাতে তাদের হৃদয়ঙ্গম হয় শিক্ষক সেদিকে দৃষ্টি রাখবেন।

উক্ত সূরায় আল্লাহ্ এবং বান্দার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করার প্রয়াস রয়েছে। শিক্ষার্থীদেরকে এর অর্থ সরল সহজভাবে বোধগম্য করে দিতে হবে। সূরা ফাতিহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা অন্যত্র দেওয়া হয়েছে। এর সাহায্যে শিক্ষক/শিক্ষিকা ছেলেমেয়েদের নিকট সূরা ফাতিহার অর্থ আরও বিশদভাবে তুলে ধরতে সমর্থ হবেন।

৪র্থ পাঠ

আল্লাহ্‌র সত্তা বা অস্তিত্বের পরিচয় (সূরা ইখ্‌লাস এবং সূরা মরিয়মের ৩৫ আয়াত)

এই আয়াতগুলিতে আল্লাহ্‌র মহান সত্তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। বর্ণনায় বলা হয়েছে যে—'তিনি একক, তিনি নিষ্কাম, তিনি কারও জনক নন এবং কেউ তাঁর সমতুল্য নয়।' খৃস্টানরা যীশুকে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে জ্ঞান করে এবং য়াহূদীরাও এক সময় হযরত ওজায়রকে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে গ্রহণ করেছিল। যা হোক, সূরা মরিয়মের ৩৫নং আয়াতে বলা হয়েছে—আল্লাহ্‌র সন্তান থাকা শোভা পায় না। তিনি এতই মহিমান্বিত যে তিনি যখন যা ইচ্ছা তা করেন এবং তাঁর নির্দেশে তা হয়। তাই 'আল্লাহ্‌র পুত্র আছে'—এমন ধারণা যারা পোষণ করে তাদেরকে ইসলামে 'মুশরিক' বা 'কাফির' বলে গণ্য করা হয়।

আয়াতুল কুরসীতে মহান আল্লাহ্‌র গুণাবলীর আরও বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, তন্দ্রা বা নিদ্রা কিছুই তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। স্বর্গে-মর্তে যা কিছু আছে তিনি সব কিছুরই মালিক। তিনি সকলের সব কিছু অবগত আছেন, তিনি মহামহিম।

৫ম পাঠ

শিক্ষাই জ্ঞানার্জনের সকল চাবিকাঠি (সূরা আলাক— ইক্‌রা বিসমে)

জন্মের প্রথম লগ্ন থেকে আল্লাহ্‌ যে আমাদেরকে জ্ঞানার্জন করতে বলেছেন, সে কথা এই সূরাতে অতি স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ আছে। সারাজীবন কোন-না-কোন সুশিক্ষাতে আমাদেরকে ব্যস্ত থাকতে হবে এবং আল্লাহ্‌র কাছে আমাদেরকে প্রার্থনা করতে হবে যে—যা আমরা জানি না তা শেখার তৌফিক ও সুযোগ যেন তিনি আমাদের দেন—এ কথাগুলোই এ সূরার মর্ম-কথা।

"হে আমার রব (প্রতিপালক) তুমি আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করো"—সূরা তাহা'র ১১৪ আয়াতে এ বলে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করতে কুরআনে নির্দেশ রয়েছে। দোলনা হতে অন্তিমকাল পর্যন্ত শেখার সময়। এর সময়সীমা নেই। জ্ঞানার্জন করা সাধনার ব্যাপার। অবহেলা করে বা ফাঁকি দিয়ে জ্ঞানার্জন করা যায় না।

নকল করাকে পাসের সহজ উপায় বলে মনে করে ছাত্রছাত্রীরা যে নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করে—সে সত্যতা তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে। এটি চুরির ন্যায় একটি মারাত্মক অপরাধ এবং সেজন্য এ অপরাধ কঠোর শাস্তি হওয়ার দাবী রাখে। অপরপক্ষে এ প্রবণতা শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, আর সে তার সবল সহপাঠীদের সঙ্গে তাল রেখে চলতে অক্ষম হয়ে শিক্ষাঙ্গন হতে চিরবিদায় নিতে বাধ্য হতে পারে।

৬ষ্ঠ পাঠ

শিক্ষা ও বিজ্ঞানে মুসলিম ঐতিহ্য

শিক্ষা ও বিজ্ঞান ক্ষেত্রে মুসলমানেরা এককালে যে উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হয়েছিল এবং বিশেষ করে স্পেনের গ্রানাডা, কর্ডোভা পর্যন্ত তারা জ্ঞানের মশাল জ্বালিয়েছিল সে সম্বন্ধে শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে আলোচনা করে তাদের মনে ইসলামী ঐতিহ্যের গৌরব বোধ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করবেন। এ বইয়ের অন্যত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানদের উন্নতির কথা নাটিকা-কারে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

৭ম পাঠ

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা (সূরা ওয়াকিয়ার ৭৯ এবং সূরা বাকারার ২২২ আয়াতের (শেষাংশ)

সূরা ওয়াকিয়ার ৭৯ এবং বাকারার ২২২ আয়াতের শেষাংশে পবিত্রতার কথা বলা হয়েছে। 'অপবিত্র দেহে পবিত্র কুরআন স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। আল্লাহ্ তওবাকারী এবং পবিত্রতা অবলম্বনকারীদেরকে ভালবাসেন'—উক্ত আয়াতদ্বয়ে এসব কথার উল্লেখ আছে। এ কারণেই নামাযের পূর্বে আমাদেরকে ওযু করে পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। বিনা ওযুতে নামায হয় না। এ পবিত্রতার সঙ্গে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাই রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, 'পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানেরই অঙ্গ।' কাজে-কর্মে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশ মনে পবিত্রতা ও আনন্দ বিধান করে এবং সমাজ ও জাতিকে উন্নতির পথে এগিয়ে নেয়।

সুতরাং শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উপর জোর দেবেন, আলোচনা করবেন এবং কাজের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সচেতন করে তুলবেন। তাদেরকে কয়েকটি দলে বিভক্ত করে চেয়ার, টেবিল, কামরা, স্কুল-প্রাঙ্গন ইত্যাদি পরিষ্কার করার ভার দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে এ কাজে ব্রতী করে তুলবেন। কারণ মানুষ অভ্যাসের দাস। এ ব্যাপারে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে শ্রেষ্ঠ দল ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থীকে পুরস্কৃত করতে পারলে উত্তম হবে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে তাদের উৎসাহ বর্ধিত হবে। [পাঠমালার শেষে নাটক দ্রষ্টব্য]

৮ম পাঠ

একমাত্র আল্লাহ্ই মহাপরাক্রমশালী, মহৎ ও সর্বজ্ঞানের অধিকারী (সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত এবং সূরা আল-ইমরানের ২৬ আয়াত)

উপরের আয়াতগুলো পড়ে মহিমান্বিত আল্লাহ্র মহত্ব এবং অসীম ক্ষমতার কথা শিক্ষার্থীদেরকে অবহিত করতে হবে। এ পর্যায়ে তাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে—তিনি অদ্বিতীয়, দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছুই তাঁর জানা, তিনি করুণাময়, কৃপানিধান, তিনি শাহানশাহ্, পবিত্রতম, শান্তিদাতা, নিরাপত্তা প্রদানকারী, অভিভাবক, মহাশক্তিশালী, প্রতাপশালী এবং অতিশয় সম্মানিত,

তিনি সবারই সৃষ্টিকর্তা, নির্মাতা এবং আকৃতিদাতা ; আসমান ও জমিনের সবকিছুই তাঁর মহিমা ঘোষণায় নিয়োজিত ; কারণ তিনি মহাপরাক্রমশালী এবং সর্বজ্ঞানের অধিকারী।

তাই আল্লাহ্র নিকট এই বলে প্রার্থনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (সূরা আল-ইমরান, ২৬) 'হে আল্লাহ্, তুমিই (প্রকৃত) শাহানশাহ্ (প্রকৃত ক্ষমতার মালিক), তুমি যাকে চাও তাকে রাজ্য বা ক্ষমতা দাও, আবার যার থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মানিত কর, আবার যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত কর, (কারণ) তুমি সর্ববিষয়ের উপরই সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। তুমি রাত্রিকে দিনে এবং দিনকে রাত্রিতে পরিণত কর এবং মৃত হতে জিন্দা এবং জিন্দা হতে মৃত কর ; তুমি বিনা হিসাবে যাকে ইচ্ছা রিযিক (উপ-জীবিকা) দান কর।' বর্তমান দুনিয়ায় ব্যক্তিগত পর্যায়ে মানুষের যে উত্থান-পতন চলছে তার প্রেক্ষাপটে শিক্ষার্থীদেরকে এসব আয়াতের তাৎপর্য বুঝিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। এছাড়া তাদেরকে উপদেশ দিতে হবে—মেহনত করবে ও সর্ববিষয়ে আল্লাহ্র উপর নির্ভর করতে শিখবে এবং চলার পথে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করবে।

৯ম পাঠ

নিজের উন্নতিতে দশের উন্নতি এবং নিজের উন্নতিতে জাতির উন্নতি (সূরা আন্‌ফাল ৫৩ আয়াত)

জাতীয় জীবনে সূরা আন্‌ফালের ৫৩ আয়াতের তাৎপর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'আল্লাহ্ তা'আলা কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে জাতি তার অবস্থা পরিবর্তনের জন্য সচেষ্ট হয়'—(শিক্ষককে এর ব্যাখ্যা করে দিতে হবে যাতে করে ছেলেমেয়েরা এই আয়াতটির প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করতে পারে)। আল্লাহ্ তা'আলার উপর আমরা নির্ভর করবো এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে সর্বদা কাজ করে যেতে হবে নিজের উন্নতির জন্য এবং জাতির উন্নতির জন্য। ছেলেমেয়েদের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চারের জন্য তাদের সাহায্যে উত্তর তৈরি করাতে হবে এবং কি কি কাজ করলে নিজের, দেশের ও দশের উন্নতি সাধিত হতে পারে—এ বিষয়ে আরও ভাল করে ব্যাখ্যা করার জন্য একটি নাটিকা রচনা করতে ছেলেমেয়েদেরকে উৎসাহিত করতে হবে।

[জাতি গঠনমূলক কাজের উদাহরণ ও অনুশীলন এ বইয়ের অন্যত্র নাটিকাকারে উপস্থাপিত করা হয়েছে।]

১০ম পাঠ
রবিউল আউয়াল চাঁদের প্রথম দুই সপ্তাহ

রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে—বিশেষ করে রবিউল আউয়াল চাঁদের প্রথম দুই সপ্তাহে আলোচনা অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। বিষয়টি কয়েকটি পাঠে বিভক্ত হতে পারে ঃ যথা—

১. বাল্যজীবনের শিক্ষা—তাঁর সততা, সত্যবাদিতা, সমাজসেবা, হল্‌ফুল্ ফুযুল ইত্যাদি বিষয় নিয়ে।
২. নবুওত লাভ এবং ইসলাম প্রচার, সীমাহীন ধৈর্য এবং একত্ববাদে বিশ্বাসী।
৩. হিজরত এবং মদীনায় গঠনমূলক কাজ।

১১শ পাঠ
সূরা ইয়াসিনের কিছু অংশের মূল অর্থ

আল্লাহ্ তা'আলা যে সর্বশক্তিমান এবং তাঁর নির্দেশ দ্বারা যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত—সূরা ইয়াসিনে তার আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ্‌তা'আলারই নির্দেশে সূর্য ও চন্দ্র তাদের নিজ নিজ নির্দিষ্ট কক্ষে ঘুরছে। নির্জীব পৃথিবী হতে শস্যের উৎপাদন, পালিত পশুসমূহের সৃষ্টি অথবা যা মানুষের মঙ্গলের জন্য নিয়োজিত তা আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমতার নিদর্শন। আমাদের জন্ম, সকল প্রকার উদ্ভিদের স্ত্রী-পুরুষ ও সামুদ্রিক জীবজন্তু তাঁরই ক্ষমতার চিহ্ন। তিনি আগুন সৃষ্টি করেছেন, যে আগুন আমরা আমাদের কাজের জন্য নিত্য ব্যবহার করি। আমাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য যে অর্থ আল্লাহ্ তা'আলা দান করেছেন, সে অর্থের কিছু অংশ তাঁর রাস্তায় খরচ করা উচিত। বিপথ-গামীর সম্মুখে যখন মৃত্যু এসে উপস্থিত হয় তখন সে তার পরিবার পরিজনের নিকট ফিরে যেতে অসমর্থ হয়। কিয়ামতের দিনে প্রত্যেকে নিজ নিজ কবর থেকে উঠে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ছুটে আসবে। সেদিন কারও উপর জুলুম করা হবে না এবং প্রত্যেকে তার আমলের বদলা পাবে। গুনাহ্‌গাররা বিচারের দিনে পৃথক হয়ে যাবে। সেদিন আমাদের হাত আমাদের সামনে কথা বলবে ও আমরা যা অন্যায় করেছিলাম সে বিষয়ে আমাদের পা দুটি আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

[আমাদের হাত ও পায়ের সাক্ষ্যের কথা যে সম্ভব, তা বর্তমান টেপ-রেকর্ডার, টেলিভিশন, ভিডিও প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে ছেলেমেয়েদেরকে

বুঝিয়ে দিতে হবে। মানুষের প্রতিটি কাজ এবং কথা বিশ্ব রেকর্ডে রক্ষিত হচ্ছে। শেষ বিচারের দিন এসব উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে।]

১২শ পাঠ

সূরা মুলক (৬৭)-এর প্রথম রুকূর মূল অর্থ

উক্ত সূরার প্রথম রুকুতে বলা হয়েছে—মহান আল্লাহ্ তা'আলা যিনি স্তরে স্তরে সাত আসমান তৈরি করেছেন, তিনি মৃত্যু ও জীবনের জন্ম দিয়েছেন। তিনি আমাদের মধ্যে কে কত পুণ্যবান তা পরীক্ষা করেন। তিনি এত বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন যে, তাঁর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আমাদের চোখ ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসে। আমরা কি করি বা না করি তা লুকিয়ে করলেও আল্লাহ্ তা'আলা তা জানতে পারেন। আমাদের হৃদয়ের কথাও তিনি জানেন। তিনি দয়াময়, তিনি সবকিছু দেখেন। আল্লাহ্ তা'আলা যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, কান, চোখ, হৃদয় ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়েছেন, রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন, তাঁর প্রতি আমাদের শুকরিয়া আদায় করা উচিত। যারা আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র বাণী উপেক্ষা করে তাদের জন্য কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে।

১৩শ পাঠ

সূরা আল্‌কারিয়া (১০১)

পৃথিবীর ধ্বংসের দিনের কথা উল্লেখ করে সূরা আল্‌কারিয়ায় বলা হয়েছে যে,—পৃথিবী যেদিন ধ্বংস হবে সেদিন পৃথিবী ও পাহাড় কাঁপতে থাকবে এবং ধোনা তুলার মত হবে। কিয়ামতের দিন মানুষ পতঙ্গের ন্যায় বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হবে। যারা ভাল কাজ করবে তাদের জন্য সেইদিন নিয়ামত বহন করবে। যা মানুষের অভিপ্রেত, তা না চাইতেই পুণ্যবান ব্যক্তিদের নিকট উপস্থিত হবে, আর যারা বিপথগামী ও গুনাহ্‌গার—তাদের জন্য ভয়ানক আযাব নিহিত থাকবে এবং তাদেরকে সেই ভয়ানক দোযখগুলোতে অনন্তকাল কাটাতে হবে। সূরা লোকমানের ৩৩তম আয়াতে উল্লিখিত আছে—"হে মানব জাতি, তোমরা আপন পালনকর্তাকে ভয় কর এবং সেদিনকে ভয় কর যেদিন পিতা আপন পুত্রের উপকারে আসবে না এবং কোন পুত্র আপন পিতার উপকারে আসবে না।" কিয়ামতের দিন কোন বন্ধু কোন বন্ধুর কাজে আসবে না এবং তারা কোন সাহায্য পাবে না।

এ প্রসঙ্গে সূরা হাক্কা (৬৯) ১৯-২৯ ও সূরা বনি ইস্রাইলের (১৭) ১৩-১৪ আয়াতসমূহ দ্রষ্টব্য। প্রত্যেকের রেকর্ডকৃত আমলনামার কিতাবের পরিপ্রেক্ষিতে শেষ বিচারের দিন তার বিচার হবে। প্রত্যেকের নিকট তার কৃতকার্যের লিখিত বই দেওয়া হবে। যে ভাল কাজ করে তার ডান হাতে এ কিতাব দেওয়া হবে। সে অনন্ত সুখের অধিকারী হবে। আর যার বাম হাতে কিতাব দেওয়া হবে সে জাহান্নামের অধিকারী হবে। সে আক্ষেপ করে বলতে থাকবে—'আজ আমার অর্থসম্পদ কাজে এলো না, ক্ষমতারহিত আমি।' পরকালে জবাবদিহি করার চিন্তায় বহু ধর্মপ্রাণ মুমিন সবসময় আল্লাহ্‌র নিকট নিজ পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

১৪শ পাঠ

লজ্জা, শালীনতা ও দৃষ্টি সংযত সংক্রান্ত কুরআনের নির্দেশ (সূরা নূর ৩০-৩১, আল-আহ্‌যাব ৩৩, ৫৯ আয়াত)

এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের মেয়ে-পুরুষ উভয়ের দৃষ্টি সংযত ও নত করতে বলেছেন। তিনি বলেছেন—আমরা যেন লজ্জাস্থানগুলোকে সাবধানে সংযত রাখি। আল্লাহ্ তা'আলা মেয়েদেরকে বলেছেন—তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানগুলোর হিফাযত করে। সাধারণভাবে যা প্রকাশ পায় তার অতিরিক্ত সৌন্দর্য, বেশভূষা, অলংকার ও গহনা পরে মেয়েরা যেন স্বামী, পিতা, পতির পিতা, নিজের পুত্র বা ভাই কিংবা ভাইয়ের পুত্র ও ভাগিনা এবং একই সমাজের নারী ছাড়া অন্য কারও নিকট উপস্থিত না হয়।

সূরা আল্-আহযাবের ৩৩ এবং ৫৯ আয়াতেও মেয়েদেরকে শালীনতা রক্ষা করে চলার কথা পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে। মেয়েরা যেন বহিরাবরণ সম্বন্ধে সচেতন হয়, তারা যেন অশালীনতার মুখোমুখি না হয়। তখনকার দিনের ব্যভিচার, অনাচার, অত্যাচারের পরিপ্রেক্ষিতে এসব আদেশ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। বর্তমান সমাজের ব্যভিচার সে কালের সমাজ থেকে কম নয়। যদি আমাদের নারী সমাজ কুরআনের উপদেশ মেনে চলে তবে তাদের মান-ইয্যতের হিফাযত হবে।

১৫শ পাঠ

উপহাস, ঠাট্টা ও অগোচরে দুর্নামকারী মহাপাপী

সূরা হুজুরাতের দুটি আয়াত ১১ ও ১২-তে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, আমরা যেন অপরকে উপহাস না করি এবং কোন স্ত্রীলোক

অপর স্ত্রীলোককে হেয় মনে করে যেন উপহাস না করে। এতে আরও বলা হয়েছে যে, আমরা যেন পরস্পরকে দোষারোপ না করি বা কোন ব্যক্তিকে খারাপ নাম ধরে না ডাকি। যেহেতু কোন কোন সন্দেহ পাপের কারণ হয়, সেহেতু আমরা যেন অপরের সম্বন্ধে অনুমানের উপর ভিত্তি করে খারাপ ধারণা পোষণ না করি, পরস্পর পরস্পরকে দোষ না দেই এবং একজনের অসাক্ষাতে তার দুর্নাম না করি। পশ্চাতে দুর্নাম করা আল্লাহ্‌তা'আলার কাছে এতই গর্হিত যে, এই কাজকে তিনি 'মরা ভাইয়ের মাংস খাওয়া'র সঙ্গে তুলনা করেছেন।

কুরআন শরীফে বিধি-নিষেধ থাকা সত্ত্বেও আমরা সুযোগ পেলেই অসাক্ষাতে একে অপরের দুর্নাম করি। কাজেই সুমতি ছেলেমেয়েদের কোমল মনে এখন থেকেই গেঁথে নিতে হবে যেন তারা কোন অবস্থাতেই পশ্চাতে অপরের দুর্নাম না করে। সমালোচনা ও দুর্নামের মধ্যে পার্থক্য বুঝিয়ে বলতে হবে।

অসাক্ষাতে দুর্নাম করলে সমাজে বিচ্ছেদ সৃষ্টি হয় এবং পরিণতিতে এ বিচ্ছেদ হানাহানিতে পর্যবসিত হয়ে সমাজের মূলে কুঠারাঘাত করে। তাই মহানবী (সঃ) বলেছেন, 'বিভেদ সৃষ্টিকারী আমার দলভুক্ত নয়'—অর্থাৎ আমার উম্মতের শামিল নয়। [উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিলে উত্তম হবে।]

১৬শ পাঠ

অহংকারী ব্যক্তি আল্লাহ্‌ কর্তৃক অভিশপ্ত (সূরা বনি ইস্‌রাইল ৩৭ আয়াত)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের অহংকার সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে বলেছেন। কারণ, আমরা না পৃথিবীকে বিদীর্ণ করতে পারি, না উচ্চতায় পাহাড়ের সমান পৌঁছতে পারি।

আল্লাহ্‌র কাছে অহংকারজনিত দোষ অত্যন্ত অপছন্দনীয়। সূরা আহ্‌-ক্বাফের ২০ আয়াতের শেষে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেন—'যারা পৃথিবীতে অযথা গর্ব করে জীবন যাপন করে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে।' আল্লাহ্‌ তা'আলা অহংকারীকে ভালবাসেন না (নহল ২৩)। অহংকারীদের স্থান সত্য সত্যই অতি জঘন্য (নহল ২৯)। কোন লোকের সামনাসামনি দেখা হলে অহংকার করে মুখ ঘুরাতে নেই (লোকমান)। ঐ একই সূরার পরবর্তী আয়াতে বলা

হয়েছে—'তোমার গলার স্বর নিচু কর—নিশ্চয়ই সবচাইতে অমনা আওয়াজ হচ্ছে গাধার স্বরের।' আল্লাহ্ তা'আলা যা আমাদেরকে দান করেছেন তার জন্য অহংকার করা উচিত নয়।

আমরা সবাই আমাদের জ্ঞান-গরিমা, অর্থ-সম্পদ, মান-সম্মান সবকিছুর জন্যই আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করে থাকি, কেননা, তিনিই সবকিছু দেওয়ার মালিক, তিনিই আমাদের অধিপতি, আমরা সবাই গরীব এবং আমরা তাঁর নিকট মোহতাজ। তাই যাকে তাঁর উপর সবকিছুর জন্য নির্ভর করতে হয়, তার গর্ব করা সাজে না। আল-ফাতিরের ১৫ আয়াতে এ বিষয় সংক্ষেপে আলোকপাত করা হয়েছে যে—"হে মানবমণ্ডলী, তোমরা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল, আল্লাহ্ই (প্রকৃত ও সর্ববিষয়ে) ধনী এবং তিনিই প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য।"

১৭শ পাঠ

অহংকার আর বিশৃঙ্খলার পরিণাম পরাজয় (সূরা আল-ইমরান ১২১-১২৫ আয়াত)

উক্ত আয়াত দু'টিতে উহুদের যুদ্ধ ও তার ফলাফল সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। দলপতির আদেশ অমান্যকরণ এবং বিজয়-অহংকারের পরিণাম যে খুবই ভয়াবহ হতে পারে তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ উহুদের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) গুরুতরভাবে আহত হন এবং তাঁর দাঁত শহীদ হয়। এই যুদ্ধে বহু ধর্মপ্রাণ মুসলমান শাহাদত বরণ করেন। শিক্ষক উহুদের যুদ্ধের ঘটনা এভাবে বর্ণনা করবেন ঃ

মদীনার বাইরে উহুদের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। উহুদ পর্বতের পিছন দিকে এক গিরিপথ ছিল। শত্রুর অতর্কিত আক্রমণ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য মহানবী (সঃ) হযরত আবদুল্লাহ্ যুবায়েরের নেতৃত্বে পঞ্চাশ জন তীরন্দাজ সৈন্য মোতায়েন করে জয়-পরাজয় যে কোন অবস্থাতেই তাদেরকে সে স্থান ত্যাগ করতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু প্রাথমিক জয়ের গর্বে সৈন্যরা তাদের আমীরের আদেশ অমান্য করে গিরিপথ ত্যাগ করে। শত্রুপক্ষের সেনাপতি এ সুযোগে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাদেরকে পর্যুদস্ত করে ফেলে। অথচ মাত্র ৩১৩ জন মুমিন মুসলমান বদরের যুদ্ধে ঈমানের সাথে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ফলে কুরায়শ সৈন্যরা সংখ্যায় বিপুল ও রণকৌশলে পারদর্শী হয়েও সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়।

১৪শ পাঠ

শির্‌ককারী বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে না (সূরা ইউনুস ৩৪, ৩৫, ৩৬ ; সূরা কাসাস ৬২, ৬৪, ৭১-৭৫ ; সূরা রুম ৪০ ; সূরা শুরা ২১ ; সূরা ফাতির-এর ১৪ আয়াত)

উল্লিখিত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ :

পৃথিবীতে যত পাপ কাজ আছে তার মধ্যে শির্‌ক করলে সবচেয়ে বেশী গুনাহ্‌ হয়। সমস্ত গুনাহ্‌ হয়তো আল্লাহ্‌ তা'আলা মাফ করে দেবেন, কিন্তু শেরেকী গুনাহ্‌র মাফ নেই। আমাদের যা চাওয়ার তা আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছ থেকে চাইতে হবে ; জীবিত বা মৃত কোন পীর, ফকির ও দরবেশের কাছ থেকে নয়। কোন মাযারে এমন কি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর রওযা মুবারকেও সিজদা করা নিষিদ্ধ। হযুর পাকের রওযা মুবারকের চতুর্দিকে প্রহরীরা বেত নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ভক্তদের কাউকে সিজদা করতে দেখলে প্রহরীরা কশাঘাত করে তাঁদের সিজদা করা থেকে বিরত রাখে।

ক্লাসের ছেলেমেয়েদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে তারা কেউ পরীক্ষা পাস করার জন্য, কেউ রোগমুক্তির জন্য, কেউবা মামলা জিতবার জন্য, কেউবা সন্তানলাভের আশায় কোন পীর-ফকিরের মাযারে শিন্নী দিয়ে মানত করার বিষয় জানে কিনা। যারা এ ধরনের মানত করে তাদের বুঝিয়ে বলতে হবে—কেবল আল্লাহ্‌ তা'আলাই মানুষের মনের বাসনা পূর্ণ করতে পারেন। পীর দরবেশরা আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকটই প্রার্থনা করে থাকেন তাঁদের নিজেদের মুক্তিলাভের জন্য।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষার্থীদেরকে কলেমা 'তাওহীদ' ব্যাখ্যা করে দিলে ভালো হয়। ব্যাখ্যা নিম্নরূপ হতে পারে :

> আল্লাহ্‌ এক, তিনি একমাত্র উপাস্য ; তিনি সমস্ত সাম্রাজ্যের অধিকারী; সমস্ত প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনি জীবন দান করেন ; মৃত্যু তাঁর নির্দেশেই হয় ; সমস্ত মঙ্গল তাঁরই হাতে নিহিত ও প্রত্যেক বস্তুর উপর তাঁর ক্ষমতা ব্যাপৃত।

আল্লাহ্‌র ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর প্রত্যক্ষ সাহায্য প্রার্থনা করে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার কথা কুরআনে উল্লেখ আছে (সূরা বাকারা ১৫৩)।

১৯শ পাঠ

একনিষ্ঠ ও একাগ্র নামাযই আসল নামায (সূরা মা'উন)

সূরা মাউনের তাৎপর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কুরআন শরীফের বহু জায়গায় (৮১ বার) নামায পড়া বা নামায কায়েম করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে তাগিদ দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও অনেকেই পাঁচ ওয়াক্ত তো দূরের কথা, দিনে একবার কেন শুক্রবারের নামায পর্যন্ত পড়ে না। আবার যারা নামায পড়ে তাদের অনেকে নামাযে মনোনিবেশ করে না। নামাযের সময় পৃথিবীর যত চিন্তা তাদের মনকে ঘিরে ধরে। আল্লাহ্ তাই সূরা মা'উনে আমাদেরকে নামাযে অত্যন্ত বিনয়ী হওয়ার আদেশ দিয়েছেন (মুমিনুন ২)।

নামাযে দাঁড়িয়ে যদি আমরা সামনে কাবা শরীফের কল্পনা করি, মাথার উপর আরবীতে আল্লাহ্ শব্দটির চিন্তা করি এবং মনে করি—'আমি পৃথিবীর স্রষ্টাকে না দেখলেও তিনি আমাকে দেখছেন'—তাহলে মনটা আপনা থেকেই আল্লাহ্‌র প্রতি আকৃষ্ট হবে। মনটা আরও নিবিষ্ট হবে যদি নামাযে দাঁড়িয়ে আমরা আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট কোটি কোটি নক্ষত্র খচিত আকাশের কথা চিন্তা করি। সবচেয়ে নিকটে অবস্থিত চাঁদে রকেটে করে যেতে আসতে নভোচারীর লেগেছে সাতদিন। এমনও নক্ষত্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিরাজ করছে যার আলো পৃথিবীতে এখনও এসে পৌঁছেনি—যেখানে আলোর বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার ৩ শত মাইল। এ কথার উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করলে ছেলেমেয়েরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিরাটত্ব সম্বন্ধে আরও ভালভাবে বুঝতে পারবে।

নামাযের সময় আল্লাহ্‌র করুণার কথা, তিনি আমাদের কাজের বিচার করবেন, তাঁর কাছে আমাদের যেতে হবে ইত্যাদি চিন্তা করলে কোন পার্থিব বস্তুর প্রতি আমাদের মনোযোগ সহজে আকৃষ্ট হবে না। এ ধরনের নামাযেই সার্থকতা, অন্যথায় নামায পড়াতে কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিকতা হয়, ইবাদত-বন্দেগী হয় না। একদিন হযরত জিব্রাইল (আঃ) রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন—'ইহ্‌সান'-এর অর্থ কি এ-রসূলুল্লাহ্ (সঃ)? প্রত্যুত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'এমনভাবে তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে, যেন তোমরা তাঁকে দেখতে পাচ্ছ, আর যদি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ না বলে ধারণা কর, তবে মনে রেখো—তিনি তোমাদেরকে সত্যই দেখছেন।'

২০শ পাঠ

একতাই সকল শক্তির উৎস

সূরা আল-ইমরানের ১০৩ এবং সূরা সাফ-এর ৪ আয়াতে আমাদের প্রতি একতাবদ্ধ হয়ে থাকার নির্দেশ রয়েছে। বলা হয়েছে—গলিত সীসা দিয়ে তৈরী দেওয়াল যেরূপ শক্তিশালী ও মজবুত হয়, আমাদের মাঝে একতার বন্ধনও যেন সেরূপ দৃঢ় ও বলিষ্ঠ হয় সেদিকে সর্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে।

[শিক্ষক সাপ্তাহিক ক্লাসের শুরুতে সব সময় একতার তাৎপর্য সম্বন্ধে ছেলেমেয়েদেরকে বলবেন।]

কুরআন শরীফে সুস্পষ্ট বলা আছে (হুজুরাত ১০)—মুসলমানেরা পরস্পর ভাই ভাই। অথচ আজ আমাদের কলহ কোন কোন ক্ষেত্রে চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। ইরাক ও ইরান—এই দুই ভ্রাতৃপ্রতিম মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ তারই জ্বলন্ত স্বাক্ষর বহন করে। আজ যদি সারা বিশ্বের মুসলমান ভ্রাতৃত্ব-জ্ঞানে একতাবদ্ধ হয়ে একে অপরের সহায়তায় এগিয়ে আসতো তবে যে কোন পরাশক্তি তাদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে সক্ষম হতো না। আল্লাহ্ মুসলিম বিশ্বকে যথেষ্ট সম্পদ দিয়েছেন। কেবল একতা এবং একাত্মতা-বোধের অভাবে তাদেরকে সকল বিপদের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। একতাবদ্ধ হতে পারলে পারমাণবিক ক্ষমতাও আমাদেরকে পর্যুদস্ত করতে পারবে না। মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতার সুযোগে বিধর্মীরা তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আগ্রাসন নীতি চালাও করতে উৎসাহিত হচ্ছে।

[কি কি কারণে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে মনোমালিন্য হয় সে নিয়েও ক্লাসে আলোচনা করা যায়। অনেক সময়ে শোনা কথার উপর ভিত্তি করে আমরা একে অপরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হই। ছেলেমেয়েদেরকে শিখাতে হবে তারা যেন উত্তেজিত হওয়ার আগে শোনা কথাগুলো যাচাই করে। দুই দলে যদি কলহ হয় তবে তাদের নিয়ে আলাপ ও আলোচনার মাধ্যমে কলহের কারণ বিশ্লেষণ করতে উৎসাহিত করতে হবে। যদি সম্ভব হয় শিক্ষক নিজে অথবা প্রতিভাবান ছেলেদের সাহায্যে এ বিষয়ে কথিকা রচনা করে অভিনয় করাবেন।]

২১শ পাঠ

পরামর্শ ও আলাপ-আলোচনা ভিত্তিক কাজ-কর্মই উত্তম
(সূরা আল-ইমরান ১৫৯ ও সূরা শুরার ৩৮ আয়াত)

আলোচ্য আয়াত দুটিতে পরামর্শের ভিত্তিতে শাসনব্যবস্থা ও অন্যান্য কাজ পরিচালনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রত্যেক ক্ষেত্রে পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কি ব্যক্তিগত, কি রাষ্ট্রীয় জীবনে, সর্বস্তরে আমাদেরকে জ্ঞানী-গুনী ও বিশ্বাসী লোকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। পরামর্শ নিয়ে আল্লাহ্র উপর নির্ভর করে দৃঢ়চিত্তে যে কোন বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। কি কি বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করা যেতে পারে সে সম্বন্ধে আলোচনা : যেমন—দৈনন্দিন জীবনে কোন প্রকল্পে হাত দেওয়ার আগে বা পারিবারিক কোন সমস্যার সমাধানে, মসজিদ, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী ও বেসরকারী বিভাগ বা সংস্থা পরিচালনা করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া, রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা চালনা ইত্যাদি প্রতিটি বিষয়ে পরামর্শের প্রয়োজন।

কারও সঙ্গে পরামর্শ বা আলোচনা না করে কোন কাজে হাত দেওয়ার মধ্যে যে বিপদ ও বিফলতার ঝুঁকি আছে তা ছেলেমেয়েদের বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন। কোন ব্যক্তির পক্ষে, যতই প্রতিভাবান হোক না কেন, প্রতিটি বিষয়ের খুঁটিনাটি সবদিকে দেখা সম্ভব নয়। পরামর্শ করলে আমরা লাভ-বান হবো, কৃতকার্যতা আমাদের দ্বারে এসে পৌঁছবে।

[এ বিষয়ে প্রকৃত ও ঐতিহাসিক ঘটনার উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীদের কথিকা ও রচনা লিখতে উৎসাহিত করলে সুফল পাওয়া যেতে পারে।]

২২শ পাঠ

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় অটল থাকাই আল্লাহ্র নির্দেশ
(সূরা নিসার ৫৮ ও ১৩৫ তম আয়াত)

সূরা নিসার উক্ত আয়াত দুটিতে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে ন্যায় বিচারের উপর কায়েম থাকতে বলেছেন। ন্যায় বিচারের ফলে পিতা-মাতা বা আত্মীয়-স্বজনও যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবুও আমাদের সুবিচারে অটল থাকতে হবে। ন্যায়বিচারের মাপ কাঠিতে ধনী-নির্ধন সব সমান। যাতে আমরা ন্যায়বিচার থেকে সরে না যাই সে জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে

লালসা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। (ন্যায়বিচার সম্বন্ধে খোলাখুলি আলোচনা করতে ছেলেমেয়েদের উৎসাহিত করতে হবে।) এ প্রসঙ্গে সুরা মায়িদার ৮ আয়াতের অর্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এতে ন্যায়বিচারে সহায়তা করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা সঠিক সাক্ষ্যদানের নির্দেশ দিয়েছেন। ঐ একই আয়াতে বলা হয়েছে, আমরা যেন অন্য কোন কওমের সাথে শত্রুতার কারণেও ন্যায়বিচার বর্জন না করি।

আমাদের প্রিয় নবী (সঃ) ন্যায়বিচার করতে গিয়ে অনেক সময় নিজের লোকের বিরুদ্ধেও রায় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যে ন্যায়বিচার করবে, কিয়ামতের দিন সে আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করবে।

২৩শ পাঠ
অশিক্ষিত সংখ্যাগরিষ্ঠের ভ্রান্ত রায় পরিত্যাজ্য

সব সময় যে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত ঠিক নয় সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা সুরা হুজুরাতের ৭নং আয়াতে বলেছেন যে, অনেক সময় সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুসারে চলতে গেলে পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। (পরিণামে আমাদের কি কি ক্ষতি হতে পারে এ সম্বন্ধে ক্লাসে আলোচনা করতে হবে।)

সংখ্যাগরিষ্ঠ যদি অশিক্ষিত হয় তবে তারা সহজেই কুচক্রীদের প্ররোচনে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করতে পারে। উন্নয়নশীল দেশসমূহে অশিক্ষিত এবং গরীব লোকদের সংখ্যা বেশী। এসব লোক ব্যক্তিত্বের পূজারী হয়ে পড়ে। যে কোন উদীয়মান সমাজকর্মী বা রাজনীতিবিদের হাতের পুতুল হয়ে তার স্বপক্ষে অনেকেই আপন মতামত বিকিয়ে দিয়ে থাকে। এমন কি গ্রীসের গণতন্ত্রের দিনেও দেখা গেছে জনগণ তাদের মতামত পেরিক্লিসের উপর ছেড়ে দিয়ে গণতন্ত্রকে অর্থহীন করে তুলেছিল। তাই পবিত্র কুরআনের এ আয়াত অতি তাৎপর্যপূর্ণ।

২৪শ পাঠ
নিজকে সর্বজ্ঞানী ও পণ্ডিত ভাবা মূর্খতার লক্ষণ

আমরা অনেক সময় নিজেকে বিদ্বান ও পণ্ডিত মনে করি; কিন্তু এ ধারণা যে কত ভুল তা পবিত্র কুরআনের সুরা ইউসুফের ৭৬ আয়াতের শেষে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। পরস্পরের সঙ্গে তর্ক করার সময় আমরা প্রত্যেকেই মনে করি যে আমার নিজের জ্ঞানই সবচেয়ে বেশী। আল্লাহ্ তা'আলা

উক্ত আয়াতে বলেছেন যে, প্রত্যেকটি বিদ্বান লোকের তুলনায় আরও বেশী বিদ্বান লোক আছে। এমন কি আল্লাহ্ নবীদের পর্যন্ত জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে বলেছেন (রাব্বি জিদ্‌নী ইল্‌মান ; ২০ : ১১৪)।

আমরা অনেকে যখন গবেষণা শুরু করি তখন যথেষ্ট পড়াশোনা না করেই মনে করি যে এই বিষয়ে পৃথিবীতে আর কোন গবেষণা বা কাজ হয়নি। এ ধরনের ধারণা গবেষণার পথে বিরাট প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

আমরা যা পর্যবেক্ষণ করি তা থেকে আল্লাহ্ আমাদেরকে উপদেশ গ্রহণ করতে বলেছেন।

খোলামেলা ও প্রসারিত মন নিয়ে আমাদের কোন অনুসন্ধানের বা গবেষণার কাজে হাত দেওয়া উচিত। তা ছাড়া অল্প সময়ে বেশী পড়াশোনার অভ্যাস করা প্রয়োজন। আর বিদ্যা যতই বৃদ্ধি হোক, আমাদের ব্যবহার হবে বিনয়ী, ভদ্র ও নম্র।

সূরা বনি ইসরাইল ৮৫ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষকে অতি সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে। এই সামান্য জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের অহংকার করার মত কিছু নেই। আল্লাহ্ তা'আলা ঐ একই সূরার ৩৬ আয়াতে বলেছেন, যে বিষয়ে আমাদের জ্ঞান নেই বা জানা নেই সে সম্বন্ধে আমাদের লেগে থাকা (তর্ক করা) উচিত নয়।

যে তার জ্ঞান সীমিত মনে করে তাঁর নিকট জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে থাকে। কেননা, সে মনে প্রাণে জ্ঞানার্জনের নেশায় ছুটতে থাকে। এজন্য দেখা যায়, যিনি যতই জ্ঞানী তিনি ততই বিনয়ী, তাঁর জানবার ও শিখবার আকাঙ্ক্ষা ততই বেশী। উদাহরণস্বরূপ মরহুম ডঃ কাজী মোতাহার হোসেনের কথা বলা যায়। তাঁকে মৃত্যুর প্রাক্কালে কুরআন-হাদীসের উদ্ধৃতি নিয়ে অন্যের সঙ্গে বাক্যালাপ করতে দেখা গেছে। কিতাব হতে তাঁর লিখিত হাদীসটি সঠিকভাবে লেখা হয়েছে কি না দেখার জন্য তিনি বন্ধুদেরকে অনুরোধ করতেন। বড় পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও এ বিষয়ে তিনি তাঁর দীনতার কথা স্বীকার করতেন এবং সেজন্য তাঁর মনে জানবার ও শিখবার গভীর একাগ্রতা প্রবল ছিল। ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌ও অনুরূপভাবে বিনীত ছিলেন। তাঁর বিন্দুমাত্র অহংকার বোধ ছিল না। (এ ধরনের বহু ঘটনা ছেলেমেয়েদের নিকট তুলে ধরা যায়।)

২৫শ পাঠ

অঙ্গীকার বা ওয়াদা ভঙ্গকারী কিয়ামতের দিন শাস্তি ভোগ করবে

সূরা মায়িদার ১ম ও ৮৯ এবং সূরা বনি ইসরাইলের ৩৪ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, যেন আমরা আমাদের সমস্ত প্রতিশ্রুতি, অঙ্গীকার ও ওয়াদা পূর্ণ করি। সূরা বনি ইসরাইলের এই একই আয়াতে উল্লেখ আছে যে, প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে বিচারের দিনে আমাদের প্রশ্ন করা হবে। কিন্তু প্রতিনিয়ত আমরা পবিত্র কুরআন শরীফের আদেশ লংঘন করছি। এমন কি সাক্ষী রেখে কাগজে সই করে যে সব চুক্তি করি সে সব চুক্তিরও সব সময় পূর্ণ মূল্য দেই না। আদালতে আল্লাহ্ তা'আলার নামে সাক্ষীরা শপথ গ্রহণ করে যে, তারা সত্য ছাড়া কিছুই বলবে না, অথচ অর্থের লোভ সম্বরণ করতে না পেরে তাদের অনেকেই মিথ্যা সাক্ষী দেয়। আইন-শৃঙ্খলা মেনে চলার অঙ্গীকার করে ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়, প্রার্থীরা চাকুরিতে যোগ দেয়, অথচ নিয়ম ও শৃঙ্খলা ভাঙতে তারা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি অঙ্গীকার পূর্ণ করে না, আবার স্ত্রীও তার প্রতিশ্রুতি পালন করে না। ছেলে বা মেয়ে সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরবে বলে মা-বাপকে প্রতিশ্রুতি দেয় কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি কয়জন কিশোর-কিশোরী রক্ষা করে। ছেলে-মেয়েরা স্বচক্ষে দেখে যে, তাদের মা, বাপ ও বয়োজ্যেষ্ঠরা কথা দিয়ে কথা রাখেন না। প্রতিশ্রুতি ভেঙে বস্তুত তারাও গুরুজনের পথই অনুসরণ করে।

শপথ ভঙ্গ করলে কি করা অবশ্য কর্তব্য তা সূরা মায়িদার (৫) ৮৯ আয়াতে বর্ণিত আছে। যেমন—সামর্থ্য না থাকলে তিন দিন রোযা রাখাই নিয়ম, অন্যথা ১০ জন অভাবগ্রস্তকে ভাল আহার বা ভাল কাপড় দান করা কর্তব্য।

[ছেলেমেয়েদের শেখাতে হবে যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে অর্থাৎ ব্যক্তিগত জীবনে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে সব অঙ্গীকার, চুক্তি বা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় (সেটা লিখিত হোক বা মৌখিক হোক) তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা দরকার। এ বিষয় নিয়ে শিক্ষার্থীরা শুধু আলোচনাই করবে না, প্রয়োজনবোধে রচনা লিখবে। শিক্ষককে নিজের উদাহরণ দিয়ে ছেলেমেয়েদের সামনে আদর্শ হতে হবে।]

* আবদুল্লাহ্, ইউসুফ আলীর ইংরেজী অনুবাদের ৯২ আয়াত।

অঙ্গীকার দুই অর্থে ব্যবহার হয় : (১) আল্লাহ্‌র সঙ্গে অঙ্গীকার—অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নামে কোনও জনহিতকর কাজ করার ওয়াদা এবং (২) মনুষের সঙ্গে যে কোনও বিষয়ে ওয়াদা করা। যে কেউ এই দ্বিবিধ ওয়াদা পালন না করবে, তাকে কিয়ামতের দিনে জবাবদিহি করতে হবে এবং শাস্তিভোগ করতে হবে (সূরা বনি ইসরাইল—৩৪ আয়াতের শেষাংশ।)

২৬শ পাঠ
বিপদ উদ্ধারের জন্য পীর-ফকিরের মাযারে গমন শিরকতুল্য মহাপাপ

আল্লাহ্ তা'আলা সূরা শুয়ারাতের ৮০ নং আয়াতে বলেছেন যে, আমরা যখন অসুস্থ হই তখন তিনিই আমাদের আরোগ্য দান করেন। অথচ আমরা আরোগ্য লাভের আশায় পীর-ফকিরের দরবারে হাযির হই। আমরা অনেকে এটাও মনে করি যে, ভবিষ্যতে আমাদের কি ঘটবে তিনি তা-ও বলে দিতে পারেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সঃ) সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেছেন (আনআম ৫০, আরাফ ১৮৭, ১৮৮, জিন ২৬,২৭) যে, আল্লাহ্ তাঁকে যা জানাতেন তা ছাড়া তিনি নিজে গায়েব জানতেন না। এ-ই যখন অবস্থা তখন অন্য কোন পীর ফকিরের পক্ষে গায়েব জানা কিভাবে সম্ভব হতে পারে। অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার (বাকারা ৩৩, ইউনুস ২০, সাবা ৩ ইত্যাদি)। আমরা অনেক সময়ে বিপদ-আপদে উদ্ধার পাওয়ার জন্য পীরের দোয়া কামনা করি, কিন্তু আল্লাহ্ বিভিন্ন সূরাতে (আন্‌আম ৪০, ৪১, আরাফ ২৯, ইউনুস ১০৬, আল ফুরকান ৬৮, মুমিন ১০) বলেছেন যে, বিপদে-আপদে আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও কাছে দোয়া ফরিয়াদ করা নিষেধ। অন্য সূরা-সমূহে (ইউনুস ১২, বনি ইসরাইল ৫৬, আম্বিয়া ৮৪, আয-যুমার ৩৮) বলা হয়েছে যে, বিপদে-আপদে একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ কোন কাজে আসে না; আল্লাহ্ অন্যত্র বলেছেন (বাকারা ১৮৬, আমাম্‌ল ৬২, আয-যুমার ৪৯) যে, তিনিই বিপন্নদের অস্থিরতা দেখে তাদের দোয়া কবুল করেন।

অনেক সময়ে আমরা পীর সাহেবের কাছে যাই এই মনে করে যে, পীর সাহেব আমাদের কথা গুছিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট পেশ করবেন, কিন্তু এ ধারণা ভুল। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের খুব নিকটে আছেন (সূরা ক্বাফ ১৬)। ইরশাদ হচ্ছে—"আমাদের দেহের কালশিরার চেয়েও তিনি আমাদের কাছে বিরাজ করছেন।"

৩—

এ ছাড়াও সর্বদা প্রত্যেক মুসলমান মুনাজাতে আমাদের মঙ্গলের জন্য দোয়া করছেন; কাজেই পৃথকভাবে পীর সাহেবের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। কিয়ামতের দিনে কেউ অপরের কাজে আসবে না (বাকারা ১৬৬)। এ সময় পীর আম্বিয়া প্রত্যেকেই নিজের উদ্ধারের জন্য ব্যস্ত থাকবেন। তাঁরা কেউ অন্যের জন্য সুপারিশ নিয়ে আসবেন না। তাছাড়া আল্লাহ্‌র কাছে যে ব্যক্তি গ্রহণযোগ্য নয়, তার জন্য যত মহান ব্যক্তিই সুপারিশ করুন না কেন তা ফলদায়ক হবে না। আর কিয়ামতের দিনে কেবল আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতিক্রমে শাফা'আত হবে (বাকারা ৪৮, ২৫৪, ২৫৫ ও ইউনুস ৩)।

২৭শ পাঠ

য়াতিমের সম্পত্তি আত্মসাৎকারীর ধ্বংস অনিবার্য (সূরা নিসা ২, ৬, ১০)

আলোচ্য অংশে য়াতিমের সম্পত্তি আত্মসাৎ করার শাস্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন সূরার মাধ্যমে বলেছেন—আমরা যেন য়াতিমের সম্পত্তি আত্মসাৎ না করি বা খারাপ সম্পত্তির বদলে তাদের ভাল সম্পত্তি দখল না করি। ইরশাদ হয়েছে যে, যারা য়াতিমের বিষয়সম্পত্তি অন্যায়ভাবে ভোগ করে তাদের এ কর্মের জন্য শাস্তি নিহিত রয়েছে। অভিভাবক যদি অবস্থাপন্ন হয় তবে তিনি যেন য়াতিমের সম্পত্তি ভোগ না করেন। অন্যথায় তিনি নিজের জীবন-যাপনের জন্য যা ন্যায়সঙ্গত তা যেন ব্যবহার করেন। য়াতিমের শিক্ষা দেওয়া এবং য়াতিম প্রাপ্তবয়স্ক হলে সাক্ষী রেখে তাদের সম্পত্তি ও মাল ফিরিয়ে দেওয়া অভিভাবকদের কর্তব্য। সূরা নিসার ২৯ নং আয়াতে আরও বলা হয়েছে—যেন আমরা একে অপরের বিষয়সম্পত্তি আত্মসাৎ না করি। সূরা বাকারার ১৮৮ নং আয়াতে আমাদেরকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে, আমরা যেন অর্থ বা সম্পদ দ্বারা বিচারককে প্রলুব্ধ করে জনসাধারণের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে ভোগ না করি।

[ছেলেমেয়েদের সাথে খোলাখুলি আলোচনা করতে হবে যে, কিভাবে দেশের সর্বত্র একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে ভোগ করছে, মিথ্যা মামলা করে সম্পত্তি দখল করার চেষ্টা করছে, সরকারের তহবিলের অপব্যবহার এবং খেয়ানত করছে। তাদের শিখতে হবে—'সরকারের সম্পদ জনসাধারণের সম্পদ। এর রক্ষার দায়িত্ব সকল নাগরিকের, শিশু, কিশোর, যুবক, প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ—সকলের। আইনে আমাদের জন্য যে সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া আছে, এর বাইরে সুবিধা ভোগ করা আইন ও নীতি বিবর্জিত।]

২৮শ পাঠ

মালদার ব্যক্তির জন্য যাকাত ফরয (সূরা বাকারায় যাকাত সংক্রান্ত নির্দেশ)

সূরা বাকারার অনেক জায়গায় এবং অন্যান্য সূরাতে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে যাকাত দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। যাকাতের নিয়মাবলী সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই সঠিক ধারণা নেই। রমযান মাসে আমরা যাকাতের টাকা দিয়ে শাড়ি ও লুঙ্গি কিনে তা গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করি। আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কাপড়গুলি যোগ্য ব্যক্তিদের নিকট প্রায়ই পৌঁছায় না; যারা অক্ষম, বৃদ্ধ, দুর্বল বা যারা প্রকাশ্যে চাইতে লজ্জা-বোধ করে তারা যাকাতের সামগ্রী থেকে প্রায়শ বঞ্চিত হয়।

শিক্ষার্থীদেরকে প্রথমে যাকাতের পরিমাণ নির্ণয় করতে শিখতে হবে এবং এই যাকাতের অর্থ কিভাবে ব্যয় করা শরীয়ত সাপেক্ষ সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হবে।

উদাহরণ : জনাব আবদুর রহিমের কাছে এক বছর যাবত ৪½ তোলা সোনা, ২৫ তোলা রূপা ও নগদ ৩,০০০/- টাকা আছে। তাকে যাকাত দিতে হবে না, কারণ, যাকাত দেওয়ার জন্য আবদুর রহিম সাহেবের নিকট ৭½ তোলা সোনা বা ৫২½ তোলা রূপা অথবা উক্ত পরিমাণ সোনা বা রূপা কেনার মত অর্থ মজুদ নেই। যাকাত দেওয়া তখনই অবশ্য কর্তব্য যখন নির্ধারিত পরিমাণ ধাতু কেনার অর্থ ১২ মাসের জন্য তার কাছে সঞ্চিত থাকে।

দ্বিতীয় উদাহরণ : জনাব আবুল কাসেমের নিকট ১৭ তোলা সোনা, ৪০ তোলা রূপা, ১০০ টাকা মূল্যের ৫০টি শেয়ার, মূল্যবান মুক্তা ও হীরার অলংকার আছে এবং তাঁর নিজের বাস করার জন্য একটি বাড়ি আছে। আবুল কাসেম সাহেবকে শুধু সোনা ও শেয়ারের উপরে যাকাত দিতে হবে। যদি তিনি বাস না করে বাড়ি ভাড়া বাবদ ৫২½ তোলা রূপা অথবা ৭½ তোলা সোনা কেনার মত অর্থ উপার্জন করেন ও তা এক বছরের জন্য সঞ্চিত রাখেন, তবে তাঁর উপর এই অর্থ বাবদও যাকাত দেওয়া ফরয হবে। মূল্যবান পাথর, যথা —হীরা, রুবি, পান্নার উপর কোন যাকাত ধার্য করা হয়নি। এগুলোর উপরও ইসলামসম্মত উপায়ে যাকাত প্রবর্তন করার কথা চিন্তা করা যেতে পারে।

এখন দেখা যাক যাকাত বাবদ তাকে কত অর্থ দিতে হবে। যদি বাজারে

এক তোলা সোনার দাম ৪,০০০/- টাকা হয়, তবে ১০ তোলা সোনার দাম হবে ৪০,০০০/- টাকা। শতকরা ২½ টাকা হিসাবে যাকাতের পরিমাণ হবে ১,০০০/- টাকা। শেয়ারের মূল্য হবে ১০০ × ৫০ = ৫,০০০- টাকা। ২½% হিসাবে ৫,০০০/- টাকার উপর যাকাতের পরিমাণ ১২৫/- টাকা। মোট যাকাতের পরিমাণ ১০০০ + ১২৫ = ১,১২৫/- টাকা।

কি কি কাজে যাকাত ব্যবহার করা যায়ঃ গ্রামে, পাড়ায় বা মহল্লাতে যারা প্রকৃত অর্থে গরীব, ছেলেমেয়েদের দ্বারা তাদের তালিকা প্রস্তুত করিয়ে এই যোগ্য প্রার্থীদের মধ্যে কাপড় বিতরণ করার ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। গরীব শিক্ষক, গরীব ছাত্র, গরীব কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা, ইমাম অথবা গরীব আত্মীয়কে যাকাতের অর্থ থেকে এককালীন সাহায্য করা যায়। নির্মাণ বা মেরামত কাজে যাকাতের অর্থ ব্যবহার করা জায়েয নয়। সমস্ত গরীব দুঃখীকে সাহায্য করার পরও যদি যাকাতের অর্থ উদ্বৃত্ত থাকে তবে সে টাকা শরীয়ত মুতাবেক গরীবদের জন্য রাষ্ট্রের কোন প্রকল্পে খরচ করা যেতে পারে। যাকাতের অর্থ সংগ্রহ ও খরচ করার জন্য আগে থেকে পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তারপরে কার্যক্রম গ্রহণ করে তা বাস্তবায়িত করা দরকার। এ কার্যক্রম সফল হলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হবে এবং এ উদ্দেশ্য নিয়েই যাকাতের বিধান রচিত হয়েছে। মালদারগণ যদি সঠিকভাবে যাকাত আদায় করতেন, তবে সমাজে অক্ষম আর অর্থহীনদের দুঃখ বহুলাংশে দূর হতো। যাকাতের তাৎপর্য এত বেশী যে, যাকাত দেওয়াকে ইবাদতের সামিল করা হয়েছে এবং কুরআনে নামাযের পরেই যাকাত দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে।

ইসলামে যাকাত এবং অন্যান্য সমাজ-বিধানের ব্যবস্থাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম চিন্তাবিদগণ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা বলে আখ্যায়িত করেন।

২৯শ পাঠ

আল্লাহ্ই শেষ বিচার দিনের মালিক (সূরা ফাতিহা, সূরা আয-যুলযিলাত, সূরা আল্ কারিআহ)

শেষ বিচারের দিনে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের ভাল-মন্দ কাজের বিচার করবেন—সূরা ফাতিহাতে এ কথা বলা হয়েছে। সূরা যুলযিলাতে এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত বর্ণনা আছে। কিয়ামতের দিনে পৃথিবী দারুণ ভূমিকম্পে

কম্পিত হবে। সেদিন সৃষ্টি জগতের এক একটা বস্তু অপরটির সাথে মিশে যাবে (হাক্কাহ ৯৯)।

আমাদের কর্মজীবন সম্বন্ধে যেসব তথ্য ও সত্য পৃথিবীর বুকে নিহিত (সংরক্ষিত) আছে তা আল্লাহ্‌র নির্দেশে সেদিন প্রকাশিত হবে। মানুষ তার জীবিতকালে যেসব ভাল-মন্দ কাজ করেছে তা' সেদিন দৃশ্যমান হবে। তার পুণ্য বা পাপ কাজ যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন তার চোখের সামনে স্পষ্টভাবে দেখা দেবে। সূরা আম্বিয়ার ৯৪ নং আয়াতের শেষভাগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, তিনি আমাদের সব আমলনামা লিখে রাখেন। সূরা আল আবাসের ৩৮-৪১ নং আয়াতসমূহে বর্ণিত আছে যে, পুণ্যবানের মুখ সেদিন উজ্জ্বল হয়ে উঠবে আর পাপীর মুখে কালিমা দেখা দেবে।

রেডিও ও টেলিভিশন আবিষ্কারের আগে হয়তো দুর্বলচিত্ত মানুষের মনে সন্দেহের উদ্রেক হতে পারতো যে, তার জীবদ্দশায় কি ঘটেছে তা তার সামনে দৃশ্যমান হওয়া কিভাবে সম্ভব। কিন্তু সে সন্দেহের অবকাশ আজ আর নেই। মানুষ যখন তার আবিষ্কারের মাধ্যমে শব্দতরঙ্গকে নির্ভুলভাবে ধরে রেখেছে, তখন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আমাদের ফেলে আসা কর্মজীবনকে তুলে ধরা কি অতি সামান্য কাজ নয়। মানুষ টেপরেকর্ডার দিয়ে কণ্ঠস্বরকে আর ভিডিও ক্যাসেট দিয়ে গতিময় জীবনকে আটকে রেখেছে। সে মুহূর্তের মধ্যে বোতাম টিপে মৃত ব্যক্তির জীবদ্দশায় রেকর্ড করা ঘটনাগুলোর যে কোনটা বা সম্পূর্ণটা উপস্থাপিত করতে পারে। রেকর্ডকৃত শব্দ বা ঘটনাকে চ্যালেঞ্জ করার কোন উপায় নেই। আমাদের চোখ যা প্রত্যক্ষ করতে না পারে, যেমন– দৌড়ের প্রতিযোগিতায় কে কি স্থান অধিকার করল তা ক্যামেরা নির্ভুলভাবে ধরে রাখতে পারে, এমন নির্ভুল যা ঘোর বিরুদ্ধদলের নিকটও তর্কের উর্ধ্বে।

সেদিন আমরা যা দেখব ও শুনব তাতে আমাদের মনে আমাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে কোন রকম সন্দেহ থাকবে না। এমতাবস্থায় আমাদেরকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পৃথিবীর বুকে চলতে হবে যেন আমাদের দ্বারা যতদূর সম্ভব ভাল কাজ সম্পাদিত হয়, দেশের ও মানুষের সেবায় আমাদের জীবন নিয়োজিত হয় এবং পাপ কাজের দিকে যেন আমাদের পা অগ্রসর না হয় (সূরা বনি ইসরাইল ১৩-১৪)।

৩০তম পাঠ

সালাম প্রদান বিনয় নম্র আচরণের প্রতীক

সূরা নিসার ৮৬তম আয়াতে বলা হয়েছে যেন আমরা সালামের উত্তর আরও বেশী ভদ্রতা ও নম্রতার সঙ্গে জানাই। তা যদি সম্ভব না হয় অন্তত ঐ একইরূপ বিনয়ের সঙ্গে সালামের প্রত্যুত্তর দেই। মুসলমান মুসলমানে সালাম নিম্নরূপ :

১) সালাম : আস্‌সালামু আলাইকুম

২) উত্তর : ওআ আলাইকুমুস সালাম্

৩) উত্তম উত্তর : ওআ আলাইকুমুস্ সালামু রাহমাতুল্লাহে ওআ বার-কাতুহু

১) অর্থ হচ্ছে : আপনার উপর শান্তি (বর্ষিত হোক)

২) ,, ,, : আপনার উপরও শান্তি (বর্ষিত হোক)

৩) ,, ,, : আপনার উপরও শান্তি এবং আল্লাহ্‌র রহমত এবং বরকত (বর্ষিত হোক)

আজকাল সালাম আদায়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে সকলে সচেতন নয়। নেহা-য়েত প্রয়োজন না হলে বা উদ্দেশ্য প্রণোদিত না হলে পারতপক্ষে আমরা একে অপরকে সালাম করি না। মনোমালিন্য দূর করার জন্য সালামের আদান-প্রদান অত্যন্ত সহায়ক। বন্ধু-বান্ধব ও পরম আত্মীয়দের মধ্যে যখন ভুল বুঝাবুঝি বা কথা কাটাকাটি হয় তখন অনেক সময় একজনের সঙ্গে অপর-জনের কথা বন্ধ হয়ে যায়। এই সময়ে সালাম আদায়ের আদানপ্রদান স্বাভাবিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সহায়ক হয়। (নম্রভাবে সালাম ও আদাবের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করে ঐ একই দিনে শিক্ষক সূরা নূরের ২৭-২৮ আয়াতদ্বয় সম্বন্ধে ছেলেমেয়েদেরকে অবহিত করবেন। এই আয়াত দুটির মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন—আমরা যেন বিনানুমতিতে কারও গৃহে প্রবেশ না করি। কেবলমাত্র যে গৃহে আমাদের মালামাল গচ্ছিত থাকে এবং যদি সে স্থানে কেউ বাস না করে তবেই আমরা সে স্থানে বিনানুমতিতে পরিদর্শন করতে পারি।)

৩১তম পাঠ
ইহকাল ও পরকালের জন্য পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণই বুদ্ধিমানের কাজ

আল্লাহ্ তা'আলা সূরা হাশরের ১৮ নং আয়াতে আমাদেরকে আগামী-কালের জন্য চিন্তা করতে বলেছেন। আগামীকাল অর্থে ইহকাল ও পরকাল দু-ই বুঝায়। এই দুইকালের উন্নতির জন্য আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে।

কোন কাজে হাত দেওয়ার আগে এমন কি দৈনন্দিন কাজ সম্পন্ন করতেও আমাদের পরিকল্পনা করা উচিত। ধরা যাক, একজন ছাত্র আগের রাতে বই, খাতা, পেন্সিল ও রাবার গুছিয়ে ও অপরজন এসব বিষয়ে চিন্তা না করে ঘুমাতে যায়। প্রথম জন ঠিক সময়মতো স্কুলে পৌঁছতে সক্ষম হবে, উপ-রন্তু বই, খাতা ও কলম সে ঠিকমতো নিয়ে যাবে। এই কারণে তাকে শিক্ষ-কের বকুনি শুনতে হবে না। দ্বিতীয় জনের সকালে প্রয়োজনীয় বইপত্র নিয়ে স্কুলে যেতে প্রতিদিন দেরী হবে। তা'ছাড়া অধিকাংশ দিনই তাড়াহুড়াতে কিছু কিছু বই, খাতা নিতে সে ভুলে যাবে। তার পরীক্ষার সময় ঐ একই ব্যাপার ঘটবে যদি না সে তার স্বভাব বদলায়। ধরা যাক, কোন স্কুলে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। এই সিদ্ধান্ত অনু-ষ্ঠানের দু'মাস আগে যদি কার্যকরী করার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, তবে এই উৎসবটি অত্যন্ত সুচারুরূপে সম্পাদিত হবে, আর সিদ্ধান্ত যদি ৪/৫ দিন বা এক সপ্তাহ আগে নেওয়া হয়, তবে অনুষ্ঠানটি ব্যর্থ হতে বাধ্য। প্রথমত, ঠিক সময়মতো সভার কাজ শুরু হবে না, পূর্বনির্ধারিত বার্তার জন্য অনেক শিল্পী ও অনেক অতিথি সভায় আসতে সক্ষম হবে না। ভাল-ভাবে মুখস্থ না হওয়ার জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা ভালভাবে আবৃত্তি, গান বা নাটক উপস্থাপিত করতে পারবে না, সমবেত সঙ্গীতে তাদের তাল মিলবে না, দর্শক ও শ্রোতাদের আনন্দ দান না করে বরং তারা তাদের হাসির খোরাক যোগাবে।

কেউ যদি তালিকা তৈরি না করে বাজারে যায়, তবে সে কিছু না কিছু জিনিস কিনতে ভুলে যেতে পারে। যে কাজ একবারে সম্পন্ন হতে পারতো তার জন্য তাকে বারবার দৌড়াদৌড়ি করতে হবে। রাঁধাতে যেসব জিনিস-পত্রের প্রয়োজন তা যোগাড় করে যে গৃহিণী রান্না শুরু করে তার রাঁধতে তো কম সময় লাগেই তার খাবারও সুস্বাদু হয়। মসলা ও রান্নার অন্যান্য উপকরণ

খুঁজতে তার দেরি হয় না। আমাদের সবকিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী করা প্রয়োজন এবং সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করতে হবে। এ ধরনের ব্যক্তিদের মনোবাঞ্ছা আল্লাহ্ পূর্ণ করে থাকেন।

পরকালের জন্যও আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। তার জন্য পরিকল্পনার দরকার। যেমন—যাকাতের টাকা কিভাবে খরচ করা দরকার তার পরিকল্পনা গ্রহণ এবং হজ্জে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া ও তার জন্য টাকা সংগ্রহ করা। 'ভালো কাজ করলে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন'—কাজেই তোমরা কিভাবে এবং কি কি ভাল কাজ করবে তার জন্য কিশোর বয়স থেকেই পরিকল্পনা করার শিক্ষা গ্রহণে ব্রতী হবে।

অনুশীলনী

সারা বছর ছাত্র-ছাত্রীরা কি করবে তার একটা তালিকা প্রস্তুত করা। শিক্ষকের নির্দেশানুসারে সেই তালিকা থেকে যে কোন একটি বিষয় বেছে নিয়ে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী পরিকল্পনা তৈরি করবে। যেমন—কোন ছাত্র/ছাত্রী যদি ছুটিতে দেশের বাড়িতে যেতে চায় তবে তার কি ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া দরকার অথবা তার বাড়িতে যদি কোন উৎসব হয় তা সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য তার কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন তার পরিকল্পনা গ্রহণ।

৩২তম পাঠ

খুন-খারাবি ও আত্মহত্যা অ-ক্ষমারযোগ্য (সুরা নিসার ৯৩ আয়াত ; সুরা আন আমের ১৫১ আয়াত ; সুরা বনি ইসরাইলের ৩৩ আয়াত)

উক্ত আয়াত তিনটির অংশ বিশেষে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে খুনাখুনি বা হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। এখানে কেবল একে অপরকে হত্যার কথাই বলা হয়নি, আত্মহত্যাও যে নিষিদ্ধ তার স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। ন্যায়-বিচারের কারণ ছাড়া প্রাণনাশ করা, এমন কি বিনা কারণে পশু-পাখির জীবন নেওয়া আল্লাহ্র চোখে অত্যন্ত অপ্রিয়। আল্লাহ্ তা'আলা সুরা বনি ইসরাইলে বলেছেন, নির্যাতনে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীকে তিনি প্রতিকারের অধিকার দিয়েছেন, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও উত্তরাধিকারীদের জীবন নেওয়ার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে মানা করেছেন। এ প্রসঙ্গে সুরা বাকারার ১৭৮ আয়াত উল্লেখ্য। এখানে ন্যায়সঙ্গত ক্ষতিপূরণের পরিবর্তে হত্যাকারীকে ক্ষমা করারও বিধান রয়েছে। প্রতিশোধের জন্য একজনের পরিবর্তে বহুজনকে হত্যা করা আল্লাহ্র চোখে অত্যন্ত নিন্দনীয়।

এসব সুস্পষ্ট বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও আমাদের সমাজে খুনাখুনির সংখ্যা বেড়ে চলেছে। সামান্য কারণে আমাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। রাগের বশবর্তী হয়ে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। বচসা থেকে হাতাহাতি ও মারামারিতে ন্যায় বা অন্যায় না ভেবে একজনের সমর্থনে আরও দশজন এসে যোগ দেয়। অনেক সময় কেবল দু'জনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক বিরাট সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়, আরও খুনজখম হয়, সম্পত্তি বিনষ্ট হয়। গ্রামদেশে আইল বা জমির সীমানা নিয়ে, জিনিসপত্রের ভাগাভাগি নিয়ে, সামান্য ঋণ পরিশোধের উপর, খেলাধুলার ফলাফল নিয়ে, কারও মন্তব্যকে কেন্দ্র করে, এমন কি ('কিউ') লাইন-এ দাঁড়ানো নিয়ে আমাদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়—যার পরিণতি ঘটে জানমালের ক্ষয়ক্ষতিতে। যদি আমরা আইন মেনে চলি, পরস্পরের স্বাধীনতা ও মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাবান ও শৃঙ্খলা রক্ষা করতে সচেষ্ট হই, নিজের হাতে আইন প্রয়োগ না করে কর্তৃপক্ষের হাতে ছেড়ে দেই, তবে আমাদের সমাজে খুন-জখমের সংখ্যা অনেক কমে যাবে।

উত্তেজিত না হয়েও অনেক সময় আমরা অপরের প্রাণনাশের কারণ হয়ে পড়ি এবং নিজেরাও প্রাণ হারাই। যেমন—যারা রিক্শা, সাইকেল, মটর

সাইকেল, মটরগাড়ি, ট্রাক বা অন্য কোন যানবাহন চালায়, তারা যদি ট্রাফিকের নিয়ম-কানুন মেনে সতর্কতা অবলম্বন করে, তবে প্রতিদিন এতো লোক দুর্ঘটনার শিকার হতো না। একটা মুহূর্ত বাঁচাতে গিয়ে শুধু পথচারীই নয়, চালক নিজে আর তার সঙ্গের যাত্রীদের সঙ্কটাপন্ন অবস্থার সম্মুখীন করে। বাস ও লঞ্চের মালিকেরা বেশী যাত্রী বহন করে তাদের মরণের মুখে এগিয়ে দেয়।

খাবারে ও ওষুধে ভেজাল মিশিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীরা আমাদের অসুস্থতাকে ডেকে আনছে। এসব ভেজাল জিনিস কোন কোন সময়ে মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আল্লাহ্ তা'আলার বিধান অনুযায়ী আত্মহত্যাও নিষিদ্ধ (সূরা নিসা ৪)। জীবনের প্রতি হতাশ হয়ে মানুষ নিজের প্রাণ নিজের হাতে শেষ করতে চায়। কিন্তু আমাদের বুঝা উচিত যে—প্রত্যেকটি প্রাণ আল্লাহ্‌র দেওয়া। অপরের জীবন নাশ করা যেমন জঘন্য অপরাধ, তেমনি নিজের জান নেওয়াও আল্লাহ্‌র কাছে অত্যন্ত অপছন্দনীয়। আজকের বিজ্ঞান অনেক উন্নত। মানুষের তৈরী রকেট শুধু চাঁদে কেন, লক্ষ লক্ষ মাইল দূরের গ্রহে অবতীর্ণ হয়ে ছবি পাঠাচ্ছে; কিন্তু বিজ্ঞানীরা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণু তৈরি করে তাতে প্রাণ দিতে পারে না। এই যখন অবস্থা তখন মানুষের প্রাণ নেওয়া তো দূরের কথা, বিনা প্রয়োজনে পশু-পাখি হত্যা করার অধিকারও আমাদের নেই। ঐ একই কারণে কোন ব্যক্তি তার নিজের প্রাণ নেওয়ার ক্ষমতা রাখে না; আত্ম-হত্যাকারীদের জানাযার নামায পড়া জায়েয নয়—এ কথার উল্লেখ আছে কোন কোন হাদীসে। কিশোর ও তরুণদের মনে যদি এ ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, নিজের জীবন নাশ নিজে করা যায় না, যেহেতু মানুষ তার জীবনের মালিক নয়, তার জীবনের মালিক আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং, তাহলে আমাদের দেশে আত্মহত্যার সংখ্যা অনেক কমে যাবে।

অনুশীলনী

১. কি কি কারণে একজন আর একজনের প্রতি, একদল অন্য দলের এবং এক দেশ অন্য একটি দেশের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়, উদাহরণ দিয়ে তা বুঝিয়ে বল। এ উত্তেজনার পরিণতি কোথায়? কিভাবে ছোট একটা কলহ বিরাট সংঘর্ষে রূপ নেয়?

২. উত্তেজনা প্রশমনের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা কর ?

৩. আত্মহত্যা করা মহাপাপ কেন ?

৪. যারা অসাবধানে ও নিয়ম-বহির্ভূতভাবে গাড়ি চালিয়ে পথচারীদের প্রাণনাশের কারণ হয় তাদের সম্পর্কে তোমার কি মতামত ?

৩৩ তম পাঠ

ব্যঙ্গবিদ্রূপকারী ও চোগলখোরী আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে ঘৃণ্য।

ব্যঙ্গবিদ্রূপকারী ও চোগলখোরকে আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন না। এ প্রসঙ্গে তিনি সূরা হুমাজার প্রথম আয়াতে বলেছেন যে—"এ ধরনের ব্যক্তিরা যেন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।" ঐ একই সূরার দ্বিতীয় আয়াতে —যারা টাকা পয়সা জমিয়ে রাখে; আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে না তাদের বিরুদ্ধে তিনি কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। (এসব ধনী ব্যক্তি মনে করেন যে টাকা-পয়সা তাদেরকে চিরস্থায়ী জীবন দান করবে; কিন্তু এ ধারণা যে কত বড় ভুল সে সম্পর্কে শিক্ষক ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আলোচনা করবেন; আরো আলোচনা করবেন কিভাবে উপরের দু'টি স্বভাব আমাদের দেশকে আস্তে আস্তে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। যে অর্থ জমা করার প্রলোভনে পড়ে সে কেবল জমা করার খেয়ালে ডুবে যায়। অথচ তার অর্থে গরীবের বা দুঃস্থদের যে হক্ রয়েছে তা সে ভুলে যায়। এমন কি সে নিজের জন্যও তেমন কিছু খরচ করতে চায় না। সে মনে করে ধনই তার স্থায়ী সম্পদ। সে ভুলে যায় যে তার মালের স্থায়িত্ব আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ বিধান করতে সক্ষম নয়। এমন ধনী ব্যক্তির জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।)

যারা ধন সঞ্চিত রাখে তাদের অন্যান্য স্বভাবেরও আলোচনা হওয়া দরকার। অসাধু ব্যবসায়ীরা সহজে টাকা রোজগারের জন্য অসৎ উপায় অবলম্বন করে। কৃত্রিম উপায়ে বাজারে জিনিসপত্রের অভাব সৃষ্টি করে। এরপরে তারা দুষ্প্রাপ্য জিনিসগুলিকে লুকিয়ে ফেলে। লুকিয়ে ফেলার জিনিসগুলির মূল্য যখন আকাশ ছোঁয়া হয় তখন তারা এগুলিকে বিক্রি করে রাতারাতি বড় লোক হয়। এমন সব ব্যক্তিকে কঠিন আযাব ভোগ করতে হবে। এদের সম্পর্কে মহানবী (সঃ)-ও সতর্কবাণী রেখে গেছেন।

৩৪তম পাঠ

আল্লাহ্‌র সাহায্যই সকল সফলতার মূল

আমরা যে কাজই করি না কেন, সফলতার জন্য আল্লাহ্‌র সাহায্যের দরকার। সূরা আল-ইমরানের ১৬০ আয়াতে তিনি বলেছেন—"আল্লাহ্ যদি তোমাদের সাহায্য করেন তাহলে তোমাদের উপর জয়ী হবার মতো কেউ নেই, আর যদি তিনি সাহায্য না করেন তবে (দুনিয়াতে) এমন কোন শক্তি নেই যার প্রভাবে তোমরা জয়ী হতে পারবে।" কাজেই সুষ্ঠু পরিকল্পনা করে, নেক নিয়তে আমাদের ভাল কাজে হাত দিতে হবে এবং কৃতকার্যতার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে।

আল্লাহ্‌র এ প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও কেন আজ মুসলিম দেশগুলি পরাজয়ের গ্লানিতে নিমজ্জিত? এর কারণ: কোন কাজ হাতে নেওয়ার আগে আমরা যথাযথ পরিকল্পনা করি না, অনেক সময় করতে হবে বলে অগত্যা কাজ হাতে নেই। সফল হওয়ার জন্য আমরা আল্লাহ্‌র সাহায্যও কামনা করি না। এভাবে কাজ হাতে নেওয়ার যা ফল তাই হয়। এর জন্য জয়ের পরিবর্তে আমাদের পরাজয় হয়।

ভালভাবে উৎসাহিত করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আনআমের ১৬ নং আয়াতে বলেছেন যে, তিনি একটি ভাল কাজের জন্য আমাদের দশটি ভাল কাজের সমান সওয়াব দেন। অথচ তাঁর দয়া এতই সীমাহীন যে তিনি একটি অপকর্মের জন্য শুধু সেই পরিমাণই শাস্তি নির্ধারণ করেন। কাজেই ইহকাল ও পরকাল উভয় কালের জন্য আমাদের ভাল কাজ করতে হবে; আর ভালভাবে এসব কাজ সম্পন্ন করার জন্য আগে থেকে পরিকল্পনা ও আল্লাহ্‌র সাহায্য ভিক্ষা করতে হবে। দুনিয়ার মুসলমানেরা যদি দলাদলি ভুলে গিয়ে আল্লাহ্‌র সাহায্য চেয়ে সুকল্পিতভাবে ভাল কাজ করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়, তবে পৃথিবীর কোন শক্তিই মুসলমানদের অগ্রগতি প্রতিহত করতে পারবে না। কুরআনের বাণীর আলোকে মুসলমানগণ যদি প্রকৃতভাবে আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী হতে পারে এবং তাঁর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধরে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে পারে, তবে অচিরেই তারা অন্য সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে সক্ষম হবে।

৩৫তম পাঠ

কথা বলা ও কাজে সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন (সূরা সাফের (৬১) দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াত)

উল্লেখিত আয়াত দু'টিতে আল্লাহ্ বলেছেন—"এমন কথা তোমরা কেন বল যা তোমরা কর না।" আল্লাহ্র কাছে এ ধরনের আচরন পছন্দনীয় নয়। রসুলুল্লাহ্ (সঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমাদের প্রত্যেক কাজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যেন সৎ হয়। কেননা, নিয়ত অনুসারে আমাদের কাজ সম্পন্ন হয়—'ইন্নামাল আ'মালু বিন্ নিয়াত' এবং নিয়ত অনুসারে আমাদের কাজের বিচার হবে। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে—'সাওয়াবুল আমালু বিননিয়াত'—অর্থাৎ কাজের সওয়াব নিয়ত বা উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে।

একজন ছাত্রের উদ্দেশ্য লেখপড়া শিখা, জ্ঞান আহরণ করা এবং সেজন্য তাকে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে পড়তে বসতে হবে। কিন্তু সে ছাত্র যদি মা, বাপ অথবা বয়োজ্যেষ্ঠদের ভয়ে পড়তে বসে, মা-বাপের চোখের আড়ালে সে যদি গল্পের বই, গল্পগুজব বা তাস, লুডু ও ক্যারাম ইত্যাদি খেলে ও সময় নষ্ট করে, তবে সে পড়তে বসলেও তার উদ্দেশ্য সৎ নয়।

একজন কর্মচারীর লক্ষ্য হবে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করা, কিন্তু সে যদি কর্মকর্তার উপস্থিতিতে কাজ করে আর তাঁর অবর্তমানে অলসভাবে বা গল্প করে সময় কাটায় বা কর্মস্থল থেকে অন্য কোথাও চলে যায়, তবে তার পক্ষে এ কাজটা হবে নিছক অর্থ উপার্জনের জন্য। সে নিয়তের ব্যতিক্রম কাজ করল। গরীবের দুঃখে ব্যথিত হয়ে যদি কোন ব্যক্তি দান করে সে দানই প্রকৃত দান। এ দানের উদ্দেশ্য মহৎ, নিয়ত নেক। অপর পক্ষে দাতা হিসাবে স্বীকৃতি লাভের আশায় লোকজনের সামনে যারা দান করে, আর পিছনে পিছনে গরীবদের তিরস্কার করে ও তাড়িয়ে দেয়, তাদের নিয়ত অসৎ ও নিন্দনীয়। ঢাকা শহরের নিকটে কোন এক অঞ্চলে কিছু কিছু ধনী ব্যক্তি যাকাতের টাকা খুচরা করে গরীবদের মধ্যে বিতরণ করে। গ্রহীতাদেরকে বাসার সামনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হয় এবং প্রত্যেককে সামান্য পরিমাণ অর্থ দেওয়া হয়। এইসব ধনী ব্যক্তির উদ্দেশ্য দান করা নয়, উদ্দেশ্য পাড়া-প্রতিবেশীদের নিকট দাতা নামে পরিচিতি লাভ করা।

মা, বাপ, গুরুজন ও শিক্ষকদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাশীল হওয়া কর্তব্য।

কিন্তু কাজ আদায় করার জন্য যদি আমরা তাঁদেরকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি তবে অত্যন্ত অন্যায় হবে। অনেক সময় দেখা যায়, অর্থ পাবার আশায় ছেলে বাবার বাধ্য ও শ্রদ্ধাশীল হয়। অর্থ লাভের পর বাবার প্রতি ছেলের ব্যবহার ও আচরণ বদলিয়ে যায়।

আমাদের দেশের রাজনীতিবিদদের অনেকেই নির্বাচনের আগে জনগণের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে বড় বড় প্রকল্পের কথা বলে থাকেন, কিন্তু নির্বাচনের পর তারা তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করেন না অর্থাৎ তাঁদের নিয়ত উদ্দেশ্য প্রণোদিত। নির্বাচনে জয়ী হওয়া তাদের একমাত্র লক্ষ্য, জনহিতকর কাজ নয়।

অপরপক্ষে ভালো কাজ করার জন্য যদি কেউ নিয়ত করে এবং শেষ পর্যন্ত সে যদি কাজটি করতে অসমর্থ হয়, তবুও আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তাঁর সে কাজ সম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে। সূরা বনি ইসরাইলের ৮৪ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন যে, তিনিই জানেন কে সঠিক পথে চলছে। সূরা লাইলের ৪র্থ থেকে ৭ম আয়াতগুলিতে তিনি বলেছেন যে, নেক কথাকে যারা সত্য বলে জানে ও নেক পথে যারা টাকা পয়সা দান করে, তাঁদের তিনি সহজ উপায়ে কাজ সম্পন্ন করার সামর্থ্য দেন। জীবিকা-বৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁদের এই ক্ষমতা অর্পণ করেন। ধর, এক ব্যক্তি একটি স্কুল-গৃহ নির্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন। কাজ শুরু হওয়ার আগে তিনি মারা যান, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে পুরা স্কুল নির্মাণ করার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব তিনি অর্জন করবেন। অপরপক্ষে যদি শুধুমাত্র সুনাম অর্জনের জন্য কোন ধনী ব্যক্তি এই কাজে হাত দেয়, তবে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে এটা উত্তম ও জনকল্যাণমূলক কাজ বলে গৃহীত হবে না।

এক ব্যক্তি হজ্জে যাওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নিলেন এবং প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য আন্তরিকভাবে উদ্যোগী হলেন। কিন্তু কোন বিশেষ কারণে পরিবারে অসুখ বা কোন গরীব আত্মীয়কে আধিক সাহায্য করার জন্য তিনি হজ্জে যেতে পারলেন না। করুণাময় আল্লাহ্‌র দরবারে তার হজ্জ এমনিতেই কবুল হয়ে যেতে পারে। অপরপক্ষে, একজন সবকিছু আনুষ্ঠানিকতা পূর্ণ করে লোকের চোখে সমাদৃত হবে বলে রুগ্ন ও অসুস্থ পরিবারকে ছেড়ে হজ্জ করে আসলেন। শেষোক্ত ব্যক্তির হজ্জ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে।

৩৬ তম পাঠ

প্রশংসার জন্য কাজ করা আল্লাহ্‌র চোখে পছন্দনীয় নয়

সূরা আল্‌-ইমরানের ১৮৮ আয়াতের কথা হচ্ছে—আমরা যে কাজই করি না কেন, তার জন্য প্রশংসা অর্জন করার প্রবণতা আল্লাহ্‌র নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয়।

তুমি তোমার সহপাঠি বা পিতামাতা বা গৃহশিক্ষকের সাহায্যে একটি গল্প বা রচনা লিখে ক্লাস টিচারের কাছে উপস্থাপিত করলে। শিক্ষক সেই রচনা পড়ে মুগ্ধ হয়ে যদি তোমার প্রশংসা করেন, তোমাকে সেই প্রশংসা শুনে চুপ থাকলে চলবে না। এই রচনা লিখতে অপরের কতটা অবদান এবং তুমি নিজের প্রচেষ্টায় কতদূর লিখেছ, সে তথ্য তোমাকে সুস্পষ্টভাবে শিক্ষককে জানিয়ে দিতে হবে, নতুবা আল্লাহ্‌র চোখে গুনাহ্‌গার প্রমাণিত হবে এবং পরবর্তীকালে যখন শিক্ষক তোমার এ ধরনের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবহিত হবেন, তখন তিনিও তোমার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হবেন।

একজন নিমন্ত্রিত অতিথি তোমার বাসায় তৈরী খাবার খেয়ে তোমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। যদি খাবারটা তুমি তৈরি করে থাক তবে তো নিশ্চয়ই সানন্দে অভিনন্দন গ্রহণ করবে, আর যদি বাড়ির অন্য কেউ তৈরি করে থাকে তবে অতিথির কাছে তোমাকে সত্য কথা বলতে হবে। অযথা বাহ্‌বা নেওয়ার চেষ্টা করবে না। এটা পাপ।

এখানে এক শিক্ষকের সততার কথা বলা হলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন এক বিভাগের বাগান দেখে এক অতিথি চমৎকৃত হয়ে সেই বিভাগের প্রধানকে খুব প্রশংসা জানাতে শুরু করলেন। এতে বিভাগীয় প্রধান সঙ্গে সঙ্গে অতিথির মুখে উচ্চারিত প্রশংসা বাণী থামিয়ে দিয়ে বললেন যে, বাগানের শোভাবর্ধনে তাঁর কোন কৃতিত্ব নেই। সম্পূর্ণরূপে তাঁর এক সহকর্মী এ দায়িত্ব পালন করেছেন।

উপরের উদাহরণগুলি পড়ে নিশ্চয় বুঝতে পারলে যে, আমাদের যা পাওনা তার চেয়ে বেশী প্রশংসা কোন ক্ষেত্রেই প্রত্যাশা বা গ্রহণ করা উচিত নয়। আশা করি তোমরা তোমাদের জীবনে যা করনি তার জন্য প্রশংসা নম্রভাবে প্রত্যাখ্যান করবে।

৩৭ তম পাঠ
পশু-পাখিরাও দয়া পাওয়ার যোগ্য (সূরা দাহার ৮ আয়াত)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিচ্ছেন, যেন আমরা গৃহপালিত পশু ও পাখির প্রতি দয়া করি ও কৃপা প্রদর্শন করি। তাদের পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবারের ও থাকার ব্যবস্থা করি (ইউসুফ আলী সাহেব কর্তৃক কুরআন শরীফের ইংরেজী অনুবাদের ব্যাখ্যা)। এ প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে আছে—"যদি তোমরা আল্লাহর জমিনের সকল সৃষ্ট জীবের প্রতি দয়া কর, তা'হলে আসমানে যিনি আছেন অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদের উপর দয়া বর্ষণ করবেন।" কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ছেলেমেয়েদের অনেকে গৃহপালিত পশুদের প্রতি শুধু উদাসীনই নয়, অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করে। তারা বিনা কারণে পশুদের শরীরে ঢিল ছুড়ে আঘাত হানে। ক্ষুধার্ত বা পিপাসার্ত পশু বা পাখিকে খাবার ও পানি দেওয়া তো দূরে থাকুক, মাটির গুলি বানিয়ে গুলাইলের (স্লিঙ্গার) সাহায্যে তারা পাখিকে ঘায়েল করে।

অপরপক্ষে উন্নত দেশগুলিতে পশু-পাখির অত্যন্ত যত্ন নেওয়া হয়। আমাদের দেশে জীর্ণকায় গরু-মহিষকে লাঙল ও গাড়ি টানার কাজে ব্যবহার করা হয়। উপযুক্ত খাদ্যের ও চিকিৎসার অভাবে অকালে এসব পশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ঐ একই কারণে কুকুর কঙ্কালসার হয়ে ধুকে ধুকে প্রাণ হারায়। পাশ্চাত্য দেশে এ ধরনের দৃশ্য কারও চোখে পড়ে না। এত যত্নবান হওয়া সত্ত্বেওসেসব দেশে 'পশু অত্যাচার নিবারণ সমিতি' (Society for the Prevention of Cruelty to Animals) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণকে জন্তু-জানোয়ারের প্রতি দয়ালু হতে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইসলাম ধর্ম বিস্তার লাভের প্রথম দিকে খলীফা উমর (রাঃ) বলেছিলেন "ফোরাত নদীর তীরে যদি একটা কুকুরও অনাহারে মারা যায়, তবে আমাকে আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহি করতে হবে।" অথচ আজ আমাদের দেশে পশুর প্রতি যে অত্যাচার হয় তা নিবারণের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় না।

কথিত আছে যে, এক সাধু ব্যক্তি স্বপ্ন দেখেন—তাঁর সাত হজ্জের এক হজ্জও আল্লাহ্র দরবারে কবুল হয়নি। অথচ এক দস্যু সাধুতে রূপান্তরিত হওয়ার পর পরই হজ্জে যায় এবং তার হজ্জ কবুল হয়। সাধু ব্যক্তিটি তখন

দস্যুর খোঁজে যায়। সাক্ষাৎ হওয়ার পরে দস্যুটিকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, সে এমন কি নেকী করেছিল যার বরকতে তার প্রথম হজ্জই আল্লাহ্‌র দরবারে গৃহীত হয়েছে। অনেকক্ষণ চিন্তার পর দস্যুটি উত্তর দিল—"আমার তো সে রকম উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা মনে পড়ে না। তবে আমি একদিন দলবল নিয়ে ডাকাতি করতে বেরিয়েছিলাম, পথে পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হয়ে একটি কুয়ার ধারে বিশ্রাম ও পানি পান করার জন্য থেমেছিলাম। আমি যেই কুয়ার পানি খেতে যাব, ঠিক সেই সময় পিপাসায় কাতর একটি শীর্ণ কুকুর আমার দিকে করুণভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। কুকুরটি যে পিপাসায় দারুণ ছটফট করছে তা উপলব্ধি করে আমি পানি না খেয়ে ওকে সে পানি এগিয়ে দিলাম। পানি খেয়ে কুকুরটি কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।"

[উপরের উদাহরণ থেকে সহজেই বুঝলে যে, পশু-পাখির প্রতি দয়া দেখানো একটি উত্তম কাজ এবং ছোটবেলা থেকে পশু-পাখির সেবায় তোমরা নিজেদেরকে নিয়োজিত করবে।]

অনুশীলনী

১. সঠিক নিয়তের উপর ইসলামে কিরূপ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে? নিয়ত সঠিক না হলে কোন কাজের সুফল কি আশা করা যায়? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

২. ভালো কাজের নিয়ত করে কাজটি সমাধা করতে না পারলে কাজটি করার কৃতিত্ব কি সঙ্কল্পকারীর প্রতি বর্তাবে?

৩. যে কাজ আমরা করি না তার প্রশংসার দাবীদার হওয়া উচিত কিনা ও তাতে ক্ষতির কোন কারণ আছে কিনা বুঝিয়ে বল।

৪. ইসলামে গৃহপালিত পশুর প্রতি যত্ন নেওয়ার জন্য কিরূপ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে? উদাহরণ দিয়ে আলোচনা কর।

৫. গৃহপালিত প্রাণীর নিরাপত্তার জন্য যত্ন করতে তুমি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে?

৬. উন্নত দেশগুলোতে গৃহপালিত প্রাণীদের নিরাপত্তার ও যত্নের জন্য কিরূপ ব্যবস্থা নেওয়া হয়?

যাকাত

ইসলাম ধর্মের মূল পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে যাকাত একটি। ধনী বা মালদার ব্যক্তির উপর যাকাত ফরয। ইসলামের বিধান অনুযায়ী যে কোন ধনী বা মালদার মুসলমান ধর্মাবলম্বীকে তার ধনসম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ যাকাতরূপে প্রদান করতে হয়।

যারা দরিদ্র বা গরীব তারাই কেবলমাত্র যাকাতের হকদার। অর্থাৎ যাকাত দরিদ্রের অধিকার। দরিদ্রকে এ অধিকার হতে বঞ্চিত করলে রোজ কিয়ামতে (শেষ বিচার বা কিয়ামতের দিন) মালদার ব্যক্তিকে ভয়াবহ ও কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

সব দরিদ্রই যাকাত পাওয়ার অধিকারী নয়। যারা যাকাত পাওয়ার যোগ্য তারা হলো:

১. মুসলমান নিঃস্ব ব্যক্তি (ফকির),
২. নিসাব পরিমাণ সম্পত্তিহীন দরিদ্র (মিসকিন),
৩. ঋণশোধে অক্ষম ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি (ঋণগ্রস্ত লোক),
৪. কপর্দকহীন ও বিপদগ্রস্ত বিদেশী (মুসাফির),
৫. ধর্মযোদ্ধা এবং
৬. চুক্তিবদ্ধ দাস-দাসী।

আর যারা যাকাত পাওয়ার বা যাকাতে অধিকারী হওয়ার অযোগ্য তারা হলো:

১. অমুসলিম (মুসলমান নয় এমন লোক),
২. যাকাতদাতার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গ।

এছাড়া স্বামী স্ত্রীকে কিংবা স্ত্রী স্বামীকে যাকাত দিতে পারবে না।

নিম্নের প্রতিষ্ঠান বা জনহিতকর কাজ ও প্রকল্পে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যায় না। যথা

১. মসজিদ নির্মাণে,
২. রাস্তাঘাট তৈরী ও সংস্কারের কাজে এবং
৩. হাসপাতাল স্থাপন বা সংস্কারে।

কারণ, যাকাতের অর্থ কেবলমাত্র গরীবেরই হক্ বলে সেই অর্থ কোন প্রতিষ্ঠান বা জনহিতকর কাজে ব্যয় করা নিষিদ্ধ। তবে য়াতিমখানার অথবা কোন সেবামূলক সংস্থায় যাকাতের অর্থ প্রদান করা জায়েয আছে।

যাকাতদাতাকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। যেমন–

১. যাকাতকে 'যাকাত' হিসেবেই নিয়ত করে তা যেন গরীবের মধ্যে বন্টন করা হয় (উক্ত নিয়তের ব্যতিক্রম যাকাত প্রদান সাধারণ দানের সমান হয়ে যাবে) ;

২. যাকাত গ্রহণকারী নারী বা পুরুষের নিকট থেকে কোন প্রতিদান পাওয়ার উদ্দেশ্যে যেন যাকাত না দেওয়া হয় (কেননা, কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য যাকাত দেওয়া হলে তা অবৈধ ও অর্থহীন হবে) ;

৩. যাকাত গ্রহণকারী বা কারিনীর যাকাতের অংশ বা অংশবিশেষ যাকাতদাতার ব্যবহারে যেন না আসে (যদি আসে তাহলে যাকাত দানের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে) ;

৪. হাদীস শরীফে অভাবগ্রস্ত ও যাকাতে হকদার নিকট আত্মীয়কে প্রথমে যাকাত দেওয়ার নির্দেশ হয়েছে। প্রত্যেক মালদার মুসলমান ব্যক্তির এ নির্দেশ প্রতিপালন করা কর্তব্য (এতে যেমন অধিক সওয়াবের ভাগী হওয়া যায় আবার তেমনি যাকাত দানের আসল উদ্দেশ্যও সফল হয়) ;

৫. পরিশেষে, লক্ষ্য রাখতে হবে, যাকাত গ্রহণকারী পুরুষ বা মহিলা যেন কমপক্ষে একদিনের খোরাকী পরিমাণ খাদ্য বা অর্থ যাকাত হিসেবে পায়।

যাকাত প্রদানের নির্দেশ

পবিত্র কুরআন মজীদে সালাত (নামায) ও যাকাত বিষয়ে বারবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে : আকিমুস সালাতি ওয়া আতুয্-যাকাত–অর্থাৎ নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও।

এছাড়া যাকাত প্রদানে অবহেলাকারীর শাস্তির বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন–ওয়াল লাযীনা ইয়াক্‌নিযূনায্ যাহাবা ওয়াল্ ফিদ্দাতা ওয়ালা ইয়ুন্ ফিকু নাহা ফি সাবিলিল্লাহি ফাবাশ্‌শিরহুম বি

আযাবিন্ আলিম—অর্থাৎ যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চয় করে রাখে এবং আল্লাহ্‌র পথে তা ব্যয় করে না তাদেরকে ভীষণ শাস্তির সংবাদ দাও।

হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) যখন খলীফা নির্বাচিত হন তখন কিছু নবদীক্ষিত মুসলমান যাকাত দিতে অনাগ্রহ প্রকাশ করেন। এতে খলীফা রাগান্বিত হয়ে তাদের সঙ্গে লড়াই করতে চেয়েছিলেন। ফলে নবদীক্ষিত মুসলমানরা যাকাত নিয়ে আর কখনো উচ্চবাচ্য করেনি। অতএব ইসলামে যাকাতের গুরুত্ব কিরূপ—এ থেকেই তা স্পষ্টরূপে বোঝা যায়।

হাদীস শরীফে আছে—'যে ধনবান ব্যক্তির নিকট সোনা ও রূপা মওজুদ আছে অথচ সে যাকাত দেয় না, রোজ কিয়ামতে তাকে কঠিন আযাব ভোগ করতে হবে। ঐদিনে মওজুদকৃত সোনা ও রূপাগুলিকে গলিয়ে পাত বানানো হবে এবং দোযখের আগুনে সেগুলিকে উত্তপ্ত করে পাপী মওজুদদার ব্যক্তির বুক, পিঠে, পাঁজরে এবং কপালে অবিরত দাগ দেওয়া হবে।'

অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছে—"যাকে পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলা ধনী করেছেন এবং অনেক ধনের অধিকারী করেছেন কিন্তু সে ঐ ধন বা মালের যাকাত দেয় না বরং সে লোভবশত কৃপণতা বা বখিলী করে এবং মালসমূহ মাটির নীচে, সিন্দুকের মধ্যে (কিংবা ব্যাংকে) জমা করে রাখে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র আদেশে ঐ সঞ্চিত ধন অতিকায় বিষাক্ত সাপে রূপান্তরিত হবে এবং সেই সাপ ঐ লোভী ব্যক্তির গলা পেঁচিয়ে থাকবে এবং তার উভয় গালে দংশন করতে থাকবে আর বলতে থাকবে—'আমিই তোমার অর্থ, আমিই তোমার সঞ্চিত ধন।'

বিষয় অনুসারে যাকাতকে ৬টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা :

১. প্রাণীর যাকাত ;
২. ফসলের যাকাত ;
৩. স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাত ;
৪. ব্যবসায়ের মালের যাকাত ;
৫. প্রাপ্ত খনির যাকাত এবং
৬. ফিতরার যাকাত।

১. প্রাণীর যাকাত

গৃহপালিত প্রাণীর যাকাত দেওয়া ওয়াজিব। তবে প্রাণীর ওয়াজিব হওয়ার কয়েকটি শর্ত আছে। শর্তগুলো হলো :

১. চারণভূমিতে প্রতিপালিত হওয়া প্রাণীর মধ্যে উট, গরু, ভেড়া ও ছাগলের যাকাত দিতে হয়, অন্য কিছুর নয়।

২. প্রাণীকে গৃহে প্রতিপালন করতে যদি অধিক ব্যয় হয় এবং যদি মালিকের বিক্রয় করার ক্ষমতা থাকে।

৩. প্রাণী এক বছরকাল যদি মালিকের পূর্ণ অধিকারে থাকে তবে তার যাকাত দিতে হবে। কিন্তু যদি এক বছরের মধ্যে কোন প্রাণীকে বিক্রয় করা হয় এবং তা যদি ক্রেতার দখলে দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে যাকাত দেওয়ার প্রয়োজন পড়বে না।

৪. নিসাবপূর্ণ প্রাণী না থাকলে যাকাতের প্রয়োজন পড়বে না।

৫. রেহানাবদ্ধ পশুর যাকাত নেই।

গরুর যাকাত দেওয়ার নিয়ম

৩০টি গরু থাকলে এক বছর বয়সের একটি বাছুর যাকাত হিসেবে দেয় হবে। ৬০টি গরু থাকলে এক বছর বয়সের দুটি বাছুর যাকাত হিসেবে দেয় হবে। ৪০টি গরু থাকলে দুই বছরের একটি বাছুর যাকাত রূপে গণ্য হবে।

ছাগল ও ভেড়ার যাকাত দেওয়ার নিয়ম

আবশ্যকীয় যাবতীয় খরচ বাদে কেউ যদি ৪০টি ছাগল বা ভেড়ার মালিক হয় তবে তার উপর ঐসব প্রাণীর যাকাত দেওয়া ফরয হবে। ৪০টির জন্য ১টি ছাগী, ১২১টির জন্য ২টি, ২০১টির জন্য ৩টি এবং ৪০১টির জন্য ৪টি—এই নিয়মে প্রতি ১০০ ছাগল বা ভেড়ার জন্য একটি ছাগী যাকাতরূপে দেওয়া নিয়ম।

উল্লেখ্য যে, ছাগীর বয়স পূর্ণ এক বছরের এবং ছাগের বয়স পূর্ণ দুই বছরের হতে হবে। এর কম বয়সের হলে যাকাত হিসেবে বিবেচিত হবে না।

প্রাণীর যাকাতের ক্ষেত্রে প্রতিবেশী ও অংশীদার

প্রাণীর যাকাতের ক্ষেত্রে প্রতিবেশী ও অংশীদারের মধ্যকার যাকাতের বিষয়ে একই মান ধরা হবে যদি প্রাণীগুলোকে—

১. একত্রে প্রতিপালন করা হয়; ২. একত্রে পানি পান করানো হয়; ৩. একত্রে দুগ্ধ দোহন করা হয়; ৪. একত্রে মাঠে চরানো হয়;

৫. প্রাণীর পালক যদি একই ব্যক্তি হয় ; ৬. প্রাণীর বাচ্চা বা ছা'গুলো যদি একত্রে থাকে এবং ৭. সবগুলোর যাকাত যদি একত্রে নির্ধারণ করা হয়।

২. ফসলের যাকাত

কেউ যদি ২০ মণ গম, যব, চাউল, মুগ, ছোলা অথবা এমন কোন খাদ্যশস্যের মালিক হয় যা খেয়ে মানুষ বাঁচতে পারে, তবে ঐ ব্যক্তিকে ঐ খাদ্যশস্যের $\frac{১}{১০}$ (এক-দশমাংশ) যাকাত দিতে হবে।

৩. স্বর্ণ-রৌপ্যের যাকাত

খাঁটি সোনা ৭৷৷৹ (সাড়ে সাত) তোলা এবং খাঁটি রূপা ৫২৷৷৹ (সাড়ে বায়ান্ন) তোলা পূর্ণ এক বছরকাল হাতে থাকলে সেগুলোর যাকাত দিতে হবে। স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাত দেওয়া ফরয। বছর শেষে ৭৷৷৹ (সাড়ে সাত) তোলা স্বর্ণের এবং ৫২৷৷৹ (সাড়ে বায়ান্ন) তোলা রৌপ্যের $\frac{১}{৪০}$ অংশ (শতকরা ২$\frac{১}{২}$ ভাগ) যাকাত রূপে দেয় হয়। এর অধিক থাকলে উক্ত নিয়মেই দেয় হবে।

স্বর্ণ-রৌপ্য নির্মিত তৈজসপত্রের, স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কারের, স্বর্ণ-রৌপ্য খচিত দ্রব্যাদির যাকাত দেওয়া ওয়াজিব। অপরের নিকট গচ্ছিত স্বর্ণ-রৌপ্যের যাকাত দিতে হয় তখনই, যখন গচ্ছিত স্বর্ণ-রৌপ্যাদি চাওয়ামাত্র নিজের পূর্ণ অধিকারে চলে আসে।

৪. পণ্যদ্রব্যের যাকাত

পণ্যদ্রব্য ক্রয় করার তারিখ থেকে পূর্ণ এক বছরকাল হস্তগত থাকলেই যাকাত দেয় হয়। তবে পণ্যদ্রব্যের মূল্য নিসাব পরিমাণ হতে হবে।

ব্যবসার নিয়তে পণ্যদ্রব্যাদির বিনিময়ে যদি কোন জিনিস ক্রয় করা হয় এবং ক্রয়ের তারিখ থেকে এক বছর পূর্ণ হয়, তখন শহরে প্রচলিত নগদ টাকায় তা দেয় হয় এবং মালের মূল্য নির্ধারণ করেই তা দেয় হয়। যদি কোন মাল নিজের জন্য রাখা হয় এবং পরে তা ব্যবসার জন্য নিয়ত করা হয়, তখন নিয়ত করার সময় হতে বছরের প্রথম দিন গণনা করা যাবে না, বরং ঐ সময় হতে বছর গণনা করা যাবে। যদি বছর শেষ হওয়ার পূর্বে ব্যবসার নিয়ত ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে যাকাত প্রদানের দরকার হবে না।

ব্যবসায়ীদের ক্রয়-বিক্রয়ের দিক দিয়ে বছরের হিসেব উত্তমরূপে থাকে না। কাজেই তাদের লভ্যাংশের যাকাত সমস্ত মালের হিসেব অনুযায়ী দেয়

হয়। যদি লভ্যাংশের জ্ঞান না থাকে, তবে অনুমানের উপর নির্ভর করে যাকাত দেওয়া ওয়াজিব।

৫. প্রোথিত ধন ও খনিজ দ্রব্যের যাকাত

কাফিরদের প্রোথিত ধন পাওয়া গেলে অথবা ইসলামিক শাসন বহির্ভূত রাষ্ট্রে তা পাওয়া গেলে এবং তা স্বর্ণ-রৌপ্য হলে—সম্পূর্ণ মালের ⅕ অংশ যাকাতরূপে তখন তখনই দেয় হয়। এ ব্যাপারে বছরপূর্তি বা নিসাবপূর্তির প্রয়োজন পড়ে না।

৬. ফিত্‌রার যাকাত

রসূলে করীম (সঃ) বলেন—'এই দান (ফিত্‌রা) ঐ মুসলমানের উপর ওয়াজিব যার ঈদুল ফিত্‌রের দিনে ও রাতের আবশ্যকীয় খাদ্য বাদে অতিরিক্ত থাকে। ৮০ তোলা সেরের ২½ আড়াই সের হিসেবে খাদ্যশস্যের ফিত্‌রা দেওয়া ওয়াজিব। আহার্য শস্যের মধ্যে উৎকৃষ্ট শস্য দ্বারাই ফিত্‌রা আদায় করার নিয়ম।

যে ব্যক্তিকে তার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, দাস-দাসী, মাতা-পিতা এবং নিকট আত্মীয় ইত্যাদির ভরণ-পোষণ করতে হয় তার উপর উক্ত সকলের ফিত্‌রা প্রদান করা ওয়াজিব। এ প্রসঙ্গে রসূলে করীম (সঃ) নির্দেশ দিয়েছেন যে, আদ্দোয়া-উ ছদ্‌কাতুল ফিত্‌রা আম্মুমান তাওকাদ্দোনা, অর্থাৎ তুমি যাদেরকে ভরণ-পোষণ কর তাদের ফিত্‌রা দাও।

যাকাতের কতিপয় মাসআলা

ক. যে ব্যক্তি ৫২॥০ (সাড়ে বায়ান্ন) তোলা রৌপ্য অথবা ৭॥০ (সাড়ে সাত) তোলা স্বর্ণের মালিক হয় এবং তার নিকট ঐ পরিমাণ মাল পূর্ণ এক বছরকাল[১] স্থায়ী থাকে, তার উপর যাকাত ফরয হয়।

উল্লেখ্য যে, হিসেবের সুবিধার জন্য বলা হয়ে থাকে—হাজতে আসলিয়া বাদে এবং কর্জ বাদে ৫০.০০ (পঞ্চাশ) টাকা হলে নিসাব এবং যাকাত ফরয হয়।

বছর শেষ হওয়ার পূর্বে উল্লিখিত পরিমাণ মাল নষ্ট হয়ে গেলে যাকাত ফরয হবে না।

---

১. যাকাত ফরয হওয়ার হিসেব ইসলামী বছরের হিসেবে অর্থাৎ আরবী চান্দ্রমাসের হিসেব অনুযায়ী ধরতে হবে। কেননা, চান্দ্রমাসের বছর ইংরেজী ও বাংলা সনের সমান হয় না। চান্দ্রমাসের বছর ৩৫৪ দিনে হয়ে থাকে।

ঘ. যদি কারও নিকট ৭৷৷০ (সাড়ে সাত) তোলা স্বর্ণ বা ৫২৷৷০ (সাড়ে বায়ান্ন) তোলা রৌপ্য চার-পাঁচ মাস থাকে, তারপর কম হয়ে যায় এবং দুই তিন মাস কম থাকে, তারপর আবার নিসাব পূর্ণ হয়ে যায়, তবে তার যাকাত দিতে হবে। মোটকথা, বছরের শুরু এবং শেষ ধরে হিসেব করতে হবে অর্থাৎ বছরের শুরুতে যদি মালিকে নিসাব হয় এবং বছরের শেষেও মালিকে নিসাব হয় আর মাঝখানে কিছু কম হয়ে যায়, তবে বছরের শেষে তার নিকট যত টাকা থাকবে তার যাকাত দিতে হবে। অবশ্য বছরের মাঝখানে যদি তার সম্পূর্ণ মাল কোন কারণে নষ্ট হয়ে যায় তবে পূর্বের হিসেব বাদ দিয়ে পুনরায় যখন নিসাবের মালিক হবে, তখন হতে হিসেব ধরতে হবে, তখন হতেই বছরের শুরু ধরা হবে।

ঙ. কারও নিকট ২০০.০০ (দু'শত) টাকা আছে, কিন্তু আবার তার দু'শত টাকা ঋণও আছে, এ অবস্থায় ঐ ব্যক্তির উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না—পূর্ণ বছর থাকুক না না থাকুক। আর যদি ১৫০'০০ (একশ' পঞ্চাশ) টাকাও কর্জ হয়, তবুও যাকাত ওয়াজিব হবে না। কেননা, ১৫০.০০ (একশ' পঞ্চাশ) টাকা বাদ দিলে হাতে মাত্র ৫০.০০ (পঞ্চাশ) টাকা থাকে। ৫০'০০ (পঞ্চাশ) টাকায় নিসাব পূর্ণ হয় না। তাই যাকাত ওয়াজিব হবে না।[২]

শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রতি বিশেষ নির্দেশ বা করণীয় বিষয়

এ পর্যন্ত যে পাঠমালার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা ছাড়া বিভিন্ন সময়ে বিশেষ বিশেষ ঘটনা ও উৎসবকে কেন্দ্র করে ছেলেমেয়েদেরকে ঐসব বিষয়ে বলা ও তাদের দিয়ে প্রতিযোগিতামূলক প্রবন্ধ বা কথিকা লিখাতে উৎসাহিত করা, যথা—রমযান মাস শুরু হওয়ার পূর্বের সপ্তাহে রোযার তাৎপর্য বর্ণনা করা। হজ্জের সময়ে হজ্জ ও উমরাহ্ কিভাবে পালন করতে হয় তার সম্বন্ধে বলা।

[উল্লেখ্য যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পর জাতিপুঞ্জ স্থাপিত হয় ; পরবর্তী সময়ে এরই ভগ্নস্তূপের উপর নতুন করে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। অথচ ১৪০০ বছর পূর্বে আমাদের রসূল মুহাম্মদ (সাঃ) হজ্জের প্রবর্তন করে দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানদের একত্র করার পথ দেখিয়ে গেছেন।]

---

২. যে ব্যক্তির কর্জ বা ঋণ এত অধিক যে, তার যথাসর্বস্ব মালপত্রের হিসেব ধরেও সেই ঋণ পরিশোধ হয় না, সেই ব্যক্তির উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। কেননা, ঐ ব্যক্তি ধনী বা মালদার ব্যক্তির শ্রেণীভুক্ত নয়।

ফাতিহা ইয়াজদাহাম উপলক্ষে হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) সম্বন্ধে বলা। যাকাতের নিয়মাবলী সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা ও সমাজ-ব্যবস্থার উপর এর প্রতিফলন সম্বন্ধে ছেলেমেয়েদেরকে বলা ও তাদের মন্তব্য আহ্বান করা। ইসলাম ধর্ম বর্তমান যুগে চলার পরিপন্থী তো নয়ই, বরং বহুল সমস্যাজনিত পৃথিবীতে চলার একমাত্র পথ, তা প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে বলা।

শিক্ষককে প্রতিটি পাঠ তৈরি করে ও ক্লাসে আসার পূর্বে আনুষঙ্গিক ব্যাখ্যা শিখে আসতে হবে। নতুবা ছেলেমেয়েদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

হাজতে আছলিয়া বাদে এবং কর্জ বাদে ৫০.০০ (পঞ্চাশ) টাকা থাকলে নিসাব হয় এবং যাকাত ফরয হয়। তবে বছর পূর্ণ হওয়ার আগে ঐ পরিমাণ টাকা বা মাল নষ্ট হলে যাকাত ফরয হবে না। এই পরিমাণ মালকে নিসাব বলে এবং এই পরিমাণ মালের যে মালিক হয় তাকে মালিকে নিসাব বা 'সাহেবে নিসাব' বলে।

সূরা ফাতিহার ব্যাখ্যা

প্রথম আয়াত : 'সমস্ত প্রশংসা ও তারিফ আল্লাহ্ তা'আলার জন্য, যিনি সারা জাহানের পালনকর্তা।' সারা জাহান বলতে কি বুঝায় তার কিছুটা উপলব্ধি করলে আল্লাহ্‌র প্রতি আমাদের বিশ্বাস ও ভক্তি আরও সুদৃঢ় হবে। পৃথিবী সৌরজগতের ৯টি গ্রহের একটি। আবার একটি গ্রহকে কেন্দ্র করে এক বা একাধিক উপগ্রহ। পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদ। এই চাঁদের দূরত্ব আড়াই লক্ষ মাইল। সূর্যের দূরত্ব ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। এর আলো পৃথিবীতে আসতে ৮ মিনিটের বেশী সময় লাগে। সূর্য এক প্রকাণ্ড শক্তির উৎস। সূর্যের তাপ ও আলো দ্বারা সবুজ উদ্ভিদ CO_2 (কার্বন ডাই অক্সাইড) গ্যাসের সাহায্যে খাবার তৈরি করছে। এই খাবার দ্বারা গাছের নিজের পুষ্টি বৃদ্ধি হচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাণিজগতের খাদ্য সে যোগাচ্ছে। সূর্যের তাপ ছাড়া এই পৃথিবীতে জীবজগতের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। এত বড় শক্তির যে উৎস, আল্লাহ্ তাকে সৃষ্টি করেছেন। শুধু তাই নয়, সূর্যের মত অসংখ্য নক্ষত্র তাঁর সৃষ্টির সাক্ষ্য বহন করছে। জ্যোতির্বিদরা বলেন, অনেক নক্ষত্র এত কল্পনাতীত দূরত্বে আছে যে, তাদের আলো এখনও পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়নি। অন্তহীন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এত বিরাট, এত বিশাল বিস্তৃত যে, অত্যন্ত শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও তা চোখে ধরা পড়ে না। কোটি কোটি নক্ষত্র, গ্রহ ও উপগ্রহ তাঁর ইঙ্গিতে নিজ নিজ কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করছে। একটির সঙ্গে অপরটির সংঘাত নেই।

কাজেই যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্তা, তাঁরই আমরা প্রশংসা করব, তাঁর সৃষ্ট বস্তু—সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, বাতাস আর আগুনকে নয়।

দ্বিতীয় আয়াত : 'তিনি করুণাময় ও দয়ালু'। আল্লাহ্ তা'আলার অসীম ও অন্তহীন করুণা, যেমন—আলো, বাতাস, আগুন, পানি তাঁর সৃষ্ট বিচিত্র জগৎ—মানুষের সেবার জন্য। মানুষের শরীর একটি বিস্ময়কর জটিল কারখানা। এ সবই তাঁর দয়ার নিদর্শন। তিনি করুণাময় বলে ধনী, নির্ধন, ধার্মিক, পাপী, অগ্নি-উপাসক, পৌত্তলিক, শিশু, বৃদ্ধ, যুবক—জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে উক্ত করুণা দান করেন। এ ধরনের মহাশক্তির আধার আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।

অপরপক্ষে তিনি দয়ালু। যে তাঁকে প্রাণভরে ডাকে, তার ডাকে তিনি সাড়া দেন। বিপদে-আপদে, অসুস্থতায় তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি সে বিপদ-আপদ থেকে আমাদের উদ্ধার করেন। তাঁর দয়ায় আমরা কঠিন রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করি। ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে যেখানে প্রচণ্ড ঝড়-তুফানের কবলে পতিত নৌকা ও জাহাজ আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে রক্ষা পেয়েছে। অপরদিকে মানুষ যখন সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে গিয়ে নিজের অহঙ্কারে মত্ত হয়েছে, তখন টাইটানিকের মত সবচেয়ে শক্তিশালী ও বিরাট-কায় জাহাজের সলিল সমাধি হয়েছে। আমরা যখন কোন কাজ করতে তাঁর সাহায্য কামনা করি তখন সফলতা আমাদের দ্বারে এসে পৌঁছে। যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য, কোন প্রকল্পে কৃতকার্যতা লাভের জন্য, শত্রুর চক্রান্ত থেকে মুক্তির উদ্দেশ্য, মা, বাপ, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে সৌহার্দ্যের জন্য, চাকরিতে উন্নতির আশায়, জীবনে সুখী হওয়ার জন্য, লেখাপড়া ও গবে-ষণার কাজে উৎকর্ষ সাধনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করলে তিনি আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ করেন।

তৃতীয় আয়াত : 'তিনি বিচারের দিনের প্রভু'—অর্থাৎ কিয়ামতের দিনে তিনি আমাদের পাপপুণ্যের বিচার করবেন। যাঁরা আল্লাহ্র নির্দেশিত পথে জীবন-যাপন করেছেন ; হজ্জ ও যাকাত (শুধু সামর্থ্যবানের জন্য), নামায ও রোযা পালনে রত ছিলেন, মানুষের উপকারে যাঁরা জীবন কাটিয়েছেন – তাঁদের স্থান হবে বেহেশ্তে। আর যারা সারাজীবন আল্লাহ্কে স্মরণ করেনি, মিথ্যা বা চুরিতে যাদের জীবন কেটেছে, নির্দ্বিধায় লোকের অপকার করেছে, তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক দোযখ নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

চতুর্থ আয়াত : 'আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি, আর শুধু তোমারই সাহায্য চাই।' ছাত্র-ছাত্রীদের যখন প্রথম তিন আয়াতের তথ্য পরি-বেশন করা হবে, তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের মন এক আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি নিমগ্ন হবে। তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে যে, আল্লাহ্ তা'আলাই একমাত্র উপাস্য। জীবিত অথবা মৃত পীর-ফকিরকে আল্লাহ্ তা'আলার গুণে গুণান্বিত করা সম্পূর্ণ অর্থহীন। একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার নিকটই আমরা সাহায্য প্রার্থনা করতে পারি, অন্য কারও কাছে নয় ; কারণ, তিনি ছাড়া আর কেউই সাহায্য দানে অসমর্থ। পীর-ফকির—যাঁদের কাছে নানা কারণে সাহায্য চাওয়া হয়, তাঁরা নিজেরাই তাঁদের মুক্তিলাভের জন্য কিয়ামতের দিনে ব্যস্ত থাকবেন।

পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম আয়াত : 'আমাদেরকে তুমি সোজা পথে চালাও, তাঁদের পথে যাঁদেরকে নিয়ামত দিয়েছ, তাদের পথে নয় যারা অভিশপ্ত ও বিপথগামী।' কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য চেয়ে বসে থাকলে চলবে না, আমাদের সৎ উপায়ে জীবিকা নির্বাহের জন্য যোগ্যতা অনুযায়ী পেশা বেছে নিয়ে তার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। ছাত্রজীবনে, কর্মজীবনে, দাম্পত্যজীবনে, লোকজনের সঙ্গে ব্যবহারে, লেনদেনে, ব্যবসাবাণিজ্য ক্ষেত্রে আমাদের সর্বদা সততা বজায় রাখতে হবে। কিন্তু এ সংসারে লোভ সম্বরণ করে সৎ ও সোজা পথে চলা অত্যন্ত দুরূহ ও কষ্টসাধ্য। অসৎ পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য শয়তান সর্বদা আমাদের কুমন্ত্রণা দিচ্ছে। এসব কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা এই তিনটি আয়াতের মাধ্যমে আমাদেরকে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে বলেছেন, যেন তিনি আমাদের সবসময় সরল ও সোজা পথ দেখান, যে পথে চললে আমরা তাঁর অনুগ্রহ লাভ করব। তিনি আমাদের অন্তরকে বল ও শক্তি দ্বারা মজবুত করেন, যেন যারা অভিশপ্ত ও বিপথগামী তাদের পথ আমরা অনুসরণ না করি।

অনুশীলনী

১. একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই কেন আমাদের প্রশংসার পাত্র ?

২. বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে সব নক্ষত্র বিরাজ করছে তাদের দূরত্ব সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা তা বুঝিয়ে বল। কার শক্তি ও ইঙ্গিতে এসব গ্রহ-নক্ষত্র নিজ নিজ কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করছে ?

৩. আল্লাহ্ তা'আলা কি কি নিয়ামত পুণ্যবান, পাপী, ধনী, নির্ধন, ছোট ও বড় সর্বস্তরের ও সবদেশের লোককে সমানভাবে বণ্টন করেছেন ? সূরা ফাতিহার কোন্ কোন্ শব্দ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার এ গুণরাজিকে বর্ণনা করা হয়েছে ?

৪. আল্লাহ্ তা'আলাকে 'রহিম' কেন বলা হয় ?

৫. বিচারের দিনে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের কিভাবে বিচার করবেন ? সূরা 'যিলযিলা'তে এ সম্বন্ধে কি বলা হয়েছে ? পুণ্যবান ও পাপী সেদিন কিভাবে চিহ্নিত হবে সে সম্পর্কে সূরা 'আবাসাতে' কি লেখা আছে ?

৬. আল্লাহ্ তা'আলা কেন শুধু তাঁকেই উপাসনা ও তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করতে বলেছেন ? পীর-ফকিরের কাছে সাহায্য চাওয়া নিরর্থক কেন ?

৭. সংসারে সহজ ও সরল পথে চলা কেন অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ? কিভাবে মানুষ বিপথগামী হতে প্রলুব্ধ হয় ? সহজ ও সরল পথে চলার উপায় কি ?

৮. আল্লাহ্ তা'আলার অভিশপ্ত এমন কিছু সম্প্রদায়ের উদাহরণ দাও। তাদের পথ যাতে অনুসরণ না করি সে জন্য তিনি কেন আমাদের তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে বলেছেন ?

৩

কথোপকথন

যে নিজে কোন অন্যায় বা পাপ করিয়া
কোন নির্দোষ ব্যক্তির উপর
উহার দোষ চাপাইয়া দেয়,
সে বড় সাংঘাতিক দোষারোপের
ও প্রকাশ্য গুনাহ্‌র বোঝা
নিজ কাঁধে গ্রহণ করে।

সূরা নিসা : ১১২

যারা অপচয় করে তারা শয়তানের ভাই

ছেলে : আব্বা, চলুন আমরা নানার বাসা থেকে বেড়িয়ে আসি।

[ঢাকার কোন এক রাজপথে যেতে যেতে বিরাট এক ফলকের উপর বাবা ও ছেলের চোখ পড়লো। ঐ ফলকের দিকে বাবা তাকিয়ে বললেন]

আব্বা : ঐ ফলকে কি লেখা আছে, পড়ত বাবা ?

ছেলে : "যারা অপচয় করে তারা শয়তানের ভাই— আল-কুরআন।" অপচয় মানে তো ইচ্ছা করে জিনিস নষ্ট করা। কই আমরা তো ইচ্ছা করে কোন জিনিস নষ্ট করি না।

আব্বা : একটু চিন্তা করে দেখ, আমরা প্রতিদিন কোন-না-কোনভাবে অনেক জিনিস নষ্ট করি। যেমন ধর, অনেক সময় তোমাদের কামরার বাতি বা পাখা বিনা কারণে চলতে থাকে। সবচেয়ে শেষে যে ঘর থেকে বেরোয় তার উচিত ঘরের বাতি বা পাখা বন্ধ করে বেরোনো।

ছেলে : (কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললো) আমরা সেদিন বিকেলে এক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়েছিলাম। বন্ধুটির কাছে জানলাম তাদের বাসায় নাকি সব সময় গ্যাসের চুলা জ্বলতে থাকে। আমি তো মনে করি এটা একটা বড় অপচয়।

আব্বা : তুমি ঠিকই বলেছ। ঢাকা শহরের বেশীর ভাগ বাড়ীতেই গ্যাসের চুলা আছে। কাজ শেষে চুলা নিবিয়ে দিলে গ্যাসের অপচয় হয় না। এইভাবে বাঁচানো গ্যাস আমাদের ভবিষ্যত বংশধরের কাজে লাগবে। গ্যাস-খরচ মাপার জন্য বাড়ীতে বাড়ীতে কোন মিটার নেই। চুলা প্রতি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা গ্যাস কোম্পানীকে দিতে হয়। অনেকেই এই সুযোগ নিয়ে একটি দেয়াশলাইয়ের কাঠি বাঁচাবার জন্য ২৪ ঘণ্টা চুলা জ্বালিয়ে রাখে।

ছেলে : রাস্তায় রাস্তায় যে সব পানির কল আছে সে সব দিয়ে তো অনেক সময় অনবরত পানি পড়তে দেখা যায়।

আব্বা : কলসি, বালতি ভরে গেলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে কল বন্ধ করি না, এতে অনেক পানি উপচে পড়ে যায়। পানির পাত্র ভরে গেলেই কল বন্ধ করার অভ্যাস করলে আমাদের সবার পক্ষেই ভাল হয়। বাড়িতে, রাস্তার ধারে, স্কুলে, কলেজে, ছাত্রাবাসে, অফিসে, কারখানায়, মসজিদে সর্বত্র প্রয়োজন শেষে পানির কল, বিজলী বাতি, পাখা বন্ধ করে দিলে দেশের মূল্যবান সম্পদের অপচয় বন্ধ হবে। একদিন মসজিদে নামায পড়তে গেছি, ওযু করব। কলে পানি ছিল না বললেই চলে। আমার আগে আসা মুসল্লিদের অনেকে ওযু করতে অনেক পানি নষ্ট করেছিলেন বা কেউ আবার ওযু করার পর কল ঠিকমত বন্ধ করেন নি। সেজন্য আমরা যারা পরে গিয়েছিলাম তাদের ওযুর জন্য যথেষ্ট পানি ছিল না। মসজিদের ট্যাঙ্কে পানি না থাকাতে অনেকের ওযু হল না।

ছেলে : সে জন্যই বুঝি বাড়িতে আপনি আমাদের কম পানি ব্যবহার করতে বলেন। আমরা বেশী খরচ করলে অন্যান্য এলাকায় পানির অভাব অনুভূত হয়।

আব্বা : ঠিক বলেছ। ছুটি বা টিফিনের সময় ক্লাসরুম থেকে বেরুবার পথে পাখা ও বাতি বন্ধ করতে বলেন শিক্ষকরা। তোমরা এ কথা সব সময় মেনে চললে অনেক অপচয় বন্ধ হবে। একবার ভেবে দেখেছ, আমাদের সকলের মধ্যে যদি এ সুবুদ্ধি হয় তবে সারা দেশে এক বিরাট পরিমাণ বিজলী ও পানি অপচয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

ছেলে : ভোর হওয়ার পরও দিনের আলোয় ঢাকা শহরে রাস্তায় রাস্তায় বাতি জ্বলতে থাকে।

আব্বা : দিনের আলোতে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলা এক বিরাট অপচয়। এ ব্যাপারে তোমরা পৌরসভার কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি লিখতে পারো অথবা যারা এই কাজে নিয়োজিত তাদের কাছে গিয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে অপচয়ের অপকারিতা সম্বন্ধে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলতে পার।

ছেলে : শবে-বরাতে আমরা কত মজা করে বাজি পোড়াই, এটাতো নিশ্চয় অপচয় নয়, কারণ আমরাতো এতে প্রচুর আনন্দ পাই।

আব্বা : ভুল বললে। বাজি পোড়ানোটা যে শুধু অপচয়, তা নয়, অত্যন্ত বিপজ্জনকও বটে। প্রত্যেক বছর বাজি পোড়াতে গিয়ে কত দুর্ঘটনা ঘটে। অনেক সময় ঘর-বাড়িতে আগুন লেগে যায়, এমন কি অনেক ছেলেমেয়ে বাজি পোড়াতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, বাজি পোড়ানোটা অপচয় নয়, কিন্তু শবে-বরাতের রাতে কি এটা করা আমাদের শোভা পায়? শবে-বরাতে আল্লাহ্ আমাদের ভাগ্য নির্ধারণ করেন—যদি এ কথা বিশ্বাস করি, তবে কি সে রাতে বাজি পুড়িয়ে তাঁকে বেশী সন্তুষ্ট করতে পারবো, না তাকে আরও বেশী করে স্মরণ করে তার কৃপার প্রার্থী হব।

ছেলে : আমরা আর কিভাবে অপচয় করি?

আব্বা : শহরের অনেক জায়গায় মেরামতের অভাবে পানির কল থেকে অনবরত পানি পড়ে যায়। কলগুলোকে দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা করা উচিত। চুলোয় দুধ দিয়ে আমরা অনেক সময় অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। এদিকে দুধ ফুটে পাতিলের গা বেয়ে পড়ে যায়। এভাবে অসাবধানতার জন্য প্রতিদিন কত যে দুধ নষ্ট হয় তার হিসেব নেই।

ছেলে : খাওয়া শেষে প্লেটের উপর খাবার ফেলে রাখাটাও তো অপচয়, তাই না?

আব্বা : ঠিক। যতটা খেতে পারবে ঠিক ততটা ভাত ও তরকারী প্লেটে নেবে। যদি বুঝতে না পার তবে প্রথমে কম করে নেবে, তারপর আবার নেবে, প্রয়োজন হলে তৃতীয় বারও নেবে কিন্তু একবারে বেশী করে নিয়ে ফেলে রাখাটা মোটেই ঠিক না। প্লেটের সমস্ত খাবার খাওয়াটা সুন্নত।

ছেলে : সেদিন করিম বলছিল, বিয়ে বাড়ি যে এত বাতি দিয়ে সাজানো হয় সেটা নাকি অপচয়, কিন্তু তা কেন হবে?

আব্বা : বেশি আকারে নিশ্চয়ই এটা অপচয়। অনেক সময় এক বিয়েতে বাতির খরচই দশ হাজারের অঙ্ক ছাড়িয়ে যায়। তার একলার

এই বিলাসিতার জন্য পাশের এলাকাতে ভোল্টেজ অনেক কমে যায়। এমন কি 'লোড' বেশি হওয়াতে এলাকাটি অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। একদিকে এটা দারুণ অপচয়, অন্যদিকে এ ধরনের বিলাসিতায় প্রতিবেশী অত্যন্ত অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

ছেলে : এ ছাড়া অন্যভাবেও কি অপচয় হতে পারে ?

আব্বা : তোমরা অনেক সময় বোতলের মুখ শক্ত করে বন্ধ কর না। হাত লেগে পড়ে গেলেই বোতলের ভিতরের জিনিস পড়ে গিয়ে নষ্ট হয়ে যায়। চিনির বা বিস্কুটের টিনের মুখ ভালমত বন্ধ না করলে তাতে পিঁপড়ে লেগে যায়। ভাঁড়ার ঘরের দরজা-জানালার নীচে ছিদ্র থাকলে তা দিয়ে ইঁদুর ঢুকে অনেক খাদ্যদ্রব্য নষ্ট করে। একটু সাবধান হ'লেই আমরা এ সব অপচয় বন্ধ করতে পারি।

ছেলে : চাচা সেদিন বলছিলেন যে, সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়েও অনেক অপচয় হয়।

আব্বা : কথাটা মিথ্যে নয়। ছোটবেলায় যদি আমরা মিতব্যয়িতা অভ্যাস না করি তবে বড় হয়ে সরকারী কর্মচারী হলেই কি আপনা আপনি আমাদের মধ্যে সে অভ্যাসটা বিকাশ লাভ করবে ?

ছেলে : হঠাৎ করে কোন স্বভাব বিকাশ লাভ করতে পারে না, তা আমি আগে ভাবিনি।

আব্বা : অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিকল্পনার অভাবে সরকারী কর্মকাণ্ডে অপচয় হয়। সার, খাদ্যশস্য আমদানি করার পর দেখা যায় যে, এগুলিকে গুদামজাত করার মত যথেষ্ট জায়গা থাকে না। উন্মুক্ত আকাশে রাখার ফলে বৃষ্টির পানিতে অনেক সময় বিপুল পরিমাণে এগুলি নষ্ট হয়ে যায়। সেদিন একজন উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী বললেন যে ঠিকমত সংরক্ষণের বন্দোবস্ত করতে পারলে আমাদের খাদ্যশস্যের ঘাটতি অনেক পরিমাণে কমে যাবে।

কাজেই তোমাদের সকলকে এখন থেকেই অপচয় বন্ধ করে মিতব্যয়িতা অভ্যাস করতে হবে। এর জন্য আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় পাত্র হবে ও নিজেরাও উপকৃত হবে। উপরন্তু দেশ অপচয়ের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে।

অনুশীলনী

প্রতিদিন ক্লাসের শুরুতে ছেলেমেয়েরা বলবে তারা গত সপ্তাহে অপচয় বন্ধ করার জন্য কি কি কাজ করেছে।

আমালুস্ সালিহাত

কায়েসুদ্দীন : স্যার, 'আমালুস্ সালিহাত' বলতে কি বুঝায় ?

শিক্ষক : 'আমাল' অর্থ কাজ এবং 'সালিহাত' অর্থ উত্তম। অর্থাৎ যে সমস্ত কাজ ভাল, সে সমস্ত কাজের সমষ্টিকে 'আমালুস্ সালিহাত' বলে। একটা ভাল কাজের উদাহরণ দাও দেখি, আব্দুল মালেক।

আঃ মালেক : বাসায় কেউ অসুস্থ থাকলে তার সেবা করা ভাল। সেদিন আমার চাচাত ভাইকে খেলবার জন্য ডাকতে গেলাম। সে বলল, 'ভাই, আমি তোমার সঙ্গে নিশ্চয় খেলতে যেতাম, কিন্তু আমার আব্বা অসুস্থ, তাকে ছেড়ে আমি যেতে পারি না। আমাকে তাঁর সেবা করতে হবে।' কথাটা শুনে আমার ভীষণ লজ্জা হল। মনে মনে ভাবলাম, আমি নিজে খুব স্বার্থপর। বাড়িতে কেউ অসুস্থ হলে তার কথা চিন্তা না করে দিব্যি আমি খেলতে চলে যাই।

শিক্ষক : প্রতিবেশীদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে তার সেবা করার যদি কেউ না থাকে তবে তোমাদের অবশ্যই তার খোঁজ-খবর নেওয়া উচিত। তাঁকে ডাক্তার দেখানো, তাঁর জন্য ঔষধ কেনা ও তাঁর খাওয়ার ব্যবস্থা করা তোমাদের কর্তব্য। চোখের সামনে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি দেখেও অনেকে নির্লিপ্তভাবে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। মুহূর্তের জন্য তারা ভাবে না যে তারাও অনুরূপভাবে বিপদগ্রস্ত হতে পারে।

আঃ রহিম : বাড়ির মধ্যে আমরা কি কি ভাল কাজ করতে পারি ?

আঃ মালেক : স্যার, আমি বলি।

শিক্ষক : বল, আব্দুল মালেক।

আঃ মালেক : নিজের হাতে নিজের ব্যক্তিগত কাজগুলি করা। যেমন বই, খাতা, পেন্সিল, রাবার, নিজের জুতা, কাপড় গুছিয়ে ঠিক জায়গা মত রাখা। মেয়েরা রান্না ও সেলাইয়ের কাজে মাকে সাহায্য

করতে পারে। ছেলেরা ক্ষেতে-খামারে, বাজার-হাটে বাবাকে সাহায্য করতে পারে।

করিম : স্যার, আমার মনে হয় কাপড়-চোপড় অল্প ছিঁড়ে গেলে নিজেই তা সেলাই করে নেওয়া ভাল। বাড়িতে কাজের লোক না থাকলে নিজের থালা-বাসন নিজে ধুয়ে নিলে মা ও বোনের কাজে সাহায্য হয়।

শিক্ষক : শুধু বাড়িতে নয়, রাস্তা-ঘাটে, স্কুল-কলেজেও তোমরা অনেক ভাল কাজ করতে পার; যেমন ধর—এক অন্ধলোক রাস্তা পার হচ্ছে, তোমাদের উচিত হবে দৌড়ে গিয়ে তাকে রাস্তা পার হতে সাহায্য করা। ভেবে দেখ, তুমি ও আমি কত ভাগ্যবান।

শামসুদ্দীন : স্যার, আমার আব্বা সেদিন বলছিলেন যে, পথে যদি কোন ভাঙ্গা কাঁচ, পেরেক বা গাছের কাঁটা পড়ে থাকে, তবে তা দেখামাত্র তুলে নেওয়া ঈমানের অঙ্গ। কেউ যদি তা না করে তবে ফির-বার পথে ঐ ভাঙ্গা কাঁচ বা পেরেক ঐ ব্যক্তিরই বিপদের কারণ হতে পারে। রাস্তা দিয়ে চলার সময় ছোট ছেলেমেয়েদের ঐ ভাঙ্গা কাঁচ, পেরেক বা কাঁটা ফুটতে পারে। এ ছাড়া মোটর গাড়ি, রিক্সা ও সাইকেলের চাকা ফুটো হয়ে যেতে পারে পেরেক বা কাঁটা ফুটে। যানবাহনের গতি বেশী থাকলে এ ধরনের আকস্মিক দুর্ঘটনা অত্যন্ত বিপজ্জনক। গাড়ী উল্টে গেলে প্রাণহানিও ঘটতে পারে।

কামাল : পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাও কি 'আমালুস্ সালিহাতের' অন্তর্ভুক্ত, স্যার?

শিক্ষক : নিশ্চয়ই, তবে এ সম্বন্ধে আমরা আরেক দিন আলোচনা করব।

আঃ রহিম : সেদিন আমরা স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিলাম। একটি ছোট ছেলে আনন্দে তার বন্ধুকে বলছিল সামনের দোকান থেকে সে একটা বল কিনবে, তার মা তাকে টাকা দিয়েছেন। হঠাৎ এক দুঃখিনী তার দুধের বাচ্চাকে নিয়ে আমাদের সামনে এসে উপস্থিত। করুণ স্বরে বলল যে, তার বাচ্চা খুব অসুস্থ, কিন্তু ডাক্তার দেখানো বা ওষুধ কেনার পয়সা তার কাছে নেই। দেখলাম সত্যি বাচ্চাটা অসুস্থ. কিন্তু আমাদের কাছে

(যারা বড় ছিলাম) সেদিন কোন পয়সাই ছিল না। এমন সময় দেখি, সেই ছোট্ট ছেলেটি তার ১০ টাকার নোটের দিকে বারকয়েক তাকিয়ে সেই দুঃখিনীকে তার টাকাটা দিয়ে দিল। তার আর বল্ কেনা হল না।

শিক্ষক : রহিম, এই ছোট ছেলেটিকে মানুষরূপী ফিরিশ্তা বলতে হবে। এটা কম বড় আত্মত্যাগ নয় ; সে তার পুঁজির সম্পূর্ণটাই দান করে দিল। শ্রেষ্ঠ 'আমালুস্ সালিহাতে'র মধ্যে এটা অন্যতম।

মহিউদ্দীন : স্যার, ইতিহাস থেকে এমন একটি সুন্দর ও উত্তম কাজের কাহিনী আমাদের বলবেন কি ?

শিক্ষক : সে প্রায় ১৪০০ বছর আগেকার কথা। ধর্মপরায়ণ মুসলমান আর কাফিরদের মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছিল সিরিয়ার উপকণ্ঠে ইয়ারমুক নামক স্থানে। পানি পানি বলে পিপাসায় কাতর এক মুসলমান যোদ্ধা চিৎকার করে উঠলেন। মশকধারী একজন তার কাছে পানি নিয়ে পৌঁছতেই আরেক জন যোদ্ধা পানি পানি বলে আর্তনাদ করে উঠলেন। প্রথম যোদ্ধা তখন নিজে পানি পান না করে মশকধারীকে দ্বিতীয় যোদ্ধার কাছে পানি নিয়ে যেতে বললেন। তিনি বললেন, 'তার পিপাসার কষ্ট আমার চেয়ে বেশী।' দ্বিতীয় যোদ্ধার কাছে মশকধারী পৌঁছতেই আরেক-জন যোদ্ধার অনুরূপ আর্তনাদ শোনা গেল। দ্বিতীয় যোদ্ধা প্রথম যোদ্ধার মতো 'তার পিপাসার কষ্ট আমার চেয়ে বেশী' বলে মশকধারীকে তৃতীয় যোদ্ধার কাছে পাঠালেন। এভাবে মশক-ধারী একে একে সাতজনের কাছে গেল। সপ্তম জনের কাছে পৌঁছে তাঁকে মৃত দেখে মশকধারী অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি পূর্ববর্তী ছয়জন যোদ্ধার কাছে পানির পাত্র নিয়ে সে উপস্থিত হল, কিন্তু সবাই ততক্ষণে শাহাদত বরণ করেছেন। এতবড় আত্মত্যাগ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। আমরা নিজেদের ইতিহাস ভুলে গেছি। নতুবা স্যার ফিলিপ সিডনীর আত্মত্যাগের কথা শুনে বিস্মিত হই, তাকে বাহবা দেই অথচ আমাদের ইতিহাসে বর্ণিত একই সময় সাতজন স্যার ফিলিপ সিডনীর মত বীর যোদ্ধার আত্মত্যাগের কথা আমরা স্মরণ করি না।

শামসুদ্দীন : আমার তো মনে হয় রক্তদান করে যদি একজন মুমূর্ষু রোগীর জীবন বাঁচানো যায় তবে আমাদের নির্দ্বিধায় রক্ত দেওয়া উচিত। কিন্তু স্যার, সত্যি বলতে কি, রক্ত দিতে আমার ভীষণ ভয় হয়। মনে হয়, শরীর থেকে এক বোতল রক্ত চলে গেলে আমি ভীষণ অসুস্থ হয়ে যাব; এমন কি আমার জীবনটাও বিপন্ন হতে পারে।

শিক্ষক : তোমাকে দোষ দেওয়া যায় না। তুমি কেন, আমি নিজেও এ ব্যাপারে ভীষণ ভয় পেতাম। সেদিন হঠাৎ আমার এক ডাক্তার বন্ধুর সাথে দেখা হয় হাসপাতালের এক বারান্দাতে। আমি তাকে আমার এক অসুস্থ আত্মীয়ের জন্য এক বোতল রক্ত সংগ্রহ করে দিতে বললাম। তিনি আমাকে ঠাট্টার সুরে বললেন, 'নিজের এত সুন্দর সুঠাম স্বাস্থ্য থাকতে অন্যের রক্ত চাও কেন?' রক্ত দিলে জীবন বিপন্ন হয় একথা বলতেই আমার বন্ধু হো হো করে হেসে উঠলেন। তিনি তখন আমাকে 'ব্লাড ব্যাঙ্কে' নিয়ে গেলেন। আমার ধারণা যে কত ভুল নিজের চোখে দেখলাম। আমার সামনে দু'জন ব্যক্তি রক্ত দিলেন। তাদেরকে সুস্থ শরীরে চলে যেতে দেখে আমার সাহস হল। রক্ত দেওয়ার পর বন্ধুটি আমাকে এক গ্লাস গ্লুকোজ পানি খাওয়ালেন। আধঘণ্টা পর যখন বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিলাম তখন দুর্বলতা অনুভব করলাম না। রক্ত দিয়েছিলাম—সে কথা ২/৩ দিন পরে ভুলে গিয়েছিলাম।

আঃ রহিম : সেদিন এক বন্ধুর বাসায় গিয়েছিলাম। তার আব্বা আমাদের বললেন যে, পূর্ব আফ্রিকাতে থাকাকালীন তাদের একটা আচার তাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল। বাড়িতে কাজের লোকেরা একই টেবিলে বসে আহার করত, চেয়ারে বসত। বাংলাদেশে ভদ্রঘরে এ ধরনের আচার তো কল্পনা করা যায় না। অনেক বাড়িতে কাজের লোকদের জন্য আলাদা ভাত তরকারি পর্যন্ত রান্না হয়।

কালাম : 'সব মুসলমানেরা ভাই ভাই'—এই মহান শিক্ষা ইসলাম আমাদের দেয়। মসজিদে আমরা যখন কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াই তখন কে ধনী কে নির্ধন, কে কর্মকর্তা, কে কর্মচারী, কে মন্ত্রী,

কে গরীব বা মিসকিন সে বিচার আমরা তখন করি না। আমরা একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাবা শরীফের দিকে মুখ করে নামাযে দাঁড়াই। মসজিদের বাইরে আসামাত্র আমাদের মধ্যে আবার বিরাট পার্থক্যের প্রাচীর সৃষ্টি হয়। ভৃত্যদের খাওয়া-দাওয়া, কাপড়-চোপড়, বিছানা দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের আরো উদার হতে হবে। যারা আমাদের বাড়িতে বা অফিসে কাজ করে তারা যেন বুঝতে না পারে যে আমরা তাদের সাথে ভিন্ন আচরণ করছি।

শিক্ষক : উন্নত দেশগুলিতে যারা বাড়িতে কাজ করে তাদের বেতন এত বেশী যে কেবলমাত্র অত্যন্ত ধনী লোকেরাই তাদের নিযুক্ত করতে পারে। থাকা-খাওয়াও তাদের উচ্চমানের। আমাদের দেশের মত তাদের জন্য বাসনপত্র ও খাবার পৃথক করে রাখা হয় না। এমন কি যারা ঝাড়ু দেয়, ঘর পরিষ্কার করে, তাদেরকে কাজের বাইরে দেখে কেউ মন্তব্য করতে পারবে না যে তারা এ ধরনের দৈহিক পরিশ্রমের কাজে নিযুক্ত।

শামসুদ্দীন : স্যার, আমাদের বন্ধুদের অনেকেই কানা, খোঁড়া, তোতলা লোককে দেখে ঠাট্টা করে। কেউ যদি হোচট্ খেয়ে বা পিছলে পড়ে যায়, তাহলে তাদের উদ্দেশ্যে খিল খিল করে হাসে। আমার এটা মোটেই ভাল লাগে না।

শিক্ষক : আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট জীবের প্রতি এ ধরনের ঠাট্টা অত্যন্ত নিন্দনীয়। যে অন্ধ বা খোঁড়া, সম্ভব হলে তাকে সাহায্য করা উচিত, বিশেষ করে সে যখন রাস্তা পার হয়। তোমার বন্ধুরা একবারও ভাবে না যে তারাও দুর্ঘটনার শিকার হয়ে চোখ, হাত, পা হারাতে পারে। সে সময় কেউ তাদের ঠাট্টা করলে তখন তাদের কি সেই উপহাস ভাল লাগবে? কেউ পিছলে পড়ে গেলে ছুটে গিয়ে দেখবে যে—সে কোন গুরুতর আঘাত পেয়েছে কি না।

আঃ মালেক : কয়েকদিন আগে আমার ছোট ভাই কলেজ থেকে ফিরতে বেশ দেরি করছিল। আমরা তো ভেবেই অস্থির। প্রায় ঘণ্টা দুই দেরিতে সে যখন বাসায় ফিরল, আমরা তাকে দেরির কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তার উত্তর শুনে অত্যন্ত আনন্দিত

হলাম, কারণ, সে এক উত্তম কাজ করে বাড়ি ফিরেছিল। বাড়ি ফেরার পথে সে দেখে এক বুড়ো ভদ্রলোক বৃষ্টির পানিতে পা পিছলে পড়ে ভীষণভাবে ব্যথা পেয়েছেন। আমার ভাইটি তাকে জরুরী ওয়ার্ডে নিয়ে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করলো, ডাক্তার ভদ্রলোককে পরীক্ষা করে যখন বললেন, তেমন গুরুতর কিছু হয়নি, তখন আমার ভাই ভদ্রলোককে নিয়ে তার বাড়িতে পৌঁছে দেয়। তাই তার বাড়ি ফিরতে দেরি হয়েছিল।

সোহেল : এতক্ষণে তো আমরা সবাই মিলে আলোচনা করলাম আমরা ছোটরা কি কি ভাল কাজ করতে পারি? এখন বড়দের কি ধরনের ভাল কাজ করা দরকার জানতে ইচ্ছা হয়।

কালাম : থাম সোহেল। বড়দের কথা পরে হবে। আমাদের যা যা উত্তম কাজ করা দরকার, তা' কি আমরা বলে শেষ করেছি? সময় মতো সব কাজ করা, আর যে সময়ের যে কাজ সে সময় তা করার কথা কেউ তো বললে না।

সোহেল : সময়মতো সব কাজ করতে পারলে জীবনে সফলতা আসে। ভোর বেলায় যদি আমরা সময়মতো ফজরের নামায পড়ি, সমস্ত দিনের কাজ অন্তত এক ঘন্টা এগিয়ে থাকে। সাধারণত শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা কাজ জমিয়ে রাখি। ফলে তাড়াহুড়োতে শুধু কাজেরই ক্ষতি হয় না, অনেক প্রয়োজনীয় কাজ করতেও আমরা বেমালুম ভুলে যাই। আমি নিজেই দেখেছি, যেদিন ভোরে ঘুম না ভাঙার দরুন ফজরের নামায পড়তে দেরি হয়ে যায়, সেদিন সব কাজ বিলম্বিত হয়। কোন কোন দিন হয়ত নাস্তা না করেই স্কুলে চলে আসতে হয়।

শিক্ষক : তুমি বড়দের কি কি ভাল কাজ করা দরকার সে সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিলে। যে সমস্ত কাজ করা তোমাদের জন্য ভাল, বড়দের জন্যও সে সমস্ত কাজ করা ভাল। বয়সের জন্য ভাল কাজের সংজ্ঞা কি বদলে যাবে? তবে পিতামাতার ভূমিকাতে তাদের কিছু কিছু কাজ তোমাদের চেয়ে আলাদা ও দায়িত্বপূর্ণ ; যেমন পিতামাতা শিক্ষিত হলে তাদের উচিত ছেলেমেয়ে ঠিকমত পড়াশোনা করছে কিনা, তা দেখা। ভাল কাজ করে

ছেলেমেয়েদের সামনে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করাও মা-বাবার কর্তব্য। যা হোক, গুরুজনদের কথা চিন্তা না করে তোমরা ভাল কাজ করতে চেষ্টা কর। তাতে তোমরা প্রচুর আনন্দ পাবে। আচ্ছা, আর দু'চারটা ভাল কাজের উদাহরণ দিতে পারবে?

সেলিম : যে বুড়ো মাটি থেকে তার বোঝা মাথায় উঠাতে পারছে না, তাকে বোঝা তুলতে সাহায্য করা।

শামসুদ্দীন : স্যার, আমিও আর একটা ভাল কাজের উদাহরণ দেব। বৃষ্টিতে আমাদের স্কুল প্রাঙ্গণে মাঝে মাঝে গর্ত হয়ে গেছে। অবসর সময় অথবা স্কুলে যখন লম্বা ছুটি হয় তখন আমাদের ঐ গর্তগুলি বন্ধ করার কাজ হাতে নেওয়া উচিত। নতুবা গর্তের মধ্যে পড়ে আমাদেরই পা মচকে যেতে পারে।

শিক্ষক : স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে সবকিছু করাই উত্তম। তোমরা যদি তোমাদের এলাকার উন্নতির জন্য কোন প্রকল্প হাতে নিতে চাও তবে আমি সাহায্যের জন্য এ এলাকার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি—যাতে করে তাঁরা উপযোগী উপকরণ ও পরামর্শ তোমাদের সময়মতো সরবরাহ করতে পারেন।

আঃ মালেক : এখন তো দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণের অভিযান জোরেসোরে চলেছে। এ অভিযানে আমাদের সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া উচিত নয় কি?

শাহ্ নাওয়াজ : আমার তো মনে হয় এই অভিযানের আরও গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কারণ সাক্ষরতা উন্নতির একটি চাবিকাঠি। যে দেশে শিক্ষিতের হার যত বেশী সে দেশ তত উন্নত। ৪০ বৎসর আগেও আমাদের দেশে যে শিক্ষিতের হার ছিল এ অভিযান আরম্ভ হওয়ার পূর্বেও এর অনুপাত বাড়েনি। ফলাফলের জন্য এস. এস. সি. ও এইচ. এস. সি. পরীক্ষার্থীদের প্রায় ৬ মাস থেকে ৮ মাস বসে থাকতে হয়। এ সময় অনায়াসে তারা নিরক্ষরকে সাক্ষর করে তুলতে পারে। অবশ্য এ জন্য পরামর্শের মাধ্যমে আগে থেকে উপযুক্ত প্রকল্প তৈরি করতে হবে।

শিক্ষক : আশা করি আমাদের এ আলোচনা ফলপ্রসূ হবে, আর তোমরা সকলেই প্রত্যেক দিন কিছু না কিছু ভাল কাজ করবে।

শামসুদ্দীন : স্যার, আমার আর একটা ভাল কাজের কথা মনে হয়েছে।

শিক্ষক : আলোচনা খুব লম্বা হয়ে পড়ছে। যা বলবার তাড়াতাড়ি শেষ কর।

শামসুদ্দীন : গরম কাপড়ের অভাবে কত দরিদ্র লোক শীতকালে কষ্ট পায় অথচ আমাদের অনেক পশমী কাপড় বাক্সবন্দী থাকতে থাকতে নষ্ট হয়ে যায়। আমার মনে হয়, স্যার, এসব কাপড় উদ্ধার করে, ধুয়ে ও রোদে শুকিয়ে আমাদের এলাকার গরীব-দুঃখীকে বিলিয়ে দেওয়া উচিত।

শিক্ষক : তোমার এ প্রস্তাব অতি উত্তম। তোমরা এ ধরনের ভাল ভাল কাজের কথা চিন্তা করে বের করবে এবং এসব ভাল কাজ করার চেষ্টা করবে, কোনটা ব্যক্তিগতভাবে এবং কোনটা সম্মিলিত প্রচেষ্টায়।

অনুশীলনী

১. শিক্ষক প্রতিটি ছেলেমেয়েকে অন্তত একটি করে 'আমালুস্ সালিহাতের' উদাহরণ দিতে বলবেন। হয় শিক্ষক এক এক করে ব্ল্যাক বোর্ডে উদাহরণগুলি লিখবেন অথবা ছেলেরা এক এক করে বোর্ডের কাছে আসবে ও তার নিজের চিন্তা করা উদাহরণটি লিখবে।

২. প্রতিদিন কুরআনিক ক্লাস আরম্ভ হওয়ার আগে ছেলেমেয়েরা গত সপ্তাহে কি কি ভাল কাজ করেছে তার বর্ণনা দেবে; যথা কে রাস্তার উপর থেকে কাঁটা, পেরেক বা ভাঙ্গা কাঁচ সরিয়েছে, কে অন্ধকে রাস্তা পার হতে সাহায্য করেছে বা কে একজন বৃদ্ধ লোকের মাথায় বোঝা তুলে দিয়েছে; কে তার বাসায় রোগীকে সেবা-যত্ন করেছে অথবা কে পথিককে রাস্তা দেখিয়েছে বা তার আশেপাশের লোককে বা নিজের বাসার কাজের লোককে অক্ষর জ্ঞান লাভ করতে সহায়তা করেছে, কোন্ ছাত্র/ছাত্রী বাসায় ফিরে তার বইখাতা ঠিকভাবে গুছিয়ে রেখেছে ও মা-বাবাকে তাদের কাজে সাহায্য করেছে ইত্যাদি।

আল্লাহ্ কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না সে জাতি তার নিজের অবস্থার পরিবর্তন করে

সোহেল : প্রায়ই রেডিও টেলিভিশনে প্রচার করা হয় যে "আল্লাহ্ কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না সে জাতি তার নিজের অবস্থার পরিবর্তন করে। স্যার, আমরা কিভাবে নিজের অবস্থার পরিবর্তন করতে পারি ?

শিক্ষক : প্রথমে তোমাদের নৈতিক চরিত্রকে গড়ে তুলতে হবে। তোমাদের সকলকে নিয়ে জাতি। যাদের নিয়ে জাতি গঠিত তারাই যদি সুচরিত্রের অধিকারী না হয় তবে জাতি বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী হবে কি করে ?

চৌধুরী : স্যার, সুচরিত্র বলতে আপনি কি বোঝাতে চাচ্ছেন ?

শিক্ষক : সোহেল, তুমি কি বলতে পারবে ?

সোহেল : আমার মনে হয়, যারা সুচরিত্রবান, তারা সময় মত কাজ করে, দীর্ঘসূত্রিতা করে না, প্রতিজ্ঞা বা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পালন করে, ছেলেমেয়ে ও ছাত্র হিসেবে তাদের যা কর্তব্য তা পালন করে, মিথ্যা বা বানানো কথা বলে অপরকে বিভ্রান্ত করে না, প্রতিবেশীকে সাহায্য করে। মা-বাবা, গুরুজন ও শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। পরস্পরের সাথে লেনদেনের ব্যাপারে সততা বজায় রাখে। কারও সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে না।

আঃ কালাম : ভালোভাবে পড়াশোনা করাটাও কি জাতির উন্নতিতে সহায়তা করে ?

শিক্ষক : যে যত শিক্ষিত তার জ্ঞান তত বেশী। জাতি গঠনে ভালো শিক্ষক, ভালো প্রকৌশলী, ভালো বিজ্ঞানী, ভালো ডাক্তার, ভালো প্রশাসক, ভালো কৌশলী, ভালো লেখক ও ভালো কবির ভূমিকা অপরিহার্য। প্রকৌশলী যদি প্রকৃত জ্ঞান অর্জন না

করে পাস করে তবে তার পরিদর্শনে ভালো ইমারত, ভালো সেতু কি করে তৈরি হবে। ভালো লেখক ও কবি না থাকলে বহিবিশ্বে আমাদের অস্তিত্বকে তুলে ধরবে কে! ভালো জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী না থাকলে আমাদের স্থানীয় সমস্যার উপর গবেষণা করবে কে? শিক্ষক ভালো না হলে ভালো ছাত্র গড়ে উঠবে কিভাবে?

শামসুদ্দীন : এই পাঠ্যমালার শুরুতে আপনি আমাদের এক সূরার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিলেন যে, আমাদের প্রিয় রসূল (সঃ)-এর উপর সর্বপ্রথম যে সূরা অবতীর্ণ হয়েছিল তার প্রথম আয়াতেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে পড়তে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

শিক্ষক : এই সূরার নাম, 'আলাক'। তোমার মনে আছে জেনে আনন্দিত হলাম। জ্ঞান বাড়াবার জন্য প্রিয় নবী (সঃ) প্রয়োজনের তাগিদে আমাদের চীনদেশেও যেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সে কালে আরবদেশ থেকে চীনদেশে যাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক ও কষ্টসাধ্য ছিল ; কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি আমাদের এই দূর-দেশে যাত্রা করতে বলেছিলেন।

আঃ সোবহান : আমরা ছাত্র, বয়স কম, আমরা কিভাবে সরাসরি দেশের উন্নতির কাজে লাগতে পারি?

কালাম : যাদের বয়স কম তারা তাদের সাধ্যমত কাজ হাতে নেবে। আমরা স্কুলের প্রাঙ্গণটিকে একটা সবজি, ফুল ও ফলের বাগানে পরিণত করতে পারি।

আঃ সোবহান : কি কি ফল ও সবজি আমরা লাগাতে পারি?

শিক্ষক : সেটা নির্ভর করবে ঋতুর উপরে। শীতকালীন সবজি যেমন— টমেটো, কপি, গাজর, শালগম, মটরশুটি, মুগ, মুসুর, সিম ইত্যাদি সেপ্টেম্বর মাসে লাগাতে পার। পেঁপে ও কলা লাগাবে ফেব্রুয়ারীর শেষদিকে ; পানি যেখানে না জমে এমন উঁচু জায়গাতে পেঁপে লাগাবে। গ্রীষ্মে যেসব শাকসবজি পাওয়া যায় তা মার্চ ও এপ্রিলে বুনলে ভাল হয়।

কায়েসুদ্দীন : কি কি সবজি এ সময় লাগানো যায়?

কালাম : পটল, ঝিঙে, মৌসুমী বেগুন, করলা, কাংকোল ইত্যাদি।

আঃ সোবহান : যে স্কুলে মাঠ নেই তারা কি করবে ?

শিক্ষক : তারা লতান গাছ জন্মিয়ে এগুলিকে ছাদের উপরে উঠিয়ে দেবে। যেমন লাউ, চালকুমড়া, মিষ্টি কুমড়া, কাকরোল, করলা। তা ছাড়া টবে চারা লাগালে অল্প হলেও কিছু কিছু সবজি পেতে পার। যেমন কাচা মরিচ, বেগুন, কাগজী লেবু, টমেটো। যাদের বাড়িতে উঠান আছে তারাও কমবেশী এসবের চাষ করতে পারে।

সোহেল : স্যার, আমরা সেদিন সাভারে গণস্বাস্থ্যকেন্দ্রে বেড়াতে গিয়েছিলাম। কম্পাউণ্ডের ভিতরে যে স্কুলটি আছে তা দেখে চমৎকৃত হলাম। সুন্দর শাকসবজির ক্ষেত, হাঁসমুরগীর খামার। যিনি আমাদের এসব জিনিস দেখাচ্ছিলেন তাঁর মন্তব্য আমাদের বিস্মিত করল। তিনি বললেন, তাঁর ছাত্ররা এত শাকসবজি উৎপাদন করে যে, তাদের নিজেদের চাহিদা মিটানোর পরও কিছু অংশ বাজারে বিক্রি করার মত বাঁচে।

কালাম : স্যার, এটা তো বুঝলাম। কিন্তু আমরা আমাদের স্কুলে বা বাড়িতে এসব উৎপাদন করলে দেশের উন্নতি কিভাবে হবে ?

শিক্ষক : আমাদের দেশে ৫০ হাজারের উপরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অধিকাংশ স্কুলে কিছু না কিছু খালি জায়গা পড়ে থাকে। এসব জমি ফেলে না রেখে আমরা সেখানে অনেক কিছু লাগাতে পারি। জমি প্রচুর থাকলে সেখানে শীতকালে গম ও আলুও বপন করা যায়। উৎপাদন যদি বৃদ্ধি পায় তবে খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ অনেক কমে যাবে। ফলমূল ও শাকসবজির দাম তখন সাধারণ লোকের ক্রয়ক্ষমতার সীমায় এসে পৌঁছবে। ফলমূল খেলে সকলের স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। তা'ছাড়া খাদ্য আমদানিতে যে অর্থ ব্যয় হয় সে অর্থ তখন অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহৃত হতে পারবে। বর্তমান বাজেটের মোটা একটা অংশ খাদ্য আমদানি করতে ফুরিয়ে যায়।

শামসুদ্দীন : আমরা আর কিভাবে জাতির উন্নতি সাধন করতে পারি ?

কালাম : আমাকে বলতে দিন, স্যার। আমাদের স্কুলের পুকুরটা প্রায় মজে গেছে। শীতকালীন ছুটির সময় আমরা সকলে মিলে

পুকুরটা খুড়ে এতে নতুন পানি ভরতে পারি। উপযুক্ত সময় সেখানে মাছের পোনা ছাড়লে কিছুদিনের মধ্যে সেখানে প্রচুর মাছ পাওয়া যাবে। পুকুরের চতুর্দিকে ফলের গাছ লাগালে ফলও পাওয়া যাবে আর মাছগুলিও গ্রীষ্মকালে প্রখর রোদের তাপ থেকে রক্ষা পাবে।

শাহ নাওয়াজ : দেশের উন্নতির জন্য কি কি করা দরকার সে সম্বন্ধে আমার কিছু কিছু ধারণা হয়েছে। অবসর সময়ে আমরা স্কুলে অনেক কিছু শিখতে পারি ; যেমন—কাঠ দিয়ে টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি তৈরি করা, বেত দিয়ে ঝুড়ি তৈরি করা। মেয়েরা শীতকালে উল দিয়ে পশমী কাপড় বুনতে পারে।

শিক্ষক : কালাম, তুমি ঠিকই বলেছ। এসব ছোটখাট অথচ অতি দরকারী জিনিস বানাতে শিখলে তোমরা আর পরমুখাপেক্ষী থাকবে না। এ ছাড়া স্কুল কর্তৃপক্ষ তোমাদের তৈরি জিনিস বিক্রির জন্য প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত করতে পারেন। তোমরা শুনলে অবাক হবে যে থাইল্যাণ্ডের লোকেরা মাটিতে পোতা কচুরিপানার বোটাকে দু'ভাগে লম্বালম্বি চিরে নিয়ে রোদে শুকায় এবং এই শুকানো ফিতে দিয়ে তারা ঝুড়ি, ব্যাগ, দোলনা বানিয়ে বাজারে বিক্রি করে।

শামসুদ্দীন : স্যার, বড় আশ্চর্য কথা বললেন। আমরা তো কচুরিপানাকে এতদিন দুশমন ভেবেছিলাম ; থাইল্যাণ্ডবাসীর বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়। তাঁরা বুদ্ধির জোরে শত্রুকে কাজে লাগিয়েছেন ; আর অন্যদিকে কচুরিপানামুক্ত চাষের জমিগুলিতে শস্যের ফলন বাড়াচ্ছেন।

২য় শিক্ষক : সোহেল, তুমি তো অনেকক্ষণ চুপ করে আছ। আর কিভাবে আমরা দেশের উপকারে আসতে পারি ?

সোহেল : আমরা দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে বাঁচাতে পারি। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা পাশের জন্য আমাদের কমপক্ষে একজনকে সাক্ষর করে তুলতে হয় ; কিন্তু এর পূর্বেও তো আমরা এ গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দিতে পারি। প্রত্যেকের

ঘরে ছোট হোক, বয়স্ক হোক, কেউ না কেউ অশিক্ষিত। অনেকের বাসায় যেসব কাজের লোক থাকে, তাদের প্রায় সবাই নিরক্ষর। যদি সারাদিনে আমরা আধঘন্টা থেকে এক-ঘণ্টা ওদেরকে পড়াই, তবে তারা বছর না ঘুরতেই সাক্ষরতা লাভ করবে।

শিক্ষক : তোমাদের স্কুলে বা বাড়িতে যেসব যন্ত্রপাতি, কল, যানবাহন আছে সেগুলিকে যত্ন করা ও রক্ষণাবেক্ষণ করাও এক রক-মের দেশের উন্নতির জন্য কাজ করা। তোমাদের স্কুলে যদি টিউবওয়েল থাকে সেটা মাঝে মাঝে পরিষ্কার করে ওর কল-কব্জাগুলিতে যদি তেলের ফোঁটা দাও তবে টিউবওয়েলের আয়ু বেড়ে যাবে। সাইকেলের সম্বন্ধে ওই একই কথা বলা চলে। মেয়েরা সেলাইয়ের কলের যত্ন নিবে। আমরা অনেক সময় এটাও খেয়াল করিনা যে তালার ছিদ্রে নিয়মিত তেলের ফোঁটা দিলে তালা নষ্ট হয় না। যত্নের অভাবে যখন তালায় মরচে ধরে, তখন আমরা অধৈর্য হয়ে প্রাণপণে চাবি ঘুরাতে চেষ্টা করি। এতে চাবিটা ভাঙ্গে আর অনেক সময় তালাটাও নষ্ট হয়ে যায়। টর্চ লাইট যখন ব্যবহার করবে না তখন তার সেলগুলি বের করে নিলে তোমার টর্চ লাইট আর সেলের দু'টারই আয়ু বাড়বে। রেডিও সেটের সেলগুলি মাঝে মাঝে বের করে পরীক্ষা করবে। অনেক সময় সেল থেকে এসিড বেরিয়ে রেডিও সেটকে নষ্ট করে দেয়।

কালাম : স্যার, আমরা যখন লেখাপড়া শেষ করে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করব তখন দেশ (তার উন্নতির জন্য) আমাদের কাছে কি প্রত্যাশা করবে ?

শিক্ষক : তোমরা যে পেশাই বেছে নাও না কেন তা যদি নিষ্ঠা ও সত-তার সঙ্গে পালন কর তবে দেশের জন্য তা মঙ্গলদায়ক হবে। বর্তমানে কলকারখানায় যে পরিমাণ উৎপাদন হওয়া উচিত তার অর্ধেকও হচ্ছে না। যেখানে শ্রমিকদের ৮ ঘণ্টা কাজ করা উচিত সেখানে তারা সম্পূর্ণ মন লাগিয়ে কাজ করছে না। উৎপাদন কম হওয়াতে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে।

জনসাধারণ ও শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিচ্ছে। যারা এসব কাজে লিপ্ত তারা একবারও গভীরভাবে চিন্তা করে দেখে না যে, দেশের কলকারখানার মালিক যখন এ দেশের লোক ও সরকার, তখন তাদেরকে পরিশ্রম ও সততার সাথে কলকারখানার উৎপাদন বাড়াতে হবে। উৎপাদন বাড়লে টাকার মূল্য বাড়বে, জনসাধারণ খেয়ে পরে বাঁচবে।

কায়েসুদ্দীন : স্যার, এই আলোচনায় আমরা অনেক কিছু শিখলাম। স্যার, আপনাকে কথা দিলাম যে, কাল থেকেই আমরা প্রকল্প তৈরি করতে শুরু করব যে, কিভাবে আমাদের কর্মকাণ্ড দেশের ও জাতির কাজে লাগে। দেখবেন, শীঘ্রই আমাদের কাজ এই এলাকার অধিবাসীদের প্রশংসা অর্জন করবে। আপনারাও খুশী হবেন। আমরাও এতে আনন্দ পাবো প্রচুর।

অনুশীলনী

১. তোমাদের স্কুলের প্রাঙ্গণটির আয়তন নির্ণয় কর এবং শিক্ষকের সাহায্যে সিদ্ধান্ত নাও যে, এর কোন্ অংশে তোমরা ফলের গাছ, কোন্ অংশে ফুলের গাছ আর কোন্ অংশে সবজির চাষ করবে; আর কোন্ অংশে 'গ্রীষ্মে ছায়া দেয়' এমন গাছ লাগাবে?

২. তোমাদের স্কুলের জমি কোন্ কোন্ ফল জন্মানোর জন্য উপযোগী তা আলোচনার মাধ্যমে ঠিক কর এবং উপযুক্ত মৌসুমে সেসব ফলের চারা রোপণ কর। চারা গাছ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে? গরু-ছাগলের হাত থেকে বাঁচবার জন্য বেড়া দেওয়া ছাড়া অল্প খরচে আর কিছু করা কি সম্ভব?

৩. শীত ও গ্রীষ্মের মৌসুমে কি কি সবজি লাগানো যায় তার তালিকা তৈরি কর এবং সময়মত এসব সবজির বীজ বা চারা লাগাও। এসব সবজি লাগানোর জন্য জমি কিভাবে তৈরি করবে? প্রয়োজনবোধে শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের ৪ থেকে ৬ দলে ভাগ করে এক এক দলের উপর স্কুল প্রাঙ্গণের বিভিন্ন অংশে গাছ লাগাবার ভার অর্পণ করবেন এবং যে দল এ ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণিত হবে তাকে পুরস্কৃত করবেন।

৪. তোমাদের স্কুলের প্রাঙ্গণে কি পুকুর আছে ? পুকুরটিতে প্রচুর পরিমাণ মাছ জন্মাবার জন্য তোমরা কি কি পদক্ষেপ নেবে ? পুকুরের তলা থেকে বছরের কোন সময় মাটি কাটা সবচেয়ে ভাল ?

[স্কুলপ্রাঙ্গণে পুকুর থাকলে শিক্ষক পুকুর পরিষ্কারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন, মাছের পোনা ছাড়ার ও পুকুরের চারপাশে গাছের চারা লাগাবার বন্দোবস্ত করবেন।]

৫. থাইল্যান্ডবাসীরা কি কি উপায়ে কচুরিপানা কাজে লাগাচ্ছে ? তোমাদের আশেপাশের স্থান থেকে মাটিতে পোতা শিকড়সহ কিছু কিছু কচুরিপানা সংগ্রহ কর। এসব গাছের পাতা ও শিকড় বাদ দিয়ে শুধু বোটাটা হাতে নাও ও লম্বালম্বিভাবে চিরে ফেল। চিরে ফেলার পর এগুলোকে রোদে শুকাও এবং ফিতার মত যখন শুকনো হবে তখন সে ফিতা দিয়ে তোমরা ঝুড়ি তৈরি কর।

৬. তোমাদের স্কুলে কি টিউবওয়েল আছে ? এই টিউবওয়েল যাতে অকেজো না হয়ে যায় তার জন্য কি কি পদক্ষেপ নেবে ? তোমার কাছে যদি সাইকেল বা অন্যান্য যানবাহন থাকে তবে তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কি কি করবে ? তালাগুলিতে যাতে মরিচা না পড়ে তার জন্য কি করবে ?

৭. তোমাদের স্কুলের আঙ্গিনাতে হাঁস-মুরগীর খামার করা কি সম্ভব ?

[শিক্ষক এ বিষয়ে স্থানীয় অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন।]

৮. তোমাদের এলাকায় যদি কোন উন্নয়নমূলক কাজ (নিরক্ষরতা দূরীকরণ, রাস্তা মেরামত) আরম্ভ হয় তবে সে প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নে কি তোমাদের ভূমিকা আছে ?

[তোমাদের মধ্যে যারা বড়, তারা শিক্ষকদের সাথে পরামর্শ করে যদি সম্ভব হয় এসব কাজে অংশগ্রহণ করবে। ভালোভাবে লেখাপড়া শেখা তোমাদের প্রধান কর্তব্য, লেখাপড়ার ক্ষতি না করে যতদূর সম্ভব তোমরা এসব কাজে নামবে।]

অসির সাহায্যে নয়, ন্যায়বিচারের বলেই ইসলাম ধর্মের বিস্তার লাভ ঘটেছিল

সোহেল : স্যার, ইসলাম ধর্ম কি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবদ্দশায় আরব দেশের বাইরে ছড়িয়ে পড়েছিল ?

১ম শিক্ষক : হ্যাঁ, সোহেল। আরবদেশে ইসলাম ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তিনি বিভিন্ন দেশে ইসলামের শাশ্বত বাণী ছড়িয়ে দেবার জন্য চারদিকে দূত পাঠালেন। সিরিয়া তখন রোমানদের অধীনে ছিল। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রেরিত দূত হারিস বিন-উমর রোমানদের নিযুক্ত শাসকদের হাতে প্রাণ হারালেন। এই মর্মান্তিক ঘটনা হযরত মুহম্মদ (সঃ)-কে সিরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য করল। তোমরা শুনলে আশ্চর্য হবে, মাত্র তিন হাজার মুসলমান সৈন্য রোমানদের একলক্ষ সৈন্যের সম্মুখীন হল। মুসলমানদের পর পর তিনজন সেনাপতি শহীদ হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা মনোবল না হারিয়ে খালিদ বিন-ওয়ালিদ নামে এক বীরের নেতৃত্বে জিহাদ চালিয়ে গেলেন। খালিদের বীরত্বে রোমান সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়। খালিদ অবশেষে সৈন্যদের নিরাপদ স্থানে (মদীনায়) নিয়ে আসেন।

শামসুদ্দীন : তা হ'লে স্যার, আপনি বলতে চাচ্ছেন রোমানদের সৈন্য এত বেশী হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের পরাস্ত করতে পারলো না। এ যুদ্ধের কোন খাস নাম আছে নাকি স্যার ?

১ম শিক্ষক : হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ। এই অসীম সাহসিকতা ও চমৎকার রণকৌশলের জন্য খালিদকে 'আল্লাহ্‌র তরবারী' উপাধিতে ভূষিত করেন স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সঃ)। এ যুদ্ধকে 'মূতার যুদ্ধ' বলে। এর পরে পরপর তিনটি যুদ্ধ হয় সিরিয়াতে এবং তিনটি যুদ্ধেরই নেতৃত্ব দেন সেনাপতি খালিদ এবং প্রত্যেকবারই শত্রু সৈন্যের তুলনায় অনেক কম সৈন্য নিয়ে তিনি রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন। শেষ যুদ্ধের নাম ইয়ারমুকের যুদ্ধ। এই

যুদ্ধে আবূ উবায়দা নামে এক শক্তিশালী বীর খালিদের সঙ্গে যোগ দেন। এই দুই বীরের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় লক্ষ লক্ষ রোমান সৈন্য পরাজয় বরণ করে। মুসলমানদের বিজয়ের পিছনে এক মুসলমান রমণীর বিরাট অবদান ছিল। ইয়ারমুকের যুদ্ধে যতবার মুসলমান সৈন্যরা নিরুৎসাহ হয়ে পিছু হটেছিল, ততবারই বীর রমণী খাওলা আর তাঁর সহকারিণীরা তাঁদের উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে রণক্ষেত্রে ফেরত পাঠাচ্ছিলেন। বীরাঙ্গনা খাওলা ও তাঁর সঙ্গিনীরা যুদ্ধক্ষেত্রে না থাকলে হয়ত ইয়ারমুকের যুদ্ধের ফলাফল অন্যরকম হতো।

কালাম : মিসরে কখন ইসলাম বিস্তার লাভ করে ?

২য় শিক্ষক : সে সময় মিসরও রোমানদের অধীনে ছিল ; আমর বিন-আস্ সহজেই মিসরে ইসলামের বিজয়-পতাকা উড়াতে সমর্থ হন। এই ঘটনা ঘটে হযরত উমর (রা:)-এর সময় ৬৪০ খৃষ্টাব্দে। প্রথমে আমর বিন-আস্ মাত্র চার হাজার সৈন্য নিয়ে মিসরের পথে আলেকজান্দ্রিয়া যাত্রা করেন। আমরের সাহায্যের জন্য পরে আরও ষোল হাজার সৈন্য তাঁর কাছে পাঠানো হয়। তাঁর নিপুণ রণ-কৌশলের কাছে শত্রুপক্ষের পঞ্চাশ হাজার সৈন্য ও সমস্ত নৌ-বাহিনী পরাজয় স্বীকার করে। আমর বিন-আস্ পরবর্তীকালে (হযরত উসমানের সময়) ত্রিপলী পর্যন্ত আরবের আধিপত্য বিস্তার করেন।

মহিউদ্দীন : হযরত মাবিয়া যে বংশের পত্তন করেন তার নাম কি, আর সেই বংশের রাজত্বকালে মুসলিম সাম্রাজ্য কতদূর বিস্তার লাভ করেছিল ?

৩য় শিক্ষক : এই বংশ 'উমাইয়া' বংশ বলে পরিচিত। প্রায় ৯০ বছর অর্থাৎ ৬৬১ খৃস্টাব্দ থেকে ৭৫০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত এই বংশের বিভিন্ন খলীফা পৃথিবীর বিভিন্ন রাজ্য দখল করেন। ৭১১ সালে বিখ্যাত যোদ্ধা তারিক-বিন-যিয়াদের সেনাপতিত্বে মুসলমানেরা স্পেন জয় করেন। সাত বছর পর তাঁরা পিরেনিজ পর্বত পার হয়ে ফ্রান্সে প্রবেশ করে বিজয়ী হন।

ওয়ালিদ বাদশাহ্‌র রাজত্বকালে (৭০৫-৭১৫ খৃ:) মুসলিম

রাজ্য একদিকে চীন দেশের তুর্কিস্তান আর অন্যদিকে (৭১৩ খৃস্টাব্দের মধ্যে) অর্ধেক পাঞ্জাবসহ সিন্ধু পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে অর্থাৎ রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর জীবনের শেষভাগ হতে ১০০ বছরের কম সময়ের মধ্যে ইসলাম পৃথিবীর অর্ধেকের বেশী স্থানে ছড়িয়ে যায়।

কামাল : স্যার, মুসলমানেরা কিভাবে স্পেন দখল করে ?

১ম শিক্ষক : ১২,০০০ সৈন্য নিয়ে বিখ্যাত সেনাপতি তারিক ৭১১ খৃস্টাব্দে ভূমধ্যসাগরের পশ্চিমে অবস্থিত জিব্রাল্টার প্রণালী পার হয়ে আন্দালুসিয়ায় (স্পেন) উপস্থিত হলেন। তিনি যে পাহাড়ী অঞ্চলে অবতরণ করেন তাঁর নামানুসারে সে পাহাড়ের নামকরণ করা হয় 'জাবালুত্তারিক'। বর্তমান জিব্রাল্টার এই নামেরই অপভ্রংশ।

স্পেনরাজ রডারিক এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে তারিকের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। সপ্তাহখানেক যুদ্ধের পর রডারিক পরাজিত হন। কাউন্ট জুলিয়ানের বিশ্বাসঘাতকতা স্পেনীয়দের পরাজয় ত্বরান্বিত করে। এর পরে মুসলমান সৈন্যরা চারভাগে বিভক্ত হয়ে গ্রানাডা, কর্ডোভা, মালাগা প্রভৃতি স্থান দ্রুত দখল করে। এই সময় সেনাপতি মুসা এসে তারিকের সঙ্গে যোগ দেন। জিব্রাল্টার থেকে ফ্রান্সের প্রভান্স প্রদেশ পর্যন্ত শত শত মাইল বিস্তৃত ভূখণ্ড মুসলমানের বশ্যতা স্বীকার করে।

২য় শিক্ষক : ঐতিহাসিক অকলী লিখেছেন, 'আরবেরা আশি বছরে যত দেশ জয় করেছিলেন রোমানগণ আটশত বছরেও তা পারেন নি।'

শামসুদ্দীন : স্যার, মুসলমানদের এত বড় বিজয়ের কারণটা কি ?

৩য় শিক্ষক : মুসলমান সৈন্যরা ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁরা পরম সহিষ্ণু, নৈতিকতায় অত্যন্ত উন্নত ও নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। মৃত্যুবরণ করতে তাঁরা ভয় পেতেন না, কারণ তাঁরা জানতেন সত্য ও ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ করে প্রাণ দিলে শহীদের সম্মান পাওয়া যায় আর শহীদেরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সবচেয়ে প্রিয়। বিজিত দেশের একজন অমুসলমান মন্তব্য করেছিলেন, 'মুসলমান যোদ্ধাদের মনোবল আমাদের যোদ্ধাদের অপেক্ষা

বেশী। তাঁরা রাত্রে উপাসনা করে আর দিনের বেলায় উপবাস করে। তাঁরা মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ করে না, একে অপরকে ভাই বলে গণ্য করে। আমরা মদ খাই, উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করি ও দুর্বলদের নির্যাতন করি। তাঁরা এক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী হয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে। অপরপক্ষে আমাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে বাধ্য করা হয়।' এ অবস্থায় কোন পক্ষ জয়ী হবে তা সহজে অনুমেয়।

কালাম : অনেক সময় অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা অভিযোগ করেন যে, ইসলাম ধর্ম তরবারির সাহায্যে প্রচারিত হয়েছিল—এ অভিযোগ কতটা সত্য স্যার ?

৩য় শিক্ষক : এ অভিযোগ ভিত্তিহীন। আমাদের রসূল (সঃ) বিভিন্ন দেশে আমাদের মহান ধর্মের বাণীসহ দূত প্রেরণ করেছিলেন। যেসব দেশে মুসলিম দূতেরা অপমানিত বা লাঞ্ছিত হয়েছিলেন অথবা তাঁদের হত্যা করা হয়েছিল, কেবলমাত্র সেই দেশে বাধ্য হয়ে মুসলমান সৈন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। প্রত্যেক স্থানেই তুলনামূলকভাবে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা ছিল ১/৫ অংশ হতে ১/২ অংশ মাত্র। কিন্তু ঈমানের জোরে ও আল্লাহ্ তা'আলার সহায়তায় মুসলমানদের এই সময়ে কখনও স্থায়ী পরাজয় বরণ করতে হয়নি। শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক সময় তাঁরা যুদ্ধে বিজয়ী হন।

১ম শিক্ষক : বিজিত দেশের মুসলমান ও অমুসলমান সকলের প্রতি তাঁরা সদয় ও দয়ালু ছিলেন। পবিত্র কুরআন শরীফে দেশ শাসন সম্বন্ধে যেসব বিধান আছে তা তাঁরা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতেন। যথা 'শত্রুদের উপরও তোমরা ন্যায় বিচার করবে। যদি আত্মীয়-স্বজন দোষী সাব্যস্ত হয় তবে তাঁদেরও শাস্তি দিতে কুণ্ঠাবোধ করবে না।'

শামসুদ্দীন : এ যদি সত্য হয় তবে মুসলমান শাসকগণ অমুসলমান প্রজাদের নিকট থেকে জিযিয়া কর কেন আদায় করতেন ?

২য় শিক্ষক : মুসলমানদের যুদ্ধে যোগদান করা বাধ্যতামূলক ছিল। যেসব অমুসলমান যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে অস্বীকৃতি জানাতেন শুধু তাঁদের জন্য জিযিয়া কর বাধ্যতামূলক ছিল। এই করের সাহায্যে

যেসব টাকা উঠত তাই নিয়ে সব অমুসলমানের জানমালের হিফাজতের উত্তম ও উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হতো। মুসলমানেরা যখনই দেশ জয় করেছেন তাঁরা সেখানে আইনের শাসন প্রবর্তন করতে চেষ্টা করেছিলেন। চাষীদের জমি থেকে বঞ্চিত করা হতো না। প্রত্যেকের নিজের ধর্ম পালন করার স্বাধীনতা ছিল। মুসলমানদের সুশাসন য়াহুদী ও খৃষ্টানদের এমন মুগ্ধ করেছিল যে সিরিয়ার 'হেমস্' নগরীতে যখন মুসলমানরা ফিরে আসেন তখন নগরের অমুসলমান অধিবাসীরা গান গেয়ে গেয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা জানায়। তাঁরা বিজয়ীদের জানায় যে, নিজেদের ধর্মাবলম্বী শাসকের অপেক্ষা মুসলমানদের ন্যায়-নীতির শাসন তাদের বেশী পছন্দ।

কামাল : স্পেনের শহরগুলির উন্নতি সাধনের জন্য মুসলমান শাসকগণ আর কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন?

২য় শিক্ষক : দ্বিতীয় হাকাম কর্ডোভাতে ২৭টি অবৈতনিক বিদ্যালয় খুলেন। এসব স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে বই দেওয়া হতো। তাঁর প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারে ৪ লক্ষের অধিক হাতে লেখা বই শোভা পেতো। তাঁর লোকেরা দূর দূর দেশ হতে বই খুঁজে নিয়ে আসতেন। দেশের প্রায় প্রত্যেকেই লিখতে পড়তে পারত। স্পেনে মেয়েরাও নানা বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে ছাত্ররা জ্ঞানার্জনের জন্য গ্রানাডা ও কর্ডোভায় এসে ভীড় করতেন।

শামসুদ্দীন : স্পেনে কি এখনও মুসলমান সভ্যতার কিছু নিদর্শন আছে?

৩য় শিক্ষক : কর্ডোভার বড় মসজিদ দুনিয়ার একটি শ্রেষ্ঠ ইমারত। খলীফা আবদুর রহমান ও তাঁর ছেলে হিশামের সময় অর্থাৎ ১৩০০ বছর আগে এটা নির্মিত হয়। এই মসজিদটিতে ৩৩১৩টি স্তম্ভ ছিল। রাতে এখানে ২৭০০টি বাতি জ্বলত। এই মসজিদের সৌন্দর্য বর্ণনা করে শেষ করা যায় না। এর অনেকাংশ এখনও বর্তমান। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই মসজিদটিকে মুসলমানদের পরাজয়ের পরপরই গীর্জায় পরিণত করা হয়। মেহরাবের উপস্থিতি—এটা যে মসজিদ ছিল তার স্বাক্ষর বহন করে।

স্পেনের 'জহরা' প্রাসাদ জগদ্বিখ্যাত। প্রাসাদের দরজার সংখ্যা ছিল পনর হাজার। দালানের ছাদ ও প্রাচীর মর্মর পাথর ও স্বর্ণনির্মিত ছিল। প্রাসাদের মাঝখানে হ্রদের উপর প্রতি-ফলিত সূর্যকিরণ সমস্ত প্রাসাদের কামরাগুলিকে বিদ্যুতের মতো উদ্ভাসিত করতো।

সালাহ্উদ্দীন : ক্রুসেডের যুদ্ধে কি ঘটেছিল স্যার?

১ম শিক্ষক : এগার শত শতাব্দীর শেষভাগে (১০৯৮ খৃস্টাব্দে) মুসলমান ও খৃস্টানদের মধ্যে এই যুদ্ধ শুরু হয়। প্রায় সমস্ত ইউরোপের খৃস্টানরা একত্রিত হয়ে তাঁদের পবিত্র নগর জেরুজালেমকে উদ্ধার করতে চাইলেন। এতো খৃস্টান এতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন যে, কোন কোন ঐতিহাসিক এই সংখ্যাকে আকাশের তারার সঙ্গে তুলনা করেন। দলে এতো ভারী হয়েও তাঁরা মুসলমানদের নিকট থেকে এন্টিয়াক শহর দখল করতে অসমর্থ হন। পরে ফিরোজ নামক একজন নবদীক্ষিত মুসলমানের চক্রান্তে এই প্রাচীরবেষ্টিত শহরের পতন হয়। সে পুনরায় খৃস্টান হয়ে গোপনে ক্রুসেডারদের নগরে প্রবেশ করতে সাহায্য করল। লক্ষ লক্ষ জনসাধারণ ক্রুসেডারদের হাতে প্রাণ হারাল।

২য় শিক্ষক : এবার আমাকে বলতে দিন। এরপরে মারবাতুন্নোমান শহর ক্রুসেডারদের দখলে আসে। এখানে এক লক্ষ নগরবাসী তাদের হাতে নিহত হয়। এরপরে সহজেই জেরুজালেম তাদের কর-তলগত হল। যে মুসলমানেরা প্রাণে বাঁচল তাঁদের দাস হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। তখনকার প্রথা অনুযায়ী এসব মুসল-মানদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাস্তায় বিক্রি করা হল।

৩য় শিক্ষক : বাকীটা আমি বলছি। মুসলমানেরা এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। শেষ পর্যন্ত ১১৮৭ খৃস্টাব্দে মুসলমানেরা সুলতান সালাহ্উদ্দীনের নেতৃত্বে জেরুজালেম পুন-রুদ্ধার করেন। তিনি নগর আক্রমণ করে খৃস্টানদের বলেন, 'তোমাদের মত আমিও জেরুজালেমকে আল্লাহ্‌র ঘর বলে জানি। তোমরা আমাকে বাধা না দিলে তোমাদের আমি প্রচুর অর্থ ও ভূসম্পত্তি দান করব।' খৃস্টানেরা রাজী না হওয়াতে সালাহ্-উদ্দীনকে বাধ্য হয়ে যুদ্ধে নামতে হয়। বিজয়ের পরে তিনি

খৃস্টানদের মুক্তি দেন। মাতৃহীন শিশু ও স্বামীহারা স্ত্রীলোক-দের তিনি যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করেন।

খৃস্টানেরা হযরত উমরের বিখ্যাত মসজিদকে গীর্জায় পরিণত করেছিল। খলীফা নুরুদ্দীনের নির্মিত একটি মিম্বর স্থানান্তরিত করে মুসলমানেরা মসজিদটিকে পুনরায় চালু করেন।

সোহেল : ক্রুসেড যুদ্ধের অবসান কিভাবে হয়?

১ম শিক্ষক : জেরুজালেমের পতনে সমস্ত খৃস্টান জগত অস্থির হয়ে উঠল। ইংলণ্ডের রাজা রিচার্ডের নেতৃত্বে সমস্ত ইউরোপ একত্রিত হয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। খৃস্টান সৈন্যরা 'একার' নামক নগর অবরোধ করল। যুদ্ধের দ্বিতীয় বছরে মুসলমানেরা আত্ম-সমর্পণ করতে বাধ্য হল। মুসলমান বিজয়ীরা সবসময় জয়-লাভের পর শত্রুদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন করেছিলেন কিন্তু সিংহপ্রাণ রিচার্ডের নিকট থেকে বিজিত মুসলমানেরা সে আচ-রণ পেল না। সন্ধির শর্ত পালনে একটু বিলম্ব হওয়াতে রিচার্ড তিন হাজার মুসলমান সৈন্যের শিরশ্ছেদ করলেন। জেরু-জালেম দখলের জন্য যুদ্ধ অনেক দিন চলল কিন্তু শেষ পর্যন্ত খৃস্টানেরা জেরুজালেম দখল করতে ব্যর্থ হল। ১১৯২ খৃস্টাব্দে রিচার্ডের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় ক্রুসেডের অব-সান ঘটে।

কালাম : স্যার, সম্রাট সালাহউদ্দীনের সাম্রাজ্যের আয়তন কত ছিল?

২য় শিক্ষক : ত্রিপলী থেকে তাইগ্রীস নদী আর ভারত মহাসাগর থেকে আর্মে-নীয় পর্বত পর্যন্ত এক বিশাল ভূখণ্ডের তিনি বাদশাহ্ ছিলেন। তার চেয়ে বড় কথা তাঁর মহানুভবতা ও চরিত্রগুণ। তিনি নিজের লোকদের কাছেই শুধু নয়, ইউরোপীয়দের কাছেও আদ-রণীয় ও সমাদৃত ছিলেন। তিনি এত দান করতেন যে মৃত্যুর পরে তাঁর তহবিলে মাত্র একটি স্বর্ণমুদ্রা ও ছত্রিশটি রৌপ্য দির-হাম অবশিষ্ট ছিল। তাঁর এই বিরাট চরিত্রের পিছনে ছিল কুরআন শরীফের প্রতি তার অনুরাগ ও কুরআন শরীফের বিধান অনুযায়ী পথচলার অদম্য ও একান্ত ইচ্ছা। কথিত আছে যে, তিনি ঘোড়ার পিঠে বসা অবস্থাতেও কুরআন শরীফ পড়তেন।

সোহেল : স্যার, এতক্ষণে বুঝলাম যে ইসলাম ধর্ম বিস্তারের প্রথম দিকে মুসলমানেরা সংখ্যায় এত কম হয়েও শুধু শত্রুদেরই পরাজিত করতেন না, তাদের হৃদয়ও জয় করতেন। এর মূলে ছিল আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁদের অগাধ বিশ্বাস, জয় করা রাজ্যগুলিতে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করা, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। আল্লাহ্‌র বাণী প্রচারের জন্য তাঁরা বিভিন্ন দিকে দূত পাঠিয়েছিলেন, কারণ তাঁরা অন্তরে বিশ্বাস করতেন যে, কেবল-মাত্র ইসলাম ধর্মই পাপে নিমজ্জিত পৃথিবীকে সত্যের সন্ধান দিতে সক্ষম। মুসলমান হয়ে জন্মগ্রহণ করে আমরা পবিত্র কর্মের মাধ্যমে আমরা আমাদের হৃত গৌরবকে ফিরিয়ে আনবোই আনবো।

দ্রষ্টব্য : এই অধ্যায় ও পরের অধ্যায়ের অনেক তথ্য কাজী আকরম হোসেন কর্তৃক লিখিত 'ইসলামের ইতিকথা' (চতুর্থ সংস্করণ), ইতিকথা বুক ডিপো, কলকাতা থেকে নেওয়া।

মুসলমানদের বিজ্ঞান চর্চা

সোহেল : স্যার, এর আগের দিন আপনি আমাদের বলেছিলেন যে ইসলাম ধর্ম কিভাবে পৃথিবীর চারদিকে ছড়িয়ে গেল, বিশেষ করে ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে। বিজ্ঞান, দর্শন ও চিকিৎসাশাস্ত্রেও কি সে যুগের মুসলমান কোন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন ?

১ম শিক্ষক : হ্যাঁ, সোহেল। ৯০০ থেকে ১৪০০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, দর্শন, কারিগরি শিক্ষা, অস্ত্রোপচার, গৃহনির্মাণ-বিদ্যা ইত্যাদিতে বিভিন্ন মুসলিম বিজ্ঞানী প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। খলীফা হারুন-অর-রশিদ বাগদাদে যে শিক্ষা প্রতি-ষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করেন তা খলীফা মামুনের সময় আরও প্রসার লাভ করে। খলীফা নিজে গবেষণার কাজে নিয়োজিত থাকতেন।

২য় শিক্ষক : গণিতশাস্ত্রে আরব বিজ্ঞানীদের অবদান অনন্যসাধারণ। বীজ-গণিত ও ত্রিকোণমিতির আবিষ্কারক তাঁরা। এই দুই অতি গুরুত্বপূর্ণ শাখার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গণিতশাস্ত্র কেবলমাত্র সমৃদ্ধই হয়নি, এই নতুন জ্ঞানভাণ্ডারের সাহায্যে বিজ্ঞানীদের গবেষণা করার ক্ষমতা অনেক গুণ বেড়ে যায়।

৩য় শিক্ষক : আরব বিজ্ঞানীরা যে বর্তমান বিজ্ঞানের জন্মদাতা সে সম্পর্কে কেউ সন্দেহ পোষণ করেন না অর্থাৎ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মুসলমানেরা যে অবদান রেখেছিলেন তারই উপর ভিত্তি করে আজকের বিজ্ঞানের সৃষ্টি।

কালাম : স্যার, রসায়ন বিজ্ঞানে তাঁরা প্রধানত কি কি আবিষ্কার করে-ছিলেন ?

২য় শিক্ষক : নাইট্রিক ও সালফিউরিক এ্যাসিড, এ্যালকোহল, ক্ষারক, এন্টি-মনি, বিসমাথ। যৌগিক পারদ আবিষ্কৃত হয় এই সময়।

১ম শিক্ষক : চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার শাস্ত্রে যথাক্রমে ইবনে-সীনা ও আবুল কাশেমের অবদান এই দুই শাস্ত্রকে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পর্যায়ে উন্নীত করতে সহায়তা করে। তাঁদের লেখা বই ১৭০০ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে পড়ানো হতো। ইউরোপের প্রথম মেডিক্যাল কলেজ ইতালীর অন্তর্গত স্যালার্নোতে স্থাপিত হয়। এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা আরবগণ।

মহিউদ্দীন : স্যার, শুনেছি ইউরোপের প্রথম মানমন্দির মুসলমানেরা স্থাপন করেন।

১ম শিক্ষক : হ্যাঁ, গণিত ও রসায়নবিদ মুর বিজ্ঞানী আবু মুসা জাবিরের তত্ত্বাবধানে স্পেন দেশের সেভিল নগরে এই মানমন্দিরটি ১১৯৬ খৃস্টাব্দে নির্মিত হয়। স্পেন দেশের মুসলমানদেরকে মুর বলা হত। আবু মুসা জাবিরের নামানুসারে বীজগণিতকে ইংরেজীতে 'আলজেবরা' বলা হয়।

শামসুদ্দীন : স্যার, মুরদের জ্যোতিষশাস্ত্রে নিশ্চয় এত জ্ঞান ছিল যে তাঁরা মানমন্দিরটিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে পারতেন।

৩য় শিক্ষক : তাতে কোন সন্দেহ নেই। দিক নির্ণয়ের জন্য তাঁরা কম্পাস আবিষ্কার করেছিলেন। নানা প্রকার ঘড়ির আবিষ্কর্তাও তাঁরা। ঘড়ির উৎকর্ষতা সাধনের জন্য তাঁরা পেণ্ডুলাম আবিষ্কার করেন। নক্ষত্র ও তারকামণ্ডলীর অবস্থান ও গতি পরিবর্তন নির্ণয়ের জন্য যেসব জ্ঞানের প্রয়োজন তা তাঁরা অর্জন করেছিলেন এবং মানমন্দিরে বসে গবেষণার সাহায্যে তাঁরা শুধু নক্ষত্রসমূহের তালিকাই প্রস্তুত করেন নি, তাদের মানচিত্রও তাঁরা তৈরি করেছিলেন। পৃথিবীর আকার ও বছরের সঠিক দৈর্ঘ্য তাঁদের দ্বারা নির্ণীত হয়েছিল।

সোহেল : অন্যান্য বিজ্ঞান বিষয়গুলিতেও কি তাঁরা অগ্রগত ছিলেন ?

২য় শিক্ষক : হ্যাঁ, সোহেল, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান শিক্ষা ও অনুশীলনের জন্য তাঁরা কর্ডোভা, কায়রো, ফেজ ও বাগদাদে উন্নতমানের বাগান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এসব বাগানে অধ্যাপকগণ বক্তৃতা প্রদান করতেন। প্রাণিবিজ্ঞান, জিওলজি ও ভূতত্ত্বের ক্ষেত্রে তাঁরা বিশেষ

পারদর্শিতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

খালিদ : স্যার, আরও দু'চারজন বিজ্ঞানীর নাম করুন, যাঁদের কাছে আধুনিক বিজ্ঞান ঋণী।

২য় শিক্ষক : তোমাদেরকে তিনজন বিজ্ঞানীর কথা বলব। তাঁদের মধ্যে একজনের নাম ইবনে আল-হাইশাম। তাঁকে আলোক বিজ্ঞানের জনক বললে অত্যুক্তি হয় না। আলোর বিভিন্ন গুণাগুণ সম্পর্কে পরীক্ষামূলক গবেষণা করে তিনি বহু মূল্যবান তথ্য প্রকাশ করেন। আধুনিক আলোক-বিজ্ঞানে সেসব তথ্য এখনও ব্যবহৃত হয়। তোমাদের অন্য দুই স্যার আল্‌বেরুনী ও উমর খাইয়াম সম্বন্ধে বলবেন।

১ম শিক্ষক : আল্‌বেরুনীকে সাধারণ লোক ইতিহাস রচয়িতা বলেই জানে। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি অমূল্য অবদান রেখে গেছেন। আজকের পদার্থবিজ্ঞানীরা (যে গোষ্ঠীর মধ্যে বিশ্ববরেণ্য অধ্যাপক আবদুস্ সালামও আছেন) প্রমাণ করতে যাচ্ছেন যে, আপাতদৃষ্টিতে সম্পর্কবিহীন যেসব বিভিন্ন শক্তি প্রকৃতিতে কাজ করছে, যেমন—বিদ্যুৎ, চৌম্বকাকর্ষণ, দুর্বল ও সবল পারমাণবিক শক্তি, তারা সকলেই একই শক্তির বিভিন্ন রূপ। মুসলমান বিজ্ঞানীরা শক্তির এই অভিন্নতা নিয়ে ঠিক এভাবে চিন্তা না করলেও সুলতান মাহমুদের আমলের বিজ্ঞানী আল-বেরুনী এই মর্মে এক তথ্য প্রকাশ করেন যে, পৃথিবীতে যে নিয়মে ছায়া পড়ে, চাঁদে কোন বস্তুর ছায়াও ঐ একই নিয়মে গঠিত হয়। আল্‌বেরুনী আরও ঘোষণা করেন যে, প্রকৃতির রাজ্যে পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলি সর্বত্র অভিন্নভাবে কাজ করে। পাঁচশ' বছর পরে গ্যালিলিও স্বতন্ত্রভাবে একই সত্য প্রকাশ করেন।*

২য় শিক্ষক : মনে হয় আমাকে উমর খইয়াম সম্বন্ধে বলতে হবে। তিনি একজন অত্যন্ত খ্যাতিসম্পন্ন কবি নামে জগতে পরিচিত। সাহিত্যে উৎসাহী পৃথিবীর প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর রুবাইয়াতের কথা জানেন। তাঁর প্রতিভা শুধু কবিতা রচনাতেই সীমাবদ্ধ

* অধ্যাপক ডাঃ শমসের আলী এই অনুচ্ছেদটি লিখেছেন।

ছিল না ; তিনি অত্যন্ত উঁচু ধরনের গণিত ও জ্যোতির্শাস্ত্রবিদ ছিলেন। ত্রৈমাত্রিক সমীকরণের সমাধান করেন তিনি। বীজ-গণিতের সমস্যা সমাধানে জ্যামিতির ব্যবহারে তিনি পারদর্শী ছিলেন।

আমিন : স্যার, আমরা তো শুনেছিলাম যে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গ্রীকদের অবদানও বিরাট। আপনার এ সম্বন্ধে কি অভিমত ?

১ম শিক্ষক : তুমি যা' শুনেছ তা ঠিক। মুসলমানদের আগে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য গ্রীকরা খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বিজ্ঞানের জন্ম-লগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত যে সময়, মোটামুটি তাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় : প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের সূত্রপাত হয় গ্রীসদেশে। গ্রীকদের লুপ্ত জ্ঞানরাজিকে উদ্ধার করে আরবেরা। গবেষণার প্রথম পর্যায়ে আরব মনীষীরা বিভিন্ন ভাষায় লিখিত বিজ্ঞান গ্রন্থগুলির অনুবাদ করেন। এই-সব মূল্যবান তথ্যগুলির সাহায্য নিয়ে তাঁরা বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা ও সমীক্ষা শুরু করেন। গ্রীকরা বড় দার্শ-নিক ছিলেন। বিজ্ঞানের বহু সূত্র তারা বর্ণনা করেন কিন্তু অধি-কাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা পরীক্ষা দ্বারা সূত্রগুলিকে প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেন নি। অপরপক্ষে আরবেরা বিজ্ঞানকে কাজে লাগাবার জন্য গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করে সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতেন। এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা মানুষের কাজে লাগে এ ধরনের বহু জিনিস তাঁরা আবিষ্কার করেন। আধুনিক বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয় এভাবেই ; ইউরোপীয় বিজ্ঞানীরা আজ একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, আরবেরা আধু-নিক বিজ্ঞানের অগ্রদূত।

শামসুদ্দীন : আরবদের এ অসাধারণ কৃতিত্বের মূলে কি দায়ী ছিল ?

২য় শিক্ষক : অন্য ভাষায় লিখিত বিজ্ঞান ও দর্শনের পুস্তকগুলির অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা এগুলি বিভিন্ন শহরে বড় বড় গ্রন্থাগার ও বই-য়ের দোকানে সরবরাহ করতেন। এসব দোকান থেকে অসংখ্য হাতে-লেখা বই বিক্রি হতো। সে সময় ছাপাখানা ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাগদাদের কোন কোন লাইব্রেরীতে

দু'লাখ থেকে ছ'লাখ বই সংগৃহীত ছিল। কোন কোন বিশ্ব-বিদ্যালয় যেমন—মিসরের জামে-আজহার আবৈতনিক ছিল। লাইব্রেরী ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য বিশেষ করে খলীফা মামুনের সময়ে নানারকমের সমিতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইখওয়ানুস-সাফা বা শুদ্ধি সমিতি এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সমিতি দ্বারা পঞ্চাশটি মূল্য-বান বই প্রকাশিত হয়েছিল এবং কোনটাতেই লেখকের নাম প্রকাশ করা হয়নি।

সে যুগের মুসলমানেরা পবিত্র কুরআন ও হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর বাণী অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে অত্যন্ত সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর বাণীর মর্যাদা রক্ষার জন্য খলীফারা—বিশেষ করে আব্বাসীয় খলীফাগণ জ্ঞান লাভ ও জ্ঞান বিস্তারের জন্য প্রভূত আয়োজন করতেন। এর ফলে প্রায় পাঁচ ছয় শ' বছর আরবজাতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশ্বজগতে শীর্ষস্থান অধি-কার করেছিলেন।

৩য় শিক্ষক : তোমরা এখন বল দেখি শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের অবনতির কারণ কি?

খালিদ : কুরআন শরীফে যে অমূল্য উপদেশ দেওয়া হয়েছে "পড়, আল্লাহর নামে পড়" সে উপদেশের মর্যাদা আমরা দেই না। জ্ঞানার্জনের জন্য আমাদের উদ্দেশ্যে আমাদের প্রিয় রসূল (সঃ) যা' উচ্চারণ করেছেন তা-ও আমরা পালন করি না। এমন কি সাধারণ পরীক্ষা পাস করার জন্য যতটা পড়াশোনা করা দরকার সেটুকু কষ্ট স্বীকার করতেও আমরা প্রস্তুত নই। নকল করে পাস করাটাই যেন আমাদের দেশে এখন স্বাভাবিক এবং সেজন্য মূল পুস্তক বাদ দিয়ে আমরা অনেক ভুল তথ্য পরিবেশিত নোট বুকের সাহায্য নেই।

১ম শিক্ষক : তুমি ঠিকই বলেছ, পড়াশুনার অভ্যাস থেকে ক্রমশ আমরা দূরে সরে যাচ্ছি। লাইব্রেরীতে আজ পাঠকের অভাব। গবেষণাগারে রীতিমত গবেষণা হয় না। কোন প্রকারে কাজ চালিয়ে নেওয়ার মত গবেষণা করলে সে গবেষণা ফলপ্রসূ হয় না। আমাদের

মনের মধ্যে এমন কাজ করার স্পৃহা জাগাতে হবে।

২য় শিক্ষক : আমাদের মধ্যে প্রতিভা কিন্তু বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি। মুসলমানদের কিছু কিছু বিজ্ঞানী বিদেশের গবেষণাগারে কাজ করে শুধু যশই অর্জন করেন নি, তাঁদের অমূল্য অবদানের জন্য তারা আজ বিশ্ববরেণ্য। এঁদের মধ্যে অধ্যাপক আবদুস সালামের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বিজ্ঞান জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানযোগ্য নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। ডঃ ফজলুর রহমান খান পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকৌশলী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

কালাম : স্যার, মুসলমানদের গৌরবময় ইতিহাস জেনে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। এই মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করেছেন এ জন্য আমরা আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। এতদিনে জানলাম আমাদের ঐতিহ্য অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী এবং এজন্য মুসলমান হিসেবে জন্মগ্রহণ করতে পেরে আমরা গর্ব অনুভব করছি ও নিজেকে ধন্য ও সৌভাগ্যবান মনে করছি। স্যার, কথা দিলাম আমরা লেখাপড়া ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় গভীরভাবে মনোনিবেশ করব। আল্লাহ্‌র অসীম কৃপায় জ্ঞানার্জনের জন্য আমাদের পরিশ্রম বৃথা যাবে না। আন্তরিক উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে আশা করি আমরা আমাদের হৃত গৌরব ফিরিয়ে নিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করব।

অনুশীলনী

১. 'তরবারির সাহায্যে ইসলাম প্রচার হয়েছে'—এ অভিযোগটি যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তার পক্ষে যুক্তি দেখাও।

২. হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর তিরোধানের ৮০ বছরের মধ্যে ইসলাম ধর্ম পৃথিবীর কোথায় কোথায় ছড়িয়ে পড়েছিল তা একটা মানচিত্রের সাহায্যে দেখাও।

৩. 'মুতা' ও 'ইয়ারমুক' যুদ্ধের বিবরণ দাও। খালিদ বিন-ওয়ালিদকে কেন 'আল্লাহ্ তা'আলার তরবারি' এই উপাধিতে ভূষিত করা হয়?

কে তাকে এই উপাধিতে ভূষিত করেন? 'ইয়ারমুক' যুদ্ধে ঘটেছে এমন একটি ঘটনার বর্ণনা দাও, যেখানে মুসলিম যোদ্ধাদের মহানুভবতার জাজ্বল্যমান প্রমাণ প্রকাশ পায়।

৪. মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা শত্রুদের তুলনায় এক-চতুর্থাংশ বা তার কম হওয়া সত্ত্বেও ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রথম যুগে তাঁরা কেন প্রায় প্রত্যেক যুদ্ধে বিজয়ী হন?

৫. পৃথিবীর কোন্ কোন্ রাজ্যে মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ৯০ ভাগের বেশী, ৫০ ভাগের বেশী, ২০ ভাগের বেশী?

আভাস : সউদী আরব, মিসর, লিবিয়া, সুদান, মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশে ৯০ ভাগের বেশী। বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া ও ইরানে ৭০ ভাগের বেশী। পশ্চিম আফ্রিকা, এ্যাঙ্গোলা, তানজানিয়ায় ও আফ্রিকার আরও অনেক দেশে মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ৫০ ভাগের বেশী।

৬. বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্র মুসলমানেরা কেন পূর্বের সে খ্যাতি ও সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়নি? আমাদের হারানো সুনাম পুনরুদ্ধার করার জন্য আমাদের ও আমাদের নেতাদের কি করা দরকার?

৭. কয়েকজন মুসলমান বিজ্ঞানীর নাম বল, যাঁরা অষ্টম ও দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন।

৮. 'এ সব বিজ্ঞানীর অবদানের উপর আজকের বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছে' —এ উক্তির ব্যাখ্যা কর।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ

আলিম : 'পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ'—এ কথা গুরুত্বপূর্ণ স্থানে লেখা দেখি অথচ কচিৎ কোন জায়গাকে আমরা পরিষ্কার দেখি।

সোহেল : তুমি ঠিকই বলেছ। সেদিন আমি রমনা ভবনের তিনতলায় এক দর্জির দোকানে গিয়েছিলাম। সিঁড়ির সাথে যে দেয়াল-তা' দেখলে মনে হয় না যে, আমরা পরিষ্কার থাকার নীতিতে বিশ্বাস করি। সমস্ত দেয়ালের গা' ভরে পানের পিক। স্টেডিয়ামে বা গ্রীন সুপার মার্কেটে যাও, ঐ একই অবস্থা।

কালাম : তুমি কি বলতে চাও দেয়ালগুলি সব সময় অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় পড়ে থাকে, মাঝে মাঝে এগুলি পরিষ্কার করার বন্দোবস্ত করা হয় না?

সোহেল : আমি টেইলার মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, তাঁরা কিভাবে এত নোংরা পরিবেশ সহ্য করেন। তিনি আমার কথা গায়ে মাখলেন না। বললেন, ভাই, এটা তো পৌরসভার কাজ, তারা পরিষ্কার না করলে আমরা কি করতে পারি? উত্তরে বললাম, 'কেন, আপনারা যদি প্রত্যেকে মাসিক দশ টাকা করে চাঁদা দেন, তবে সে টাকা দিয়ে সিঁড়ি ও বারান্দাগুলিকে বেশ পরিষ্কার রাখা যায়।'

আলিম : দোকানদার কি কোন উত্তর দিয়েছিলেন?

সোহেল : না, তিনি নীরব ছিলেন। বোধ হয় ভাবছিলেন, অনর্থক মাসে মাসে কেন দশ টাকা খরচ করবেন। একবারও চিন্তা করলেন না যে, এ নোংরা পরিবেশ মারাত্মক জীবাণুর আড্ডাখানা। তিনি বা তার কর্মচারী রোগে আক্রান্ত হলে কত দশ টাকা তাঁদের পকেট থেকে বেরিয়ে যাবে তার খেয়াল তিনি করলেন না।

কালাম : এতো গেলো কিছু ব্যক্তি বিশেষের কর্তব্যজ্ঞানহীনতার কথা।

কিন্তু আমরা কি আমাদের অফিস, স্কুল, কলেজ, আদালত, খেলার মাঠ ও পার্ক পরিষ্কার রাখি ?

শামসুদ্দীন : তুমি যথাযথ বলেছ। ময়লা ফেলার ঝুড়ি থাকলেও আমরা যেখানে-সেখানে সিগারেটের টুকরা ফেলি, পানের পিক বা কফ ফেলতে দ্বিধা করি না। বাস ও ট্রেন আমাদের কারণে অল্পক্ষণের মধ্যে সিগারেটের খালি বাক্স, বাদাম ও কলের খোসাতে ভরে যায়। টয়লেট ব্যবহারের সময় একবারও ভাবি না যে, আমার পরও লোকে এ টয়লেট ব্যবহার করবে। টয়লেটকে ব্যবহারের অনুপযুক্ত করে আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে আসি, অথচ নিজে যখন টয়লেটকে অপরিষ্কার দেখি তখন আমাদের মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। পূর্ববর্তী ব্যবহারকারীদের মনের সুখে গালি দিই।

খালিদ : ফেরিঘাটগুলি যে কি নোংরা হয়ে থাকে তা বলে শেষ করা যায় না। সেবার শ্রীমঙ্গল পার হয়ে সিলেট যাওয়ার পথে এক ফেরিঘাটের যা অবস্থা দেখি তাতে আমরা অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়ি। চারদিকে ময়লা, আবর্জনা, মলমূত্র ও নোংরামির ছড়াছড়ি। দেখে মনে হয়েছিল যে, এ জায়গা কেউ কোনদিন পরিষ্কার করে না। আমার আব্বা অনুসন্ধান করে জানলেন যে, সত্যি সেই ঘাটে ময়লা পরিষ্কার করার জন্য কোন লোক রাখা হয় না।

মহিউদ্দীন : কেন, ঐ নদী কি বিনা পয়সায় পার হওয়া যায় ?

খালিদ : না, ঐ নদী পার হতে আমাদের টিকেট কিনতে হয়েছিল।

মহিউদ্দীন : তাই যদি সত্যি হয়, তবে যানবাহন ও যাত্রীদের কাছে টিকেট বিক্রির পয়সার একাংশ দিয়ে কেন ঘাটের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা হয় না ?

শামসুদ্দীন : আমার তো মনে হয়, ফেরিঘাটগুলিতে যা টাকা উঠে, তার এক দশমাংশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে ও ফুল-ফলের গাছ এবং ছায়াতরু লাগাতে খরচ করলে স্থানগুলি ময়লামুক্ত ও সুন্দর হবে।

কালাম : তোমরা আর একটি জিনিস লক্ষ্য করেছ কিনা জানি না।

ঘরের কোণে বা ছাদের নীচে ঝুল থাকাটাই যেন স্বাভাবিক। পাখার ব্লেড ও বাতির শেড ধুলায় ভর্তি থাকে। গ্রন্থাগারে বইগুলি পরিষ্কার রাখা হয় না। এমন কি টেলিফোনের গায়ে ময়লা পুরু হয়ে জমে স্থায়ী স্তরে পরিণত হয়।

মহিউদ্দীন : আমরা অনেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকি না। আমাদের পরিধেয় বস্ত্র, বিশেষ করে ভিতরের গেঞ্জি এমন কি মাথার টুপিটি পর্যন্ত অপরিষ্কার থাকে। হাত ও পায়ের নখের ময়লা পরিষ্কার করি না। একবারও চিন্তা করি না যে, নখের ভিতরে জমা ময়লাতে কঠিন রোগের জীবাণু বাস করে। তাই খেতে বসার আগে আমরা হাত ভাল করে ধুই না।

খালিদ : আর একটি খারাপ অভ্যাসের কথা কি তোমরা চিন্তা করে দেখেছ ? যাঁরা দোতলা অথবা বহুতলা বাড়ির নীচের তলায় বাস করে তাঁদের দুর্ভোগের শেষ নেই। যাঁরা উপরে থাকেন তাঁরা বিনা দ্বিধায় নীচের বাড়ির আঙ্গিনায় ফলের খোসা, উচ্ছিষ্ট, আবর্জনা, ভাঙ্গা কাঁচের টুকরা ও অন্যান্য নোংরা জিনিস নিক্ষেপ করেন।

শামসুদ্দীন : আমাদের নীচের তলায় যিনি থাকেন তিনি বলছিলেন যে, একদিন তাঁর মাথার উপরে কোন এক ফ্ল্যাটের উপর থেকে ময়লা পানি পড়ে ও তাতে তাঁর সমস্ত কাপড়-চোপড় নষ্ট হয়ে যায়। এই ঘটনার প্রতি তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দোষ স্বীকার করা দূরে থাক্, তাঁর এই দুর্দশাতে কেউ দুঃখটুকু প্রকাশ করলেন না। স্বাধীনতার অর্থ যে, যা খুশী তা করা নয়, সে বোধশক্তি খুব কম ব্যক্তিরই আছে। তাই আমরা অপরের সুবিধা-অসুবিধার কথা চিন্তা না করে যা করতে মন চায় তাই করি। যখন অপরের কৃতকর্মের জন্য আমাদের ভুগতে হয়, তখনই স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে আমরা সচেতন হই।

খালিদ : আমার মনে হয় অপরিষ্কারের অর্থ কি-তা' আমরা ভুলতে বসেছি। সেদিন এক অফিসে গিয়েছিলাম। বেশ বড় এক হল কামরার মধ্যে জনা বিশেক কর্মচারীর টেবিল-চেয়ার।

কামরার চারদিকে মেঝের উপর ছোট-বড় অনেক কাগজের টুকরা ছড়িয়ে পড়েছিল। উচ্ছিষ্ট সিগারেটের টুকরাগুলিও মেঝের উপর গড়াগড়ি দিচ্ছিল। মেঝেটা যে অত্যন্ত নোংরা সেদিকে কারও খেয়াল ছিল না।

মহিউদ্দীন : তা তো বটেই। ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গায় ময়লা ফেলার জন্য পাকা ডাস্টবিন রাখা আছে। অথচ যাঁরা সে ডাস্টবিন ব্যবহার করেন তাঁরা অর্ধেক আবর্জনা ডাস্টবিনের ভিতরে আর বাকী অর্ধেক বাইরে ফেলেন। এই অসতর্কতার জন্য মাছির উপদ্রব বেড়ে যায় ও মারাত্মক জীবাণুর বংশ বৃদ্ধি হয়। পেটের অসুখ, টাইফয়েড, উদরাময় রোগ ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্য এ কথা সত্য, ঢাকনা না থাকায় কুকুর, কাক ও মুরগী ডাস্টবিনের ভিতরে প্রবেশ করেও আবর্জনা ওলট-পালট করে। তাই এদের কারণেও ডাস্টবিনের বাইরে ময়লা ছড়িয়ে পড়ে।

শামসুদ্দীন : তুমি কি বলতে চাচ্ছ যে প্রত্যেক ডাস্টবিনের মাথার উপর একটি করে ঢাকনা থাকা দরকার ?

মহিউদ্দীন : নিশ্চয়ই ঢাকনা থাকা দরকার এবং পৌরসভা যখন ডাস্টবিন সরবরাহ করে, ঢাকনা সরবরাহ করাও তাদের কর্তব্য।*

আঃ কালাম : গ্রামদেশের কথা দূরে থাকুক — এই ঢাকা শহরের বুকে এমন অনেক পুকুর আছে, যেখানে একদিকে গোসল করা ও সাবান দিয়ে কাপড় কাঁচা হয় এবং অন্যদিকে সেই পানি দিয়ে খাবার বাসন ও গ্লাস ইত্যাদি ধোয়া হয়। অনেক গ্রামে যেখানে টিউবওয়েল নেই সেখানে পুকুরের পানিতে মানুষ গোসল করে আবার সেই পানি পানও করে।

মহিউদ্দীন : আচ্ছা খালিদ, তুমি কি শুনেছ যে অনেক সময় টিউবওয়েলের পানি ব্যবহার করেও গ্রামের লোকেরা কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েছে।

খালিদ : আমিও শুনেছি এ রকম হয়। অনেক সময় টিউবওয়েলে পানির লেভেল কমে যায়। তখন পাম্প করা সত্ত্বেও পানি পাওয়া যায় না। এ অবস্থাতে বাইরে থেকে পানি এনে

---

*বর্তমানে ঢাকনাযুক্ত ডাস্টবিন সরবরাহ করা হচ্ছে।

টিউবওয়েলের ভিতরে পানি ঢেলে একে ব্যবহারযোগ্য করা হয়। না জানার কারণে বিশুদ্ধ পানির বদলে আমরা আশে-পাশের ডোবা থেকে ময়লা পানি দিয়ে পানির উচ্চতা বাড়াই। ময়লা পানিতে যেসব জীবাণু থাকে তা টিউবওয়েলের ভিতরে গিয়ে অতি সত্বর বংশবৃদ্ধি করে এবং ব্যবহারকারীদের দুর্দশার কারণ হয়।

আঃ রহিম : এটা কি সত্যি যে উন্নত দেশগুলির রাস্তাঘাটগুলি আমাদের দেশের চেয়ে বেশী পরিষ্কার ও সেখানে বেশীর ভাগ লোক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে এবং যেখানে-সেখানে আবর্জনা ফেলে না?

মতিউর রহমান : শুধু তাই নয়। অনেক উন্নয়নশীল দেশের রাস্তাঘাটগুলি আমাদের দেশের চেয়ে অনেক বেশী পরিষ্কার। সিঙ্গাপুর ও কুয়ালালামপুরে কাউকে যদি রাস্তাঘাট বা পার্কে ময়লা ফেলতে দেখা যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ৫০০০ টাকা জরিমানা হয়। জরিমানা অবশ্য খুব কম ব্যক্তিকে দিতে হয়, কারণ কদাচিৎ কেউ সেখানে ময়লা ফেলে।

খালিদ : কিছুদিন আগে আমার এক আত্মীয় এই দুই দেশে সম্মেলনে যোগদান করতে গিয়েছিলেন। তাঁর থাকার জায়গা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে ছেলেদের হোস্টেলে করা হয়েছিল। গোসলখানার দেয়ালসহ হোস্টেলের কোন স্থানে কোন রকম আঁচড় বা মন্তব্য লেখা ছিল না।

শামসুদ্দীন : আর আমাদের দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দেয়ালগুলি দেখলে মনে হয় যে মতামত ব্যক্ত করার জন্য এর চেয়ে উত্তম জায়গা আর হয় না। দেয়ালের গায়ে যদি অল্প কিছু লেখা থাকত, তবে হয়ত বুঝতাম যে, এতে দলের বা ব্যক্তি বিশেষের উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে। যিনি লিখেন তিনি বা তাঁর দলের লোক ছাড়া অন্য কেউ এসব লেখা পড়ে বলে আমার মনে হয় না। অথচ এ অপরিচ্ছন্ন অভ্যাসের জন্য দেয়ালগুলিকে অত্যন্ত নোংরা দেখায়। আমার মনে হয় না যাঁরা এসব করেন তাঁরা আমাদের অনুরোধ শুনে এ কাজ বন্ধ করবেন।

আঃ কালাম : তোমার কথা সত্যি। তবে আমাদের ধৈর্য হারালে চলবে না। স্কুলের ছেলেরা যদি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে, তারা তাদের স্কুলের

দেয়ালে লিখবে না, তা'হলে তারা বড় হয়েও এই অপরিচ্ছন্ন কাজে লিপ্ত হবে না। আজকে আমরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে অনেক কিছু শিখলাম ; আসলে আমাদের খেয়ালই হয় না যে কত অপরিষ্কার অবস্থায় আমরা বাস করি। তাই যখন ফলের ও বাদামের খোসা, জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরা রাস্তায়, যানবাহনে, হাটে-ঘাটে, মাঠে বা অন্যান্য স্থানে আমরা নিক্ষেপ করি তখন আমাদের মনে দাগ কাটে না যে, এসব দায়িত্বহীন কাজ করা আমাদের কত অন্যায়।

সেদিন কমলাপুর স্টেশনে ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় বসে আছি। ট্রেন প্রায় ছাড়বে। এক ভদ্রলোক সিগারেট খাওয়া শেষ করে জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরাটি প্লাটফর্মের দিকে ছুড়ে মারলেন। টুকরাটি যেখানে পড়ল তারই কাছে চট দিয়ে মোড়া দু'তিন সারি ঝুড়ি সাজানো ছিল। ঝুড়িগুলির উপরে জ্বলন্ত সিগারেটটি পড়লে আর রক্ষা ছিল না। দারুণ অগ্নি-কাণ্ড হয়ে যেত। অগ্নিকাণ্ডকে আমরা সাধারণত দুষ্ট লোকের অপকর্ম বলে আখ্যায়িত করি ; কিন্তু অনেক সময় এসব দুর্ঘ-টনা আমাদের অপরিচ্ছন্ন স্বভাবের জন্য ঘটে থাকে।

কামালউদ্দীন : পরে কি ভদ্রলোকের পরিচয় পেয়েছিলে ?

আঃ কালাম : পরে জানলাম তিনি একজন উচ্চ শিক্ষিত। কোন এক অফিসে বড় চাকরি করেন। প্রতিবাদের সুরে অনেক কিছু বলতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু সাহস সঞ্চয় করে একটা কথাও বলতে পারলাম না।

শামসুদ্দীন : তুমি কি বলতে চাচ্ছ যে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পরিচ্ছন্নতার স্বভাব আপনা হতে বিকাশ লাভ করে না।

কামালউদ্দীন : একটি ভাল স্বভাবের বিকাশ লাভে শিক্ষা সহায়তা করে সত্য। কিন্তু চেষ্টা ও অনুশীলন ছাড়া কোন স্বভাবই কারও আয়ত্তা-ধীন হয় না। একটি উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবে। বিজয় দিবসের উৎসবে যোগদান করার জন্য আব্বার এক বন্ধু বঙ্গভবনে নিমন্ত্রিত ছিলেন। উৎসব শেষে অতিথিবৃন্দ চা পানের জন্য সুসজ্জিত টেবিলের চারদিকে একত্রিত হলেন।

প্রতিটি প্লেটে একটি করে কমলালেবু ছিল। চাচা বললেন যে, অতিথিবৃন্দের অনেকেই কমলালেবুর খোসা প্লেটে বা টেবিলের উপরে না রেখে লনের উপর ফেলছিলেন। নিমন্ত্রিত অতিথির সকলেই শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা কোন রকম চিন্তা না করেই সুন্দর লনটিকে লেবুর খোসা ছড়িয়ে অপরিষ্কার করলেন।

খালিদ : আমাদের ধর্মে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপর এমন জোর দেওয়া হয়েছে যে, অযু ছাড়া নামায গ্রহণযোগ্য হয় না অর্থাৎ পাঁচ-বার নামাযের পূর্বে পাঁচবার অযুর প্রয়োজন। অযুর নিয়মা-বলীও এমন শক্ত যে—মুখ, হাত ও পায়ের যে অংশটুকু ধোয়া প্রয়োজন সে অংশগুলির মধ্যে যদি একটি লোমও শুকনো থাকে তবে সে অযু শুদ্ধ হয় না। নাপাক থেকে পাক হওয়ার জন্য গোসলের প্রয়োজন। শরীরের কোন পশম শুকনো থাকলে গোসল শুদ্ধ হয় না।

শামসুদ্দীন : শুধু তাই নয়, যে পানি অযু ও গোসলের জন্য ব্যবহার করা হয় সে পানিতে কোন রকম গন্ধ ও রং থাকলে অযু ও গোসল কোনটাই ঠিক হয় না। আমার তো মনে হয় আমাদের ধর্মে নামাযের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্বাস্থ্যও যাতে ভাল থাকে তার উপর খেয়াল করা হয়েছে। হাত ও মুখ পরিষ্কার থাকলে অনেক রোগের আক্রমণ থেকে আমরা রক্ষা পাই।

কামাল : আমার মনে হয় তোমার ধারণা যুক্তিযুক্ত। যেমন দেখ, দাঁত পরিষ্কারের উপর এমন জোর দেওয়া হয়েছে যে, অযুর পূর্বে 'মিসওয়াক' করলে নামাযের সওয়াব ৭০ গুণ বেড়ে যায়। সওয়াবের কথা জানলে মুসল্লীরা আরও আগ্রহের সঙ্গে 'মিসওয়াক' করবে আর নিয়মিত এ অভ্যাস পালন করলে দাঁতের কোন রোগ হবে না। আধুনিক চিকিৎসাবিদরা বলেন যে, অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি দাঁতের অভ্যন্তরে বাস করা জীবাণুর মাধ্যমে সংক্রমিত হয়। নিয়মিত দাঁত মাজলে এ সব রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

কালাম : আর একটা খারাপ স্বভাবের উল্লেখ না করে পারছি না। বড় বড় স্টেশনে যেখানে ট্রেনগুলি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে তার

নীচে মলমূত্রের ছড়াছড়ি। ট্রেনের টয়লেটের দরজার গায়ে স্পষ্টাক্ষরে লিখা আছে যেন কোন যাত্রী ট্রেন স্টেশনে অবস্থানকালে এটা ব্যবহার না করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এসব নির্দেশ কেউ মানে না। ট্রেন থামাবস্থায় শিক্ষিত লোককেও টয়লেট ব্যবহার করতে দেখেছি। শুধু তাই নয়, মলমূত্র যথাস্থানে ত্যাগ না করে অনেকেই টয়লেটের মেঝের উপর বা প্যানের আশেপাশে করে। ফলে অল্পক্ষণের মধ্যে প্যানটি ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে উঠে।

খালিদ : তোমরা কি নতুন বিমান বন্দরে গিয়েছ? অল্প কয় বছর আগে বিমান বন্দরটিকে চালু করা হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই চেয়ারগুলি এত ময়লা ও তাদের এমনভাবে অঙ্গহানি করা হয়েছিল যে সে চেয়ারে বসতে ইচ্ছা করত না। এখন সেখানে শক্ত সিট বসানো হয়েছে। টয়লেটগুলিও প্রায় ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে উঠেছে। কমোডে আবর্জনা ফেলে এমন অবস্থা করা হয় যে, পানির শিকল টানলে কমোডে পানি ভর্তি হয়ে বাড়তি পানি মেঝেতে গড়িয়ে পড়ে।

কামাল : এটা তো একটা লজ্জার ব্যাপার। আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের দেশের যোগাযোগ স্থাপন করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এ বিমান বন্দরে অবতরণ ও আরোহণ করেন। এ সময়টিতে বিদেশীদের মনে আমাদের দেশ সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মে সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিমান বন্দরের পায়খানা ও লাউঞ্জ দেখে কোন বিদেশী যদি আমাদেরকে নোংরা বলে আখ্যায়িত করে তবে কি তাঁদেরকে খুব দোষ দেওয়া যাবে?

শামসুদ্দীন : নিশ্চয়ই নয়। তবে বিমান বন্দরে ঝাড়ুদাররা যাতে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে তার ব্যবস্থাও করা দরকার। শুনেছি ওখানে অনেক ঝাড়ুদারকে নিয়োগ করা হয়েছে; কিন্তু তারা তাদের কাজ ঠিকমত সম্পন্ন করে না। আমাদের স্বভাব বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে বিমান বন্দরের মেঝে, দেয়াল, টয়লেট যথাযথ পরিষ্কার রাখার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে। যাতে কোন দুষ্টলোক চেয়ার ও অন্যান্য আসবাবপত্রের

অঙ্গহানি করতে না পারে তার জন্য কর্তব্যরত পুলিশেরও কড়া নযর রাখা দরকার।

কামাল : যাঁরা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন তাঁদের জিনিসপত্রও গুছানো থাকে। পরিস্কার করতে গিয়ে তাঁরা তাঁদের জিনিস গুছিয়ে রাখেন।

মহিউদ্দীন : ঠিক বলেছ। অনেক আলোচনা হল। আমাদের স্বভাব বদলাতে হবে। তবে রাতারাতি এ স্বভাবের পরিবর্তন হবে না। এর জন্য আমাদের সর্বদা চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। চল, আমরা সকলে মিলে শিক্ষকদের সাথে আলোচনা করি যে, কিভাবে আগামীকাল থেকে আমরা পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার অভিযান শুরু করতে পারি।

সকলে : ঠিক আছে। তাই করবো আমরা।

অনুশীলনী

ঋ. শিক্ষক ছেলেমেয়েদের ছয় দলে ভাগ করে এক একটি দলের জন্য একজন দলপতি নির্বাচন করবেন। মুসলমান মনীষীদের নামানুসারে এসব দলের নামকরণ করা যেতে পারে, যেমন—ইবনে সীনা, আল-জাবের, ইবনে আল-হাইশাম, আল-বেরুনী, ওমর খাইয়াম, হারুন-অর রশীদ। দল ও দলপতির নামের নীচে ছেলেমেয়েদের নাম লিখে নোটিশবোর্ডে টাঙ্গিয়ে দেওয়া ; কোন্ দল সপ্তাহের কোন দিনে ক্লাস-রুমগুলি ও স্কুল প্রাঙ্গণ পরিস্কার করবে তারও নির্দেশ থাকবে সেই নোটিশে। শিক্ষকও একটি খাতাতে এই দলগুলির নাম ও দলগুলির নামের নীচে ছেলেমেয়েদের নাম লিখবেন। স্কুল পরিচ্ছন্নতার ভার সপ্তাহের কোন্ দিন কোন্ দলের উপর, এর উল্লেখ করে শিক্ষক সেই খাতায় মন্তব্য লিখবেন যাতে তিনি প্রতিমাসে, কোন্ দল সব-চেয়ে বেশী ভাল কাজ করছে, সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। বছরে কমপক্ষে দু'বার শ্রেষ্ঠ দলকে পুরস্কৃত করলে ছেলেমেয়েদের মধ্যে এ সম্পর্কে প্রচুর উৎসাহ সঞ্চারিত হবে। স্কুল কর্তৃপক্ষকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য যে সব উপকরণ দরকার তা ছেলেমেয়ে-দেরকে যোগাড় করে দিতে হবে।

২. শিক্ষার সঙ্গে কি আপনাআপনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার স্বভাব বিকাশ লাভ করে? যদি তা না হয় তবে এ স্বভাব যাতে তোমার চরিত্রের অংশে পরিণত হয় তার জন্য তুমি কি করবে?

৩. তোমার অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্নতার স্বভাব কিভাবে প্রতিবেশীর স্বাস্থ্যের ক্ষতি সাধন করতে পারে?

৪. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে জিনিসপত্র সাজিয়ে গুছিয়ে রাখার কি কোন সম্পর্ক আছে? যদি থাকে, তবে সে সম্পর্ক কি তা বুঝিয়ে বল।
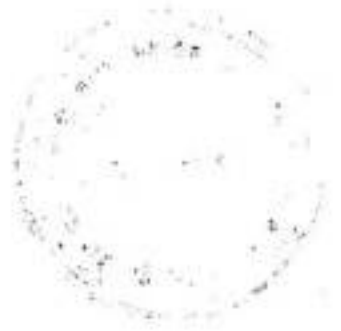
তোমরা ধৈর্য ধারণের প্রতিযোগিতা কর

সোহেল : স্যার, শুনেছি পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় আমাদের ধৈর্য ধারণ করতে বলা হয়েছে।

শিক্ষক : হ্যাঁ, সোহেল, আমি নিজে ১২টা সূরার ১৫ জায়গায় এর উল্লেখ দেখেছি। হয়তো এর চেয়ে বেশী স্থানে ধৈর্য সম্পর্কে বলা হয়েছে। সূরা আল্-ইমরানের ২০০নং আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আমরা যেন ধৈর্যের ব্যাপারে পরস্পরের সঙ্গে প্রতি-যোগিতা করি।

কামাল : তাই যদি হয় তবে আমরা কেন প্রতিক্ষেত্রে অসহিষ্ণুতা দেখাই?

মহিউদ্দীন : কই, আমার তো মনে হয় না যে আমাদের মধ্যে ধৈর্যের অভাব আছে।

কামাল : হয়তো তুমি নিজে ধৈর্যশীল কিন্তু আমি তো অধিকাংশ ব্যক্তিকে অধৈর্য দেখি। কোন দোকানে জিনিস কিনতে গিয়ে যদি কোন ব্যক্তি সেই দোকানে আরও অন্য লোকদের দেখে তবে কি সে চুপ করে তার 'টার্নের' জন্য অপেক্ষা করে, না বাকী ক্রেতাদের উপেক্ষা করে দোকানদারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর না পেলে বিরক্ত হয়ে সে কি অন্যত্র চলে যায়?

মহিউদ্দীন : সেটা কি অধৈর্যের পরিচয় হল নাকি! তা হ'লে দেখছি আমিও সেই দলে পড়ি।

আমিন : শুধু কি তাই! বাস, ট্রেনে বা স্টিমারে উঠবার সময়ে সকলে মিলে হুড়মুড় করে উঠি। লাইনে দাঁড়ানোর অভ্যাস ক্রমশ উঠে যাচ্ছে। অনেক সময় লাইন হওয়া সত্ত্বেও দু'একজনের লাইনে না দাঁড়াবার প্রবৃত্তির জন্য লাইন ভেঙ্গে হট্টগোল শুরু হয়ে যায়। বেশ কিছু দিন আগে একটা ঘটনা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। বাংলাদেশ বিমানের বাসে যাত্রীরা উঠছিল। তাঁদের

সংখ্যা ছিল প্রায় চল্লিশ ও বাসে সিটের সংখ্যা ছিল ষাটের কাছাকাছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও যাত্রীরা একে অপরকে ধাক্কা দিয়ে বাসে আরোহণ করেন। কিছু কিছু যাত্রীর এ ধরনের আচরণের জন্য বাচ্চা ও মহিলাদের বিশেষ অসুবিধা ও কষ্ট হলো। সেদিন ট্রেনেও দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় ঐ একই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করলাম।

শামসুদ্দীন : তুমি ঠিকই লক্ষ্য করেছ। বিয়ে বাড়ি, কোন হোটেলে বা কোন অনুষ্ঠানে খাওয়ার সময় নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে ঐ একই আচরণ লক্ষ্য করেছি। যথেষ্ট পরিমাণ খাবার থাকা সত্ত্বেও সকলে একই সঙ্গে টেবিলের দিকে দ্রুত যাওয়ার ফলে খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। অথচ একটু ধৈর্য ধরলে সকলে ভালভাবে একই সঙ্গে খেতে পারে।

শিক্ষক : আমি সবচেয়ে বিরক্ত হই যখন তোমাদের একজনকে প্রশ্ন করলে তোমরা সকলে একই সঙ্গে উত্তর দিতে চেষ্টা কর। তার উপর তোমরা ভাল করে প্রশ্ন না শুনে উত্তর দিতে চাও। ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে যে, "আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের দু'টি কান ও একটি মুখ দিয়েছেন ; কাজেই কথার চেয়ে আমাদের শুনতে হবে দ্বিগুণ।"

আঃ কালাম : স্যার, মাফ করবেন। বড়দের মধ্যে তো একই স্বভাব দেখি। কোন সভা-সমিতিতে একে অপরের কথা শুনতে চায় না ; যে যার নিজের কথা বলে যায়।

শিক্ষক : সে তো স্বাভাবিক। ছোটবেলায় যদি ধৈর্য ধরে শুনতে বা বলতে না শিখো তবে চিরদিন এই বদঅভ্যাসের দাস হয়ে থাকবে। তোমাদের আর একদিন বলেছিলাম। প্রতিনিয়ত চেষ্টা ছাড়া কোন ব্যক্তিই ভাল স্বভাবের অধিকারী হতে পারে না। জার্মানীতে শিশুদের মধ্যে যাতে এ স্বভাব বিকাশ লাভ করে তার জন্য নিয়মিত অনুশীলনের ব্যবস্থা করা হয়। একটি কামরায় শিশুরা বসার পর শিক্ষক একজনকে কিছু বলার জন্য আহ্বান করেন। বক্তার বক্তব্য যেমনই হোক না কেন, বাকী শিশুদের তা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হয়। মাঝখানে

কথা বললেই শাস্তি। ইউরোপের কোন কোন স্কুলে যেসব শিশু অনবরত কথা বলে, তাদের মুখ আঠালো ফিতা দিয়ে বন্ধ করা হয়। ঐ কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য শিশুরা তখন অপ্রয়োজনীয় কথা বলা বন্ধ করে।

শামসুদ্দীন : ঢাকা শহরে রাস্তার মোড়ে যানবাহন নিয়ন্ত্রণের জন্য লাল, হলদে ও সবুজ বাতি কাজ করে। লালবাতি জ্বলার সময়ে যানবাহনকে থামতে হয়। কিন্তু পুলিশ না থাকলে এ নিয়ম ভঙ্গ করে অনেক যানবাহন গতি না থামিয়ে অবলীলাক্রমে চলে যায়। এর ফলে অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটে, কিন্তু সেদিকে কয়জনই বা মনোযোগ দেয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজে বা তার প্রিয়জনের কেউ দুর্ঘটনার শিকার হয়।

শিক্ষক : তোমাদের চোখে পড়েছে কিনা জানি না। এই ধৈর্য না থাকার ফলে আমরা বড়দের যথেষ্ট মর্যাদা দিই না অনেক সময়। যখন একটি রিকশা একজন বৃদ্ধ ও অপর একজন যুবকের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে তখন কোন রকম দ্বিধা না করে সেই তরুণ রিকশা ভাড়া করে প্রস্থান করে; একবারও ভাবে না যে বৃদ্ধলোকটির তৎক্ষণাৎ রিকশা না পেলে কষ্ট হতে পারে।

আঃ কালাম : রেলওয়ে ক্রসিং-এর ফটক যখন বন্ধ থাকে তখন লাইন ক্রস করা একেবারে নিষিদ্ধ। অনেকের ৪/৫ মিনিট অপেক্ষা করা-রও ধৈর্য থাকে না। অসহিষ্ণুতার কারণে অনেক সময়ে ট্রেনের নীচে চাপা পড়ে এরা প্রাণ হারায়।

১ম শিক্ষক : বাস ও ট্রাকচালকদের মধ্যে এ অসহিষ্ণুতা এত প্রকট যে তারা নিয়ম-বহির্ভূত গতিতে সামনের গাড়িগুলিকে অতিক্রম করতে চেষ্টা করে এবং তাই করতে গিয়ে গাড়ির উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে; অনেক সময় নিজেরা প্রাণ হারায় এবং অন্যান্য যাত্রীর প্রাণহানি বা গুরুতর জখমের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কোন কোন ড্রাইভারদের এই দায়িত্বহীন আচরণের জন্য প্রতি সপ্তাহে অনেক আরোহী ও পথচারী প্রাণ হারায়। বছর দুই আগে ফেরিতে উঠতে গিয়ে যাত্রীসহ বাস নদীতে পড়ে গেলে ৬০ ব্যক্তি প্রাণ হারায়।

২য় শিক্ষক : আর একটি মারাত্মক স্বভাব আমাদের উন্নতির পরিপন্থী। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা না করে আমরা একটি দায়িত্বহীন মন্তব্য

করে বসি, যার পরিণামে আমাদের অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়।

খালিদ : আমার আব্বা সেদিন বলেছিলেন যে, আজকাল বড় বড় সরকারী অফিসেও কাজের অগ্রগতি অত্যন্ত মন্থর।

মহিউদ্দীন : তার কারণ কি তিনি বিশ্লেষণ করেছিলেন ?

খালিদ : তিনি বলেছিলেন যে, বেশীর ভাগ ব্যক্তি অনুমতি ছাড়া কামরায় ঢুকে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের বক্তব্যটি পেশ করতে চায়। একবারও দর্শনপ্রার্থী খেয়াল করে না যে, উক্ত অফিসারটি আরও জরুরী কাজে ব্যস্ত থাকতে পারেন বা যে সব ব্যক্তি তাঁর আসার পূর্বে সেখানে উপস্থিত, তাঁদের কাজের গুরুত্ব হয়তো তাঁর কাজের চেয়েও বেশী।

মহিউদ্দীন : এতে অসহিষ্ণুতার পরিচয় হলো কি করে ?

খালিদ : তুমি সামান্য কথাটি বুঝতে পারছ না। দর্শনপ্রার্থীর উচিত যে, সে টেলিফোন করে অফিসারটি যখন ফ্রী তখন আসেন। তা যদি সম্ভব না হয় তবে সাক্ষাতকারী অন্তত অফিসারটির অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত কামরার বাইরে অপেক্ষা করতে পারেন। বুঝতে তো পারছ এভাবে সারাদিন লোকজন যদি অফিসারকে ব্যস্ত রাখে তবে সে কাজ করবে কখন। তা ছাড়া যাঁরা কাজ উদ্ধারের জন্য যান, তাদের উদ্দেশ্যও সফল হয় না, কারণ একজন অফিসারের পক্ষে একই সঙ্গে সকলের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা অসম্ভব। স্যার, আপনি কিছু বলবেন এ বিষয়ে ?

শিক্ষক : না, খালিদ। আমার কিন্তু আর একটি কথা মনে হচ্ছে। আমার এ আলোচনা তোমরা অনেকেই হয়ত পছন্দ করবে না। আমি বলছিলাম যে, তোমরা যখন স্কুলে কোন উৎসব, অনুষ্ঠান বা জলসার আয়োজন কর তখন প্রায়ই দেখি প্রথম দুই তিন সারিতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদেরকে বসতে না দিয়ে তোমরা নিজেরাই সে স্থানগুলি দখল করে নাও। অতিথিদের অনেকে নানা কাজে ব্যস্ত থাকেন বা তাঁদের কেউ দূরে থাকেন।

তাঁদের না আসা পর্যন্ত তাঁদের জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা উচিত।

আঃ কালাম : স্যার, ঠিকই বলেছেন। সেদিন চাচার এক বন্ধু আমাদের স্পোর্টস দেখতে এসেছিলেন। তাঁর আসতে অল্প কয়েক মিনিট দেরি হয়েছিল। তিনি সামনে বসবার জায়গা না পাওয়াতে রাগ করে বাড়ি ফিরে যান।

২য় শিক্ষক : তোমাদের আর একটি স্বভাবও আমার মোটেই ভাল লাগে না। স্কুলের প্রাঙ্গণে বেশ কয়েকটি আম আর লিচু গাছ আছে; কিন্তু কোন বছরই তোমরা ধৈর্য ধরে ফল পাকা পর্যন্ত অপেক্ষা করো না। পাকবার আগেই সব কাঁচা ফল ঢিল মেরে বা গাছে চড়ে সাবাড় করে দাও।

আঃ রহিম : আমার চাচাত ভাই সেদিন গ্রাম থেকে আমাদের বাড়িতে এসেছিল। তাদের স্কুলের পুকুরে প্রতি বছর পোনা মাছ ছাড়া হয়। পোনা মাছ বড় হওয়া না পর্যন্ত তারা সে মাছ ধরে না।

কামাল : সত্যি, তোমার চাচাতো ভাইয়ের সহপাঠীদের ধৈর্য আছে। দেখি আমরাও এবার থেকে প্রাণপণ চেষ্টা করবো যাতে মাছগুলি আমাদের পুকুরে বড় হয়।

খালিদ : আর গাছের ফলগুলি ?

কালাম : হাঁ, পাকা না হওয়া পর্যন্ত গাছের ফলে হাত দেবে না ?

শিক্ষক : দেখ, আমরা সকলে বিপদ এলে ধৈর্য হারিয়ে ফেলি; বিশেষ করে যখন দেখি অসৎকর্মকারীরা বিপদমুক্ত আছে।

আঃ মালেক : স্যার, তা কেন হয় ? ভাল মানুষ কেন বিপদে পড়ে ?

শিক্ষক : এ সব বিপদ দিয়ে আল্লাহ্ ভাল মানুষকে পরীক্ষা করেন। কিন্তু ভাল মানুষের জন্য বিপদ ক্ষণস্থায়ী। ধৈর্য ধরলে বিপদ তাঁদের কাছ থেকে দূরে সরে যায়। সূরা ইউনুসের ১০৯ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে যে, আমরা যেন ধৈর্য ধরি—যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছেন।

অনুশীলনী

১. তোমরা যখন জনবহুল বাজারে, স্টেশনের টিকেট ঘরে যাও—তখন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কি করবে ?

২. ক্লাসে যখন শিক্ষক তোমাদের একজনকে প্রশ্ন করেন, তখন তোমাদের আচরণ কি রকম হওয়া দরকার ?

৩. যখন তোমরা প্রধান শিক্ষক বা কোন অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে যাও, তখন কি তোমাদের অনুমতির জন্য অপেক্ষা করা দরকার, না সরাসরি তাদের কামরায় প্রবেশ করে তাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করবে ? শেষোক্ত আচরণের কুফল কি ?

৪. ভালভাবে পড়াশোনা করার জন্য ধৈর্যের কেন প্রয়োজন ? নকল করার সঙ্গে ভালভাবে পড়াশোনা না করার কি কোন সম্পর্ক আছে ?

৫. তোমাদের স্কুলে ফুলের গাছ বা পুকুরে পোনা মাছ থাকলে তোমাদের কি কি করা উচিত ?

৬. 'সবুরে মেওয়া ফলে'—এ উক্তির ব্যাখ্যা কর।

কুরবানী

বেগম সালমা চৌধুরী

(একটি ছোট্ট ঘরে ওমর, সাঈদ, আনাস ও ওসমান একত্র হয়ে খাতা বানাচ্ছে। সাঈদ ঢুকবে, হাতে একটি থলে।]

ওমর : সাঈদ! তুমি কি করে আসলে, সাইকেল আছে না কি?

সাঈদ : সাইকেল তো দুটো আছে ওমর ভাই, কিন্তু আব্বা গাড়ি ছাড়া যেতে দেন না। প্রত্যেক শুক্রবার তিনটায় আব্বা পৌঁছিয়ে দেন, আবার যাবার সময় ড্রাইভার নিয়ে যায়। আজ…… (মাথা নীচু করে খাতার সুতোয় গেরো দিচ্ছে)।

ওমর : (টুপি পরা, স্মার্ট, শার্ট ও প্যান্ট পরা)—আজ কি?

সাঈদ : আজ আম্মাকে বলে আনাসের বাড়িতে গিয়ে ওর সঙ্গে হেঁটে এসেছি। কোনদিন হেঁটে আসি না বলে এত ভাল লেগেছে।

আনাস : যা মজা করেছে ওমর ভাই! পথের ধারে ঘাসের ফুল দেখে অবাক সাঈদ। পিছলে পড়ে শার্টটাই ভিজিয়ে দিল রাস্তার ধারের পুকুরে।

ওসমান : (খাতাগুলো প্যাক করে, পেন্সিলসহ বেঁধে) এই যে ওমর ভাই। একশ'টা খাতা, পেন্সিল ও আমপারা প্যাক করেছি। কিন্তু ডে-কেয়ার সেন্টারে যাবেন কখন? ঈদের দিন তো আমরা গ্রামে চলে যাব দাদাজানের সঙ্গে।

ওমর : সে তোমাকে ভাবতে হবে না। এখন দেখ, আমার এত খুশী লাগছে। আমাদের বন্ধু সাঈদ আজ তার আভিজাত্যের অহংকারকে কুরবানী দিল, তার চরিত্রে একটি উজ্জ্বল বাতি জ্বলতে পার।

আনাস : (হাত তালি দিয়ে) ও আমি ঠিক ধরতে পেরেছি। সাঈদ গাড়ি চড়ার অভ্যাস ছেড়ে দিল। পায়ে হেঁটে চলা বা সাইকেলে চড়াকে আর ছোট বলে ভাবতে পারবে না।

সাঈদ : সত্যি, ওমর ভাই! আমাদের বাড়িতে কেউ গাড়ি ছাড়া কোথাও যান না বলে আমার ধারণা ছিল যারা অন্যভাবে স্কুলে যায় তারা হয়ত……হয়ত……।

ওমর : হয়ত অভিজাত নন। —তাই না সাঈদ! যাক, আমরা সবাই আজ ঈদের কুরবানীতে শরীক হতে পেরে আনন্দিত হলাম। এইরকমভাবে হয়তো গর্ব, অহঙ্কার, মিথ্যে আভিজাত্য ইত্যাদি আমরা আল্লাহ্‌র জন্য ত্যাগ করতে অভ্যস্ত হয়ে যাব। —

ওসমান : (খুব হাসছে ওমরের কথা শুনে) ওমর ভাই! আমি একটা ভাল কাজ করেছি আজ। শুনলে তুমিও হাসবে। —

ওমর : বারে! না বললে কি করে হাসব। (খাবারের প্যাকেট করতে করতে)—

ওসমান : আমাদের কাজের লোকও বাড়ি গেছে ঈদ উপলক্ষে। সকাল বেলা দেখি সারা উঠোন ভর্তি আবর্জনা, মরা পাতা, ময়লা জমে আছে। আম্মা তো আর বাইরে এসে ঝাঁট দিতে পারেন না। তাই আব্বা মসজিদে থাকতে থাকতে অমনিই ঝটপট সাফ করে নিলাম উঠোন, বারান্দা সব। মা তো বাইরে এসে অবাক! যা খুশী লাগছিল আমার!

সাঈদ : কেন? ভদ্রলোকের ছেলে প্রকাশ্যে ঝাঁট দিতে নেই, এ জন্যে? আজ যে তুমি এই মিথ্যে ধারণাকে কুরবানী দিলে, এজন্যে আল্লাহ্ তোমার ঈদকে সুন্দর করে দেবেন ওসমান।

ওসমান : সে তো ঠিক কথা ওমর ভাই। কারণ আমাদের নবী (সঃ)-ও ঝাঁট দেওয়া, পানি তোলা বা সেলাই করা, কোন কাজ করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। নবী (সঃ) স্বয়ং যে কাজকে ছোট মনে করতেন না, সেখানে আমরা কোন যুক্তিতে সে কাজকে ছোট মনে করতে পারি, বল!

ওমর : আনাস! এবার শিক কাবাব করে খাওয়াবে? কিছুই বলছ না যে, ব্যাপার কী? আনাস তোমাদের বাড়িতেও তিনটে গরু কুরবানী হল শুনলাম। তারপরও চুপচাপ—কেমন, কেমন যেন সন্দেহজনক মনে হচ্ছে।

আনাস : (মুখ না তুলে) এবার মা আপনাদের ঈদের পরের দিন পোলাও-এর দাওয়াত দিয়েছেন। কাবাব বানাচ্ছেন না মা এবার।

সাঈদ : বল কী আনাস। তোমাদের বাড়ির কাবাবের সুগন্ধে তো সারা শহর খুশবু হয়ে যেতো। ব্যাপার কি?

আনাস : ব্যাপার গুরুতর বলতে পার। আমাদের শহরে তিনটি এতিমখানা আছে। তুমি তো দেখেছ একদিন মা বই নিয়ে যাচ্ছেন ইংরেজী ক্লাস নিতে 'নিজেরা করি এতিমখানায়' চাচী আম্মা আরবী পড়ান 'নির্ভর এতিমখানায়'। আর বুবু সেলাই শেখান 'অভয় এতিমখানায়'। এবার ঈদের একমাস আগেই বুবু চাচী আম্মা আর মাকে ধরেছে তিন এতিমখানার ছাত্রীদেরই কাবাব খাওয়াতে হবে।

ওসমান : বুঝেছি, বুঝেছি, আর বলতে হবে না। এসব নিরাশ্রয় শিশুদের ভাগ্যেই এবার শিক কাবাবের ঠিকানা লেখা হয়ে গেছে, অতএব আমাদের ভাগ্যে সিরকা, পেঁয়াজ, বুরহানি আর শিক কাবাব উধাও-উধাও-উধাও-উধাও, একেবারে মহাশূন্যে— (অভিনয় করে)।

ওমর : তা অভিনয়টা তোমার একেবারে মিথ্যে নয় ওসমান গনি—এ তোমাদের বরাদ্দ কাবাব এবার সত্যি মহাশূন্যের কাছে; প্রভুর কাছেই পৌঁছে গেছে; এতিম— যাদের মা নেই, বাবা নেই, কিংবা ঘরবাড়ি নেই, তারা আল্লাহর খুব বেশী প্রিয়, তাদের জন্যে কুরবানীর বস্তু নিঃশেষ করার মত সুন্দর দান আর কি হতে পারে ওসমান।

সাঈদ : ঠিক আছে, আনাস। খালাম্মাকে বল, এবার খালাম্মার হাতের ডালনা, দহিবড়া আর পোলাও হলেই আমাদের চলে যাবে।

ওসমান : বারে! মিষ্টির কথাটা একদম তুবড়ি দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হল, ওটা হচ্ছে না। দহিবড়া হোক, আর আলুবড়া হোক, খালাম্মার হাতের আনারসদেরা মিঠাখাণ আমার চাই-ই-চাই। (দরজায় ধাক্কা, 'দরজা খোল বাবা, দরজা খোল'। দরজা খুলতেই একজন অন্ধলোক ছোট একটি শিশুর হাত ধরে উপস্থিত।)

ভিখারী : বাবা! ঈদের দিনে সাহায্য কর বাবা। চোখে অসহ্য যন্ত্রণা, চোখে দেখি না। দুটি বাচ্চা, তাদের মা নেই। ঈদ কি করে করনো বাবা!

ওমর : চোখে কি হয়েছে আপনার?

ভিখারী : বাবা, একমাস আগে চোখে কি পড়লো আর এখন প্রায় কিছুই দেখি না বাবা, দুনিয়া আন্ধার আমার। ঠেলা ঠেলতাম। এখন একমাস রুজী নেই, রোজগার নেই। কী যে করি জানি না।

ওমর : ঠিক আছে। কাল তো ঈদ। আপনি সকালে চলে আসবেন এখানে, আমি দেখি পরীক্ষা করে কিছু করা যায় কি না, আপনার বাচ্চারা আমাদের এখানে খাবে। সাঈদ, তোমার সাহায্য ভাণ্ডার থেকে কিছু খাবার আর কাপড় নিয়ে ওদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসো। আমার মনে হচ্ছে, এই ভদ্রলোকের চোখ ভাল করা যাবে। ওর প্রচুর যত্নের দরকার হবে আর ভাল খাবার.........থাকলে, আপাতত যা বললাম তাই কর। বুঝতে তো পারলে যে ওর চোখের যা অবস্থা তাতে একদিনও অপেক্ষা করা যায় না।

(অন্ধ লোকটি, সাঈদ ও শিশুটি চলে গেল। ওমর দরজা বন্ধ করে এসে গোছ-গাছ করতে শুরু করলেন।)

ওসমান : ওমর ভাই, মনে হচ্ছে গতবারের মতো এবারও আপনি আনাসের বাড়ির খানায় শরীক হতে পারছেন না। ওঁকে হাসপাতালে যেতে হবে পরশুদিন, অতএব এবারেও ওমর ভাই-এর ভাগ্যে যেই শূন্য সেই শূন্য। (বোর্ডে বিরাট শূন্য এঁকে দেখাবে, এক পাশে খাবারের ছবি আঁকবে, বিপরীত চিহ্ন দেবে মাঝখানে।)

আনাস : আমার কিন্তু অন্য রকম মনে হচ্ছে ওসমান। কুরবানীর গরু, খাসি বা খানার বদলে ওমর ভাই বেহেস্তের এক আশ্চর্য পুরস্কার পেয়ে যাবেন। কারণ এ দুনিয়ার খানা যতই স্বাদযুক্ত হোক, জান্নাতের খানার সঙ্গে কি তার তুলনা করা চলে?

ওমর : ও কিছু না, অসুস্থ বা অন্ধ লোকের সেবা হচ্ছে ডাক্তারের সর্ব প্রধান কাজ। তোমার মা যদি অসুস্থ হ'ন, তাহলে তুমি তার মাথায় পানি ঢালবে, পথ্য দেবে, না কি ঈদের জামায় যোগ দেবে ? বল ? তাই তোমরা যা করতে আমিও তাই করছি। এটাকে এত বড় করে দেখার কি আছে।

(মগরেবের আযান শোনা যাবে মসজিদ থেকে। সঙ্গে সঙ্গে সবাই মুনাজাত করবে।)

হে আল্লাহ্। নামায পড়ার তৌফিক দেওয়ার ও কবুল করার মালিক একমাত্র তুমি, হে প্রভু। আমাদের নবীকে যে মকামে মাহমুদের প্রতিশ্রুতি তুমি দান করেছিলে, সেই প্রতিশ্রুতি তুমি প্রদান কর, কারণ তুমি কখনও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কর না। আমিন।

(বন্ধুরা কেউ ফুলদানির পানি বদলাবে, কেউ টেবিল গোছাবে, কেউ দেরাজে চাবি লাগাবে)।

ওমর : চল মসজিদে নামায সেরে নি। আমাকে বেরিয়ে যেতে হবে। তোরা সাইকেল নিয়ে চলে যা, বাড়ির কাজগুলোও তো সারতে হবে।

ওসমান : ভাইজান। আমার জন্য বাদাম, কিসমিস আর আতর কিনতে হবে, নইও দু'সের, সাইকেলে যে কি করে নেব তাই ভাবছি।

আনাস : কেন, অফিসের সাইকেলে তো বাস্কেট রয়েছে। দিব্যি ওতে বসিয়ে সাঁ করে বাড়ি চলে যাবি, আমাকে নিতে হবে চার বোতল সিরকা আর পাঁচ সের পেঁয়াজ। বোঝা এখন ঠেলা, বোতলে বোতলে বাজনা বাজলেই আমার বারোটা।

ওমর : চল্ চল্ আর দেরি করিস্ না। মগরেব হচ্ছে একটি হীরক খণ্ড। কিন্তু বড় ক্ষণস্থায়ী। হীরক খণ্ড কুড়োতে হলে আর সিরকার গল্প করলে চলবে না। গত ঈদের নামাযের পর ইমাম সাহেব কি চমৎকার কথাগুলো বলেছিলেন মনে আছে তোদের ? (টুপি মাথায় দিয়ে সবাই ধীরে ধীরে নামাযের জন্যে বেরিয়ে যাবে।)

অনুশীলনী

১. 'আল্লাহ্ তা'আলার কাছে যে পশু কুরবানী দেওয়া হয় তার গোশত বা রক্ত পৌঁছায় না। তাঁর কাছে পৌঁছায় তোমাদের পুণ্যশীলতা, ধর্মশীলতা ও ধর্মনিষ্ঠা।' এই কথোপকথনের আলোকে উপরিউক্ত আয়াতের তাৎপর্য তুলে ধর।

২. কে কত মূল্য দিয়ে কুরবানীর পশু ক্রয় করবে এই প্রতিযোগিতা কুরবানীর মূল উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণ ব্যাহত করে কেন—তা বুঝিয়ে বল।

৩. পশু কুরবানির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভিতরে যে সব পশুবৃত্তি লুকিয়ে আছে তারও কুরবানী হওয়া প্রয়োজন – এ উক্তির ব্যাখ্যা কর।

ইসলামে সময়নিষ্ঠা

সোহেল : খালিদকে দেখে আমার হিংসা হয়, তাকে কোন দিন দেরি করে ক্লাসে আসতে দেখলাম না। অথচ আমি ক্লাসে ঠিক সময় পৌঁছতে পারি না। প্রায় দেরি হয়ে যায়।

আঃ কালাম : সময়মত সবকিছু করা কঠিন। তার জন্য মানসিক প্রস্তুতি দরকার এবং হাতে কিছু সময় রাখার দরকার।

কামাল : তোমার কথা ঠিক বুঝলাম না। হাতে কিছু সময় রাখা মানে কি ?

আঃ কালাম : ধর, তোমার স্কুল সকাল আটটায় আরম্ভ হয়। তুমি যদি স্কুলে পৌনে আটটায় পৌঁছতে চেষ্টা কর তবেই তোমার পৌঁছা প্রত্যেক দিন সময়মত হবে। পনের মিনিট অতিরিক্ত সময় তোমার হাতে থাকা দরকার। পথের মধ্যে অনেক কিছু ঘটতে পারে। রাস্তায় ভীড়, বাস পেতে বিলম্ব, কারও সঙ্গে হঠাৎ করে দেখা হওয়া, রাস্তার অনুপযোগিতা প্রভৃতি কারণে তোমার স্কুলে যেতে ১০/১৫ মিনিট বেশী লাগতে পারে। কাজেই তুমি যদি ১৫ মিনিট আগে রওনা হও তবে পথে দেরি হওয়া সত্ত্বেও ঠিক সময়ে স্কুলে পৌঁছবে।

আঃ রশিদ : স্কুল সম্বন্ধে তুমি যা বলছ সেটা তো সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আমার একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। ট্রেন ছাড়ার কথা রাত এগারটায়। আমাদের কামরায় রাতে শয়নের জন্য ছয়টা বার্থ ছিল। আমরা পাঁচজন ছিলাম। ট্রেন ছাড়তে যখন এক মিনিট বাকী, আমরা তখন কামরাটা বন্ধ করে দিলাম। ভাবলাম, রাত যখন এগারটা ; আর ট্রেন যখন ছেড়ে দিচ্ছে, তখন আর কেউ আসবে না। প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছি। ট্রেনটা পরের জংশনে থামতেই বুঝলাম যে উনি এসে গেছে। মিনিট দুই পরে দরজায় ধাক্কা। একজন ভদ্রলোক ঢুকে আমাদের কাছে মাফ চেয়ে বললেন, কমলাপুর স্টেশনে এসে দেখি ট্রেনটি ছেড়ে দিয়েছে।

তাই মটর হাকিয়ে ঢাকা থেকে এতটা পথ এসেছি ট্রেন ধরার জন্য।

শামসুদ্দীন : বল কি! রাত এগারটায় কি কেউ ট্রেন ফেল করে?

শিক্ষক : যাদের দেরি করা স্বভাব তাদের এ দুর্ভোগ হবেই।

আঃ রশিদ : স্যার, আমাদের ধর্ম সময়নিষ্ঠা ও নিয়মানুবর্তিতা পালনে কি কি শিক্ষা দেয়?

শিক্ষক : তোমরা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ যে, প্রত্যেক মসজিদে ফরয নামায একটি নির্দিষ্ট সময়ে পড়া হয়। মসজিদের ঘড়ির সময় অনুসারে ফরয নামাযে দাঁড়াতে এক মিনিটও বিলম্ব হয় না। আযানের বেলাতেও তাই। সময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুয়াজ্জিন আযান দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মসজিদে হোক বা নিজের বাড়িতে হোক—মগরেবের নামায ঠিক সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে পড়তে হয়। মিনিট দশেকও দেরি করা যায় না; রাত হয়ে যায়। ফজরের নামাযের জন্য হাতে বেশী সময় থাকে না। একটু আলসেমী করে বিছানায় শুয়ে থাকলেই নামায কাযা পড়তে হয়।

বাংলাদেশের তুমি যেখানেই যাও না কেন, আযানের সুমধুর আওয়াজ তোমাকে পুলকিত করে তোলে। এক পরিসংখ্যান অনুসারে দেখা যায়, বাংলাদেশে মসজিদের সংখ্যা প্রায় দুই লাখ। একবার তা'হলে ভেবে দেখ দিনের মধ্যে পাঁচবার বাংলাদেশের সর্বত্র মুয়াজ্জিন নামাযে আহবান করার সাথে সাথে আমাদের সময়নিষ্ঠার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

খালিদ : এভাবে জিনিসটা ভেবে দেখিনি। যে ধর্মের সময়নিষ্ঠার জন্য দিনে পাঁচবার তাগিদ, সেখানে তো আমাদের প্রতিটি কাজে এত শিথিলতা হওয়া উচিত না।

কামাল : একবার চিন্তা করে দেখ যে, সময়মত আমরা নিজ নিজ অফিসে না গিয়ে কত মূল্যবান সময় নষ্ট করি। সরকারী অফিসে সকাল সাড়ে সাতটা থেকে বিকেল দু'টা। সময়সূচী পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও এখনও বেশ কিছু লোক দেরি করে অফিসে উপস্থিত হয়। এখনও যদি ঢাকা শহরে কিছু কিছু কর্মচারী দেরি করে নিজ নিজ অফিসে উপস্থিত হয়, তবে প্রতিদিন

আমাদের জাতি বহু ঘন্টার কাজ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ভেবে দেখ একটা উন্নয়নশীল জাতির জন্য দেরি করার স্বভাব কতটা মারাত্মক।

শামসুদ্দীন : স্যার, যেদিন আমি স্কুলে দেরি করে আসি, ক্লাসে কি পড়ানো হচ্ছে তা ভাল করে বুঝতে পারি না। বিশেষ করে অঙ্ক, জ্যামিতি, বীজগনিত আর বিজ্ঞান ক্লাসে এ অসুবিধাটা বিশেষ-ভাবে অনুভব করি।

শিক্ষক : তা তো হবেই। প্রত্যেক জিনিসের আরম্ভটা গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম অংশ না বুঝলে মাঝের আর শেষ অংশের কোনটাই বোঝা যায় না। তা ছাড়া তুমি দেরি করে ঢুকলে ক্লাসের অন্যান্য ছাত্র এবং শিক্ষক বিরক্তি বোধ করে এবং ক্লাসের অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

আনোয়ার : আব্বা গল্প করেন যে তাঁদের সময় দেরি করে ক্লাসে ঢোকা প্রায় অসম্ভব ছিল। বকুনি থেকে শুরু করে বেত্রাঘাত, ফাইন ইত্যাদি শাস্তি তাদের ভোগ করতে হতো। অবশ্য, আব্বা এসব শাস্তির প্রচলন ছিল বলে আফসোস্ করেন না। বলেন যে, এসব শাস্তির ভয় তাঁদেরকে সময়মত কাজ করতে শিখিয়েছে।

শিক্ষক : তোমরা লক্ষ্য করেছ কি না জানি না, যাদের দেরি করা অভ্যাস তাদেরকে প্রায় বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। বাড়ি থেকে অফিসে, স্টেশনে, স্টীমার ঘাটে, স্কুল বা কলেজে রওনা হওয়ার সময় যখন সে দেখে তার হাতে বেশী সময় নেই, তখন তাকে বাধ্য হয়ে তাড়াহুড়া করতে হয়। তাড়া-হুড়াতে দুর্ঘটনা বেশী করে ঘটে।

খালিদ : এখন বুঝতে পারছি—সময়নিষ্ঠা আমাদের জীবনে কতটা দরকার। সকালে যেদিন আমি দেরি করে ঘুম থেকে উঠি সেদিন মনে হয়, দিনটাই বৃথা গেল। আগের দিন যা যা করব বলে ঠিক করি তার অর্ধেক কাজও হাতে নিতে পারি না।

শিক্ষক : যে ব্যক্তি সময়মত কাজ করেত অক্ষম, তার পক্ষে কোন পরি-কল্পনা বা প্রকল্পকে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়।

আনোয়ার : কোন কোন পেশায় সময়নিষ্ঠার গুরুত্ব আরও বেশী বলে মনে করি। যদি একজন ডাক্তার মরণাপন্ন রোগীকে দেখতে নির্ধারিত সময়ের আধঘণ্টা পরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন বা অপারেশন করার জন্য হাসপাতালে ৩০ মিনিট দেরি করে যান, তবে তাঁর বিলম্বের জন্য রোগী প্রাণ হারাতে পারে।

শামসুদ্দীন : প্রকৌশলীর জন্যও ঐ একই কথা বলা চলে। যখন বন্যায় নদীর বাঁধ ভেঙ্গে পড়ে বা কারখানায় কোন যন্ত্র বিকল অথবা কোন সেতুর অংশ বিশেষ দুর্বল হয়ে পড়ে তখন তাঁর পক্ষে অল্প কয়েক মিনিটের বিলম্ব অত্যন্ত বিপজ্জনক। নদীর প্রবল স্রোতে একবার বাঁধ ভেঙ্গে গেলে সে বাঁধ ঠেকানো খুব মুশকিল। কারখানা ও সেতুর জন্য তাঁর সেখানে তাৎক্ষনিক উপস্থিতি একান্ত দরকার। দমকলের গাড়ি সময়মত পৌঁছলে কত সম্পত্তি, এমন কি মূল্যবান প্রাণ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়।

শিক্ষক : এমন কি পারিবারিক জীবনেও সময়নিষ্ঠার অভাব স্বামী, স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক ভেঙ্গে দিতে পারে। আব্বা যদি ৫টার বাড়ি ফিরবেন বলে ৭টায় বাড়ি ফিরেন, ছেলে মগরেব বাসায় পড়বে একথা বলার পরে যদি সে এশার নামাযের সময় আসে, তবে সে বাসাতে আনন্দ ও শান্তির পরিবর্তে আস্তে আস্তে নিরানন্দ ও অশান্তির ছায়া নেমে আসবে। আর একটা কথা। সময়নিষ্ঠা পালনের জন্য তোমার পক্ষে যা সম্ভব তার চেয়ে বেশী কাজ হাতে নিও না। বেশী কাজ হাতে নিলে কোনটাই ভালভাবে শেষ করা যায় না এবং ঠিক সময়েও শেষ হয় না।

ওমর : সময়মত স্কুলে যাওয়া ও অন্যান্য কাজ করা ভাল, এ জানতাম। কিন্তু কেন এ স্বভাব ব্যক্তি ও সমষ্টিগত পর্যায়ে উন্নতির অন্যতম চাবিকাঠি তা জানতাম না। সময়নিষ্ঠার সঙ্গে অন্যান্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি, যেমন—নিয়মানুবর্তিতা জড়িত, তা অনুধাবন করতে পারিনি। যাই হোক, আলোচনার বিষয়বস্তুগুলি হৃদয়ঙ্গম করেছি যখন, তখন সময়মত কর্মস্থানে

উপস্থিত হওয়া ও সময়মত কাজ সম্পন্ন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব।

সকলে : তোমার সঙ্গে আমরা সকলে একমত।

অনুশীলনী

১. সময়নিষ্ঠা একটি জাতির উন্নতির জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ কেন তা বুঝিয়ে বল।

২. তোমার স্কুলে বা অন্যান্য কর্মস্থলে ঠিক সময় পৌঁছার জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে? দেরি করে ঘুম থেকে উঠলে সারা দিনের কাজ কেন সুসম্পন্ন হয় না?

৩. যারা সময়মত বাড়ি থেকে কর্মস্থলের দিকে রওনা হয় না, তাদের জন্য বিপদের সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত বেশী কেন?

৪. সময়নিষ্ঠা ও নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে শেষ করার মধ্যে কি সম্পর্ক আছে—তা ব্যাখ্যা কর।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানব

সেলিম : হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে কেন শ্রেষ্ঠ মানব বলা হয় ?

আনোয়ার : আমার আব্বা বলছিলেন যে, মানুষের মধ্যে যত ভাল গুণাবলী থাকা সম্ভব তা হযরত (সঃ)-এর চরিত্রে বিকাশ লাভ করেছিল। সেইজন্য তাঁকে শ্রেষ্ঠ মানুষ বলা হয়।

খালিদ : হযরত রসুল (সঃ)-এর জীবনী পড়ে জেনেছি তিনি জীবনে কোন-দিন মিথ্যা কথা বলেন নি। লোকে তাঁর কাছে মাল গচ্ছিত রেখে নিশ্চিত হতে পারত। তিনি এত বিশ্বাসী ছিলেন যে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলে তাঁকে 'আল-আমিন' বলে আখ্যায়িত করত।

আঃ কালাম : দুঃখ হয়। এই নবীর উম্মত হয়ে আমাদের অনেকেই কাজ উদ্ধারের জন্য মিথ্যা কথা বলতে দ্বিধা করি না, মিথ্যা কথার এখন এত চল্ হয়ে গেছে যে, কে সত্য কে মিথ্যে বলছে তা বোঝার উপায় নেই।

শামসুদ্দীন : শুধু কি তাই। গচ্ছিত সম্পদের খেয়ানত আজকাল একটা সাধারণ ব্যাপার। এমন কি সরকারী ও বেসরকারী অফিসেও সম্পদ আত্মসাতের ঘটনা লেগেই আছে। আমরা যদি হৃদয় থেকে নবীজী (সঃ)-কে মানি, তবে এ সব বদ অভ্যাস সম্পূর্ণ-রূপে বর্জন করতে হবে।

কামাল : আমাদের রসুল (সঃ)-এর ব্যবহার অনুপম ও অত্যন্ত নম্র ছিল। বিনয়ী স্বভাব তাঁর চরিত্রকে উজ্জ্বল করে রেখেছিল। এ প্রসঙ্গে যে গল্প আমি পড়েছি তা আমি বলছি। একজন বুড়ি মুসলমান হতে অস্বীকার করেই ক্ষান্ত হল না। আমাদের রসুল (সঃ)-কে হয়রানি করার জন্য তিনি যে পথ দিয়ে মসজিদে যেতেন, সে পথে বুড়ি কাঁটা বিছিয়ে রাখত। রসুল (সঃ) রোজ ভোরে শুধু নিজের জন্যই না, অন্য মুসল্লীর যাতে কোন কষ্ট না হয়, সে জন্য কাঁটা সরিয়ে মসজিদের দিকে অগ্রসর হতেন।

কালাম : আমিও হযরতের মহানুভবতার এ গল্প পড়েছি। কিন্তু মনে করো না। আমাকে বাকীটা বলার সুযোগ দাও। পর পর দু'দিন হযরত (সঃ) যখন পথে কোন কাঁটা দেখলেন না, তখন ভাবলেন নিশ্চয়ই বুড়ি ভয়ানক অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। খোঁজ নেওয়ার জন্য তিনি বুড়ির বাড়িতে উপস্থিত হলেন। বুড়িকে অসুস্থ দেখে শুশ্রূষা করলেন। বুড়ি তো হতবাক। সে কি স্বপ্ন দেখছে। যে ব্যক্তিকে ঘৃণা করত, যাকে কষ্ট ও যন্ত্রণা দেওয়ার জন্য সে রাস্তায় কাঁটা বিছিয়ে রাখত, সে ব্যক্তির পক্ষে এতটা উদার ও মহাপ্রাণ হওয়া কি সম্ভব। বুড়ি তৎক্ষণাৎ তাঁর কাছে মাফ চেয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল।

সোহেল : নবীজী (সঃ) তাঁর অভ্যাস-বিরুদ্ধ উপদেশ কাউকে দিতেন না, তাই একজন পিতা যখন তাঁর ছেলেকে নিয়ে নবীজী (সঃ)-এর সামনে হাযির হয়ে প্রার্থনা করলেন যে, 'হুযুর। আমার ছেলে মিষ্টি খুব ভালবাসে। তাকে এত মিষ্টি খাওয়ানো আমার সামর্থ্যের বাইরে। আপনি দোয়া করুন, সে যেন মিষ্টি খাওয়া ছেড়ে দেয়।' নবীজী (সঃ) ঐ ব্যক্তিকে কিছু দিন পরে আসতে বললেন। লোকটি যখন আবার ছেলেটিকে নিয়ে উপস্থিত হল, তখন নবীজী (সঃ) ছেলেটির জন্য দোয়া চাইলেন। প্রথম বারে দোয়া না করার কারণটা যখন নবীজী (সঃ)-কে জিজ্ঞেসা করা হল প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন আমি যখন নিজে মিষ্টি খেতে ভালবাসি তখন অপরের মিষ্টি ছাড়ার জন্য কিভাবে দোয়া করতে পারি? গত কয় দিনে আমি মিষ্টি খাওয়া ছেড়েছি এবং সেজন্য এখন (বিবেকের তাড়না) মুক্ত মনে ছেলেটির জন্য দোয়া করতে পারলাম।

খালিদ : সত্যি এত বড় মহানুভবতা ও সহৃদয়তার দৃষ্টান্ত জগতে বিরল।

শিক্ষক : আমাদের অনেকেই মনে করি গণতন্ত্রের উৎপত্তি হয়েছিল ইংল্যাণ্ডে 'ম্যাগনাকার্টার' প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু তার অনেক আগে আমাদের রসূল (সঃ) সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন— "আরব আর অনারব, শ্বেত ও কৃষ্ণাঙ্গের মধ্যে কেউ অপরের

চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণিত হয় চারিত্রিক গুণের উপর। কোন ব্যক্তি অপরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়, আর কেউ যদি শ্রেষ্ঠ হয় তবে সেটা তাঁর চরিত্র, ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মনিষ্ঠার জন্য।'

মফিজউদ্দীন : আমি সেদিন এক আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলাম। সেখানে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আরাফাত্ ময়দানে শেষবারের মত যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তার আলোচনা অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'হে আমার ভ্রাতৃবৃন্দ। আমার কথা (মন দিয়ে) শোন, কারণ আমি জানি না যে, এর পরে তোমাদের সাথে আবার আমার দেখা হবে কি না ; তোমরা সকলেই সমান ; তোমাদের সকলের সমান অধিকার এবং তোমাদের একের প্রতি অপরের দায়িত্ব একই। তোমাদের মধ্যে যদি কোন যোগ্য ব্যক্তি ধর্ম ও কর্তব্যপরায়ণ হয়, ন্যায়বিচারে অটল থাকে—তবে সে হাবশী হলেও তাঁকে তোমরা খলীফা মনোনীত করতে পার।'

আমিন : গণতন্ত্রের এর চেয়ে বড় বিকাশ আর কি হতে পারে? নবীজী (সঃ) আরও বলেছেন যে, পরস্পর ভালবাসা, স্নেহ ও দয়া প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বিশ্বাসীরা একই দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। যদি দেহের কোন অংশ পুড়ে যায় তবে সমস্ত শরীর তাপ অনুভূতির জন্যে জেগে উঠে। আমাদের পরস্পরের সাথে আচরণে এই আদর্শের প্রতিফলন হওয়া একান্ত দরকার।

শিক্ষক : নবীজী (সঃ) জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিলেন। ব্যবসায়ী হিসেবে, মেষের রাখাল হিসেবে, ধর্মপ্রচারক হিসেবে, যোদ্ধা, রাষ্ট্রনায়ক, সংগঠক, বিচারক এবং জ্ঞানগুরু হিসেবে অর্থাৎ প্রত্যেক ভূমিকায় তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব অবিসম্বাদিত। একাধারে কোন মানুষের চরিত্রে এতগুলো গুণের সমাহার ঘটেনি। যে দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখি না কেন, তিনি প্রতিটি ভূমিকায় আমাদের জন্য আদর্শ ছিলেন।

সোহেল : এত কথা শুনে মনে হয় আমরা ক্রমশ নবীজী (সঃ)-এর আদর্শ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নেই—তাঁর এ আদর্শের কথা জেনেও আজ আমাদের দেশে বিভিন্ন শ্রেণীর

৯—

মধ্যে উঁচু দেয়াল গড়ে উঠছে। অথচ নবীজী (সঃ)-এর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে হযরত উমর (রাঃ) খলীফা পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরে বলেছিলেন : সুদূর ফোরাতের কূলেও যদি একটি কুকুর না খেয়ে মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে তার জবাবদিহি উমরকে করতে হবে।

খালিদ : সে আদর্শ কোথায় আমরা অনুসরণ করি? গরীব প্রতিবেশী, গরীব আত্মীয়-স্বজনের আমরা খোঁজ-খবর নেই না। তাদের দুঃখ-কষ্টের কথা একবার মনের কোণে স্থান পায় না। অথচ ধনী প্রতিবেশী বা আত্মীয়-স্বজনের কথা আমাদের সব সময় মনে থাকে।

আনোয়ার : আমরা তাঁর কোন্ কথাটাই বা মানি! তিনি জ্ঞান আহরণের জন্য সুদূর চীনদেশে ভ্রমণ করতে বলেছেন, আর বলেছেন, শিক্ষা লাভ করা সকল নরনারীর জন্য অবশ্য কর্তব্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও আজ আমাদের দেশে শিক্ষার হার ৩০ ভাগের উপরে উঠেনি। তদুপরি যারা জ্ঞানলাভের জন্য বিদ্যালয়ে যায়, তাদের অনেকেই নকল করে পাশ করে।

শিক্ষক : তাঁর অক্ষর জ্ঞান ছিল না অথচ তাঁর মত এত বড় জ্ঞানতাপস ও জ্ঞানগুরু পৃথিবীতে আর কেউ জন্মগ্রহণ করেন নি।

সোহেল : এর কারণ কি স্যার?

শিক্ষক : এর কারণ আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং তাঁর শিক্ষক ছিলেন। আর আল্লাহ্ তা'লার চেয়ে বড় শিক্ষক আর কে হতে পারে? তিনি কুরআন শরীফের প্রত্যেক নির্দেশ তাঁর জীবনে প্রতিফলিত করে-ছিলেন। যেমন ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে তিনি আপোসহীন মনো-ভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন, যথা—বিচারের মানদণ্ডে প্রিয়জন দোষী সাব্যস্ত হলে তাদের উপর শাস্তি ধার্য করা, অপরপক্ষে পরাজিত শত্রুকেও ন্যায়বিচার পাবার যোগ্য বলে বিবেচনা করা।

শিক্ষক : সারা পৃথিবী মুসলমানের অবদানকে উপযুক্ত মূল্য দিতে চায় না; নতুবা বন্দীদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা প্রয়োজন তার জন্য 'জেনেভা কনভেনশান' তৈরি করার কেন দরকার হয়? বন্দীদের সম্পর্কে নবীজী (সঃ)-এর দ্বারা প্রবর্তিত নীতিমালা

তাঁর মহানুভবতার অত্যন্ত উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে এবং এসব নীতিমালা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। ক্রীতদাসদের প্রতি তাঁর নযীরবিহীন উদারতা সমস্ত পৃথিবীর প্রশংসা অর্জন করেছে। ক্রীতদাসের মধ্যে যাঁরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদেরকে সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। শিক্ষিত ক্রীতদাসের মধ্যে যারা নিরক্ষর মুসলমানকে শিক্ষাদান করতে সম্মতি দিয়েছিল, তাদেরকেও কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়নি। ক্রীতদাসেরা চাকরি দ্বারা মুক্তিপণ যোগাড় করে ছাড়া পেত। পরিবারের সব সদস্যদের এক সাথে থাকার সুযোগ দেওয়া হতো এবং কেউ সন্তানের মা হ'লে তাকে ছেড়ে দেওয়া হতো অর্থাৎ দাসত্ব প্রায় চাকরির মত ছিল এবং এই কারণে দাসত্বের সংজ্ঞা মুসলমানদের যারা দাস ছিল, তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় না।

আঃ করিম ঃ নবীজী (সঃ)-এর অন্যান্য কথাও আমরা শুনি না। নবীজী দুটো পয়সা থাকলে একটা দিয়ে রুটি ও অন্যটি দিয়ে ফুল কিনতে বলেছেন। কিন্তু আমাদের ক'জন ফুলের চর্চা করে? ছায়াতরু লাগানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আমাদের। কিন্তু আজকে চারদিকে যে বৃক্ষের অভাব তার জন্য আমরা ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে কি কিছু করেছি?

শিক্ষক ঃ নবীজী (সঃ) এত কঠোর আদর্শবাদী ছিলেন যে, তিনি এত ধনদৌলতের অধিকারী হয়েও সুযোগ পেলেই সব দান করে দিতেন। একবার সাহাবীদের নিয়ে যখন মধ্যাহ্ন ভোজনের অপেক্ষা করছিলেন, তখন তাঁর কাছে দু'পদের তরকারী পরিবেশন করা হ'ল। একজন সাহাবী প্রতিবাদের সুরে বললেন, "হে প্রিয় নবী, আপনার কাছে কেন দু'পদ তরকারী, যখন আমাদের কাছে একটি? আপনি তো সব সময় আমাদেরকে এক তরকারী দিয়ে আহার করতে বলেছেন।' উত্তরে নবীজী (সঃ) নম্রভাবে বললেন, 'আজ সকালে যখন আমি ঘর থেকে রওয়ানা হই তখন অসুস্থ ছিলাম। আমি এখন সুস্থ কি না তা বাড়ির ভিতরের লোকদের জানা নেই। সেজন্য তারা আমার জন্য একটি রোগীর পথ্য ও অপরটি স্বাভাবিক নিয়মে

তৈরী করা খাবার পাঠিয়েছে। আমি এখন সুস্থ বোধ করছি। কাজেই তোমরা যা খাচ্ছ আমিও তাই খাব। অপর খবারটি ভিতরে ফেরত পাঠিয়ে দেব।'

মহিউদ্দীন : সত্যি স্যার, এর কোন তুলনা নেই। তিনি গনতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন। এত গুণের অধিকারী হয়েও তিনি চরম বিনয়ের সঙ্গে কুরআনের ভাষায় বলেছেন, 'আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ।' বিখ্যাত লেখক বার্নার্ড শ' বলেছেন, 'আমি মুহাম্মদকে বিশ্ব মানব জাতির ত্রাণকর্তা বলে মনে করি। আমার বিশ্বাস, তাঁর মত কোন ব্যক্তি আধুনিক বিশ্বের একনায়কত্ব গ্রহণ করলে সমস্যার এমন সমাধান করতে পারতেন, যাতে বহু আকাঙ্ক্ষিত শান্তি ও সুখ অর্জিত হতো।'

শিক্ষক : আর একটা কথা বলেই শেষ করছি। রসুলুল্লাহ (সঃ) সব কাজ নিজের হাতে করতেন। মেষ চরাতেন, ঘরবাড়ি পরিস্কার করতেন আবার রাজ্যও চালাতেন। আমাদের হাতে টাকা-পয়সা আসার সঙ্গে সঙ্গে আমরা মিথ্যা অহঙ্কারে মত্ত হয়ে শারীরিক পরিশ্রম করা ছেড়ে দিই। দাসদাসী ও নিম্ন-কর্মচারীর উপর কাজ কর্মের দায়িত্ব দিই। এ স্বভাব অত্যন্ত মারাত্মক। কায়িক পরিশ্রমের অভাবে দেহ স্থূলকায় হয়ে নানা রকমের ব্যাধিকে ডেকে আনে। সংসার থেকে সুখ-শান্তি যায় অদৃশ্য হয়ে। কাজেই নবীজী (সঃ)-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সর্বদা শ্রমের মর্যাদা দিবে ও কিছু না কিছু কায়িক পরিশ্রমে লিপ্ত হবে। দেহে বল পাবে ও মনে স্ফূর্তি আসবে।

সকলে : আচ্ছা স্যার, আমরা সকলে নবীজী (সঃ)-কে অনুসরণ করতে প্রাণপণ চেষ্টা করব।

অনুশীলনী

১. হযরত মুহম্মদ (সঃ)-কে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব বলে কেন আখ্যায়িত করা হয়?

২. নবীজী (সঃ)-এর আদর্শে চলবার জন্য তোমরা কি কি পদক্ষেপ নেবে? শ্রমের মর্যাদা রক্ষার জন্য তোমরা কি করবে?

৩. নিরক্ষর থাকা সত্ত্বেও তাঁকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী কেন বলা হয় ?

৪. ন্যায়বিচার সম্পর্কে কুরআনে কি নির্দেশ আছে ? সে নির্দেশ প্রতিফলিত করতে নবীজী (সঃ) কি করতেন ?

৫. জ্ঞানার্জনের জন্য তিনি আমাদের কি নির্দেশ দিয়েছেন ? তথাপি আমাদের দেশে নিরক্ষরতার হার কেন এত বেশী ? তুমি কি মনে কর নবীজীর তিরোধানের উত্তরকালে মুসলমান মনীষীদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চরম উৎকর্ষের পিছনে আমাদের নবীজী (সঃ)-এর আদর্শ কাজ করেছিল ? তোমাদের মতামতের সমর্থনে যুক্তি দাও।

ভদ্র ও নম্র ব্যবহারের অনুশীলন

সোহেল : প্রায়ই অভিযোগ শুনি যে, আজকালের শিশু ও যুবকেরা অভদ্র। বড়দের সঙ্গে কিভাবে ভদ্র ব্যবহার করতে হয় সেটুকুও তারা জানে না। আমি কিন্তু এ অভিযোগের অর্থ বুঝি না। আমরা যে বেয়াদব তা'ত আমার মনে হয় না।

শিক্ষক : বড়দের সাথে দেখা হ'লে তোমাদের অনেকেই সালাম ও আদাব না করে পাশ কাটিয়ে চলে যাও। তোমরা বলবে, বড়দের তো আমরা মর্যাদা করি ; সালামের আবার দরকার কি ? তোমরা যে কোন ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শন করছ, তার তো বহিঃপ্রকাশ দরকার। স্যারকে ভক্তি ও সম্মান করি অথচ তার সাথে দেখা হলে সালাম করি না – এ অবস্থা তো গ্রহণযোগ্য নয় এবং কেউ বিশ্বাসও করবে না।

ইমদাদ : স্যার, ব্যাপারটা তো এতো তলিয়ে দেখিনি। এবার থেকে বড়দের সাথে দেখা হলে অভিবাদন করতে চেষ্টা করব। অভ্যাস না হওয়া পর্যন্ত হয়ত কোন কোন সময় সালাম করতে ভুলে যেতে পারি। তবে চেষ্টার ত্রুটি করব না।

শিক্ষক : সালামের সঠিক উত্তর দিতে যেন ভুল না হয়। অনেকে বিশেষ করে তাঁর চেয়ে নীচু পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি ও গরীব আত্মীয়দের সালামের জওয়াব দিতে ইতস্ততঃ অথবা সংক্ষেপে প্রদান করে। এ ধরনের আচরণ আল্লাহ্‌র চোখে অপছন্দনীয়।

সাইফুল : আর কিভাবে আমরা বড়দের বিরাগভাজন হই ?

শিক্ষক : কিভাবে ও কি ভাষায় কথা বলতে হয় তা যদি তোমরা শিখতে পার, তবে তোমরা ভদ্র ও নম্র বলে পরিচিত হবে।

হোসনেআরা : স্যার, আপনার কথার অর্থ বুঝতে পারলাম না।

শিক্ষক : ধর, তোমার বন্ধুর কাছ থেকে এক ঘটনা শুনে মনে হলো যে, তার বিবরণ সম্পূর্ণ মিথ্যা। তুমি যদি তাকে সরাসরি

'মিথ্যাবাদী' বল, তবে সাধে সাধে তুমি বিপদ ডেকে আনবে। অপরদিকে তুমি যদি বল 'দেখ বন্ধু, আমার ভুল হতে পারে, কিন্তু তুমি যা বললে আর আমি যা শুনেছি তা'তে মিলছে না। তুমি কি দয়া করে ঘটনাটা আর একবার যাচাই করে দেখবে। 'সে খারাপ'—এ কথা না বলে, 'সে ভাল না'—বললে একই ফল হয় কিন্তু শুনতে খারাপ শোনায় না।

আলিজা : তাই তো! এভাবে বললে যারা কথায় কথায় রাগ করে তারাও এ কথায় আঘাত পাবে না।

শিক্ষক : তোমার পছন্দমত কোন কাজ না হলেই তোমাদের অনেকেই গুরুজন, শিক্ষক ও মা-বাবাকে বল, 'আপনার এ কাজ করা উচিত ছিল' বা 'ঐ কাজটা করা উচিত ছিল না।' এ ধরনের মন্তব্য অভদ্রতা। বড়দের কোন কাজ যদি তোমাদের পছন্দ না হয় তবে 'উচিত' শব্দটা ব্যবহার না করেও তোমার বক্তব্য বড়দের কাছে বলতে পার। যেমন 'উচিতের পরিবর্তে' বলতে পার 'স্যার, আমার মনে হয় যে, এই সিদ্ধান্ত নিলে তাতে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষতি হবে। আমার ভুল হতে পারে কিন্তু আমার মনে হয় খেলোয়াড়ের নির্বাচনে সফিকের বদলে মিজানকে নিলে ভাল হতো, আর এ পদক্ষেপ প্রতিযোগিতায় আমাদের জিতবার সম্ভাবনাকে আরও উজ্জ্বল করে তুলতো।'

শাহেলা : আমার আব্বা বলতেন যে, তারা যখন ছোট ছিলেন তখন তাঁরা বাসার চাকরকে 'চাকর' বলতেন না। 'ভাই' বলে সম্বোধন করতেন, বয়োজ্যেষ্ঠা চাকরানীকে 'বুয়া' বা খালা বলতেন। অফিসের পিওন, ড্রাইভার তাঁদের কাছে 'ভাই' বলে পরিচিত ছিল।

খালিদ : আর এখন যারা ছোট কাজ করে তাদের আমরা মানুষই মনে করি না। যখন-তখন তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করি। যে ধর্মে 'সব মানুষ ভাই ভাই'—এই মহান শিক্ষা দেওয়া হয়, সে ধর্মাবলম্বী হয়ে আমাদের পক্ষে এ ধরনের আচরণ শোভা পায় না।

শামসুদ্দীন : আমার চাচা একদিন বলেছিলেন যে, ইউরোপে 'অনুগ্রহ করে'

(Please) এ শব্দটি যোগ না করে কিছু চাইলে তা পাওয়া যায় না। একজন শিক্ষার্থী তার ল্যান্ডলেডীর কাছ থেকে এক গ্লাস পানি চাইলে ল্যান্ডলেডী অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'তুমি যতক্ষণ অনুগ্রহ করে' এ শব্দটি না বলবে, ততক্ষণ আমি তোমার জন্য পানি আনতে পারব না। শিক্ষার্থীটি 'Please' বলার পর খুশী মনে ল্যান্ডলেডী তার জন্য পানি নিয়ে আসলেন।

শিক্ষক : সে সব দেশের লোক এতো ভদ্র যে, সরাসরি তারা কাউকে পরামর্শ বা উপদেশ দেয় না। যেমন ধর, তোমার কোন কাজ তাদের পছন্দ হলো না। সে ব্যক্তিটি তোমাকে বলবে, 'আমি যদি তুমি হতাম, তা হলে আমি ঐভাবে এ কাজটি করতাম!'

সোহেল : আরও কোন ব্যাপারে কি আমরা অভদ্রতা করি?

শিক্ষক : কোন ব্যক্তি যখন তোমার সঙ্গে কথা বলছে, তুমি যদি তখন তার কথা না শুনে অন্য কাজ কর বা অপরের সঙ্গে গল্প কর বা তার কথার উপর কথা বল, তখন সেটা অভদ্রতা হয়; দোকানে গিয়ে দেখলে দোকানদার এক ক্রেতাকে বিক্রি করে জিনিসপত্র বুঝিয়ে দিচ্ছে। ভদ্রতার খাতিরে তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে, যতক্ষণ না সে ক্রেতাটি তার জিনিসপত্র বুঝে পায়। দুঃখের বিষয় সে ভদ্রতাটুকু তুমি আমি রক্ষা করি না অথচ আমাদের জিনিস কেনা শেষ না হতে অপর ক্রেতা যদি আমাদের মাথার উপর জিনিসের মূল্য জানতে বা জিনিসটা দেখতে চায়, তখন কিন্তু আমরা অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করি।

কালাম : স্যার। অনেক সময় দেখেছি, লাল ট্রাফিক-বাতি সামনে; পিছনে কাতারবন্দী গাড়ি; কিন্তু শেষে পৌঁছানো গাড়িটি সব কিছু উপেক্ষা করে সামনে গিয়ে হাযির হয়, আর বাতি সবুজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবার আগে বেরিয়ে পড়ে। স্যার, এটা কি অভদ্রতা নয়?

শামসুদ্দীন : স্যার! আমার তো মনে হয়—এটা অত্যন্ত অভদ্রতা এবং বিপজ্জনকও বটে। অপেক্ষমান গাড়ির কোন চালকের যদি

খিটখিটে মেজাজ হয়, তবে সে দায়িত্বহীন বে-আইনীভাবে আগে চলে যাওয়া গাড়ির পাল্লা দিবে। এর পরিণতি যে বিপজ্জনক সে কথা কি বুঝিয়ে বলা দরকার? সামান্য ভদ্র ব্যবহারের অভাবে মানুষের জীবন বিপন্ন হবে।

কায়েসুদ্দিন : স্যার, ভদ্রতা সম্বন্ধে আর কিছু বলবেন?

শিক্ষক : ধর, নিমন্ত্রণ খেতে তোমরা কোন বাড়িতে গেছ। যতক্ষণ পর্যন্ত বড়রা তোমাদের খেতে না বলেন, ততক্ষণ অপেক্ষা করবে। বড়দের সাথে যদি একই টেবিলে বা দস্তরখানে খেতে বস, তবে যতক্ষণ না তাঁরা আরম্ভ করছেন, ততক্ষণ তোমরা শুরু করবে না।

হোসনেআরা : সেদিন আমাদের বাসায় পাশের বাসার চাচা-চাচী এসেছিলেন। সঙ্গে তাঁর ছেলেমেয়েরা ছিল। টেবিলে খাবার রাখা মাত্র মা বাবার জন্য অপেক্ষা না করে বাচ্চারা খাওয়া শুরু করে দিল। আশ্চর্যের বিষয়, চাচা ও চাচী তাদের এভাবে খেতে নিষেধ করলেন না। আমরা তো সকলেই অবাক!

শিক্ষক : কোন আত্মীয় বা অতিথি তোমাদের বাসায় যদি বেড়াতে আসেন, তখন তাদের সালাম করে বসার ঘরে নিয়ে এসে বসতে বলবে। গরমের সময় পাখা ছেড়ে দিবে এবং 'পানি খাবেন কি না'—জিজ্ঞাসা করবে। তারপরে যখন তাঁরা বিদায় নিবেন, তাঁদের দরজা/গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিবে। রিকশা ডেকে দিতে হবে কি না জিজ্ঞাসা করবে। যদি গাড়িতে আসলে, গাড়ির দরজা খুলে দেবে এবং তা আস্তে করে বন্ধ করবে।

খালিদ : স্যার, অনেকে খুব জোরে গাড়ির দরজা বন্ধ করে। আবার কেউ কেউ কামরা থেকে বের হয়ে কামরার দরজা খুব শব্দ করে বন্ধ করে। আমার তো মনে হয় এটা অভদ্রতা।

শিক্ষক : তুমি ঠিকই বলেছ। প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দ করাটা অভদ্রতা। অনেকে খাবার সময়ে মুখ দিয়ে শব্দ করে। এটাও অভদ্রতা। কেউ যদি ঘুমিয়ে থাকে, তার সামনে জোরে জোরে কথা বলা অভদ্রতা। তোমাদের চেয়ার টেবিল সরাতে

বললে এমন শব্দ কর যে, সে কাজটা অভদ্রতা পর্যায়ে এসে পৌঁছে। তোমরা যারা ফ্ল্যাট বাড়ির উপর তলায় থাক, কিছু জিনিস সরানোর সময় একটুও চিন্তা করো না যে, তোমাদের নীচে অন্য লোক বাস করে।

শায়েলা : কিছু কিছু ব্যক্তিকে রেস্টুরেন্টের বা কোন সভাতে জোরে জোরে কথা বলতে শোনা যায়—এমন জোরে যে তাদের আশে পাশের লোকেরা বিরক্তি বোধ করে। এটা তো নিশ্চয় অভদ্রতা ক্লাসের বাইরে হট্টগোল করাও অত্যন্ত অভদ্রতা।

শিক্ষক : তা তো বটেই। তোমার স্বাধীনতা আছে যেমন কথা বলার, তোমার পাশে বসা ব্যক্তিটির তেমনি স্বাধীনতা আছে নিশ্চিত মনে শান্তিতে খাবার খাওয়ার। স্বাধীনতা ভোগ করতে গিয়ে যে তুমি অপরের স্বাধীনতা খর্ব বা কেড়ে নেবে এ অধিকার তো তোমার নেই।

কালাম : আমি সরকারী আবাসিক এলাকায় থাকি। কোন কোন দিন খুব জোরে কাউকে তোলবার জন্য মটরগাড়ি এসে বারে বারে এভাবে হর্ণ বাজায় যে, কলোনীসুদ্ধ সকলের ঘুম ভেঙে যায়। যে ব্যক্তির বাড়িতে গাড়িটি আসে, তিনিও ড্রাইভারকে জোরে হর্ণ বাজাতে নিষেধ করেন না।

শিক্ষক : ভদ্রতা যে কতটা উঁচু পর্যায়ে পৌঁছতে পারে, তা নবীজী (সঃ)-এর এই ঘটনা থেকে বুঝবে। তিনি এক মজলিসে গিয়ে দেখলেন—সেখানে উপস্থিত ব্যক্তিরা যেখানে-সেখানে থুথু ফেলছে। তিনি তাদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ না করে পকেট থেকে রুমাল বের করে তা'তে থুথু ফেলে রুমালটি পুনরায় পকেটে ফেরত রাখলেন।

যে কাজ তুমি নিজে করতে ইতস্ততঃ বা অপছন্দ কর, সে কাজ করার জন্য অপরকে অনুরোধ করো না। ধর, পাশের বাসা থেকে খবরের কাগজটা অল্পক্ষণের জন্য চেয়ে আনতে তোমার ইচ্ছা করে না, কারণ ঐ বাসার কেউ কেউ তোমাকে অনেক রকম অবাঞ্ছনীয় প্রশ্ন করেন। এ রকম অবস্থাতে ঐ একই কাজের জন্য তোমার ছোট্ট ভাই বা ছোট বোনকে ঐ বাসায় পাঠানো উচিত নয়।

সোহেল : সেদিন আমাদের বাসায় আব্বার এক বন্ধুর রাতের খাবারের দাওয়াত ছিল। আমরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম, কিন্তু তিনি এলেন না বা কোন খবরও পাঠালেন না। এটা কি অভদ্রতা নয় স্যার ?

শিক্ষক : নিশ্চয়। এটা অভদ্রতার চরম। যদি কোন বিশেষ কারণে কেউ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করার পর না আসতে পারেন, তবে অবশ্যই তাকে ভোজনদাতার বাড়িতে খবর পৌঁছে দিতে হবে। কারও সাহায্যে যদি তোমার কোন উপকার হয় ; যেমন কারও সুপারিশে তুমি কলেজে ভর্তি হলে বা চাকরি পেলে, তবে নিশ্চয় তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়া ভদ্রতার অঙ্গ। কাজ ফুরিয়ে গেলে অনেকে সাহায্যদাতাকে বেমালুম ভুলে যায়।

ফারজানা : স্যার, সুলতান নাসিরউদ্দিনের গল্প মনে পড়ে গেল। তিনি স্বহস্তে কুরআন শরীফ নকল করে তা বিক্রি করে জীবন যাপন করতেন। সরকারী তহবিল থেকে কোন অর্থ গ্রহণ করতেন না। একবার এক ব্যক্তি এসে তাঁকে বললেন যে, তিনি এক জায়গায় ভুল করে নকল করেছেন। সুলতান জানতেন যে, তিনি যা নকল করেছেন তা শুদ্ধ, তবুও তিনি আগন্তুকের কথা মতে সে জায়গাটি পরিবর্তন করলেন এবং আগন্তুক বিদায় নেওয়ার পর সেটাকে আবার শুদ্ধ করে লিখে রাখলেন।

শিক্ষক : বার্নার্ড শ' এত ভদ্র ছিলেন যে, এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বললেন যে, ইংরেজী ভাষার কেবলমাত্র দু'টি শব্দ আছে যেটা লেখা হয় 'S' দিয়ে, অথচ উচ্চারিত হয় 'Sh' এর মত, যেমন Sugar Sumach, বার্নার্ড শ' আগন্তুক যে ভুল করছে সে কথা উল্লেখ না করে বললেন, 'sure sure''। ইংরেজী ভাষায় তৃতীয় একটি শব্দ আছে। যথা—'sure', যেখানে 'S'-এর উচ্চারণ 'Sh'। কথা সরাসরি আগন্তুকের মুখের উপর না বলে বার্নার্ড শ' তাঁকে কৌশলে বুঝিয়ে দিলেন।

শিক্ষক : আর একটি কথা, কেউ যদি দোষ করে তবে সকলের সামনে তাকে অভিযুক্ত করা অভদ্রতার সামিল। তাকে আড়ালে ডেকে বল এবং শোধরাবার সুযোগ দাও। নবীজী (সঃ) কখনও

কাউকে এভাবে ছোট করতেন না। অনেক পিতামাতা আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সামনে ছেলে-মেয়েরা যাতে শোধরায় সেজন্য তাদের বদনাম করে। এ আচরণকে অভদ্রতা বললে অত্যুক্তি হবে না, আর এর ফলও উলটো হ'তে পারে।

খালিদ : আমাদের নবী (সঃ) ভদ্রতা ও নম্রতার প্রতিরূপ ছিলেন। জীবনে তিনি কাউকে কটু কথা বা মনে আঘাত দেননি। সেই ধর্মে বিশ্বাসী হয়েও আমরা তাঁর আদর্শ নিজের জীবনে প্রতিফলিত করছি না। অথচ অনেক ধর্মাবলম্বী নম্রতায় ও ভদ্রতায় আমাদের ছাড়িয়ে গেছে।

ফারজানা : স্যার, যে কথাটা আলোচনার শুরুতে ইমদাদ বলছিল—আসলে আমরা বুঝতেই পারিনি যে, আমাদের মধ্যে এতটা ভদ্রতার অভাব। এখন যখন আমরা ভদ্র ও নম্র ব্যবহারের উপকারিতা সম্বন্ধে জেনেছি এখন এই সুন্দর স্বভাব অনুশীলনের যথেষ্ট চেষ্টা করব। ইন্‌শাআল্লাহ্ দেখবেন কয়েক মাসের মধ্যেই আমাদের শ্রেণীর বালক-বালিকারা ভদ্র ও নম্র হয়ে সকলের প্রশংসা অর্জন করবে।

শিক্ষক : দোয়া করি। দোয়া করি। তোমাদের মনোবাঞ্ছা যেন পূর্ণ হয়।

অনুশীলনী

১. তোমাদের যদি কোন বন্ধুর কথা ভাল না লাগে, তবে তুমি তাকে কি বলবে?

তুমি অন্যায় বলছ, তুমি এ কথা না বললে ভাল করতে, না তুমি একজন নির্লজ্জ।

২. 'তুমি মিথ্যা বলছ'—একথার পরিবর্তে কি বললে তোমাদের মধ্যে সদ্ভাব বজায় থাকবে অথচ সে যে ঠিক বলছে না, সে ভাবও প্রকাশ পায়?

৩. দোকানে বা কোন স্থানে যদি কোন ব্যক্তি ভীড় দেখেন তখন যিনি ভদ্র তিনি কি করবেন? সকলকে উপেক্ষা করে তিনি কি সকলের আগে চলে যাবেন, না তাঁর 'টার্নে'র অপেক্ষা করবেন?

৪. যাঁরা দোতলা বা বহুতলাবিশিষ্ট বাড়ির উপরের তলায় থাকেন তাঁদের ভদ্রতার খাতিরে কি করা উচিত ?

৫. বড়দের 'উচিত'—এ কথাটি বলা বেয়াদবি কেন ? এ একই কথা ভদ্রতার সঙ্গে কিভাবে বলা যায় ?

৬. 'সালাম ও আদাব' ভদ্রতা প্রকাশে কিভাবে সাহায্য করে ?

৭. তুমি যদি তোমার বন্ধুকে খুব জোরে তোমার কাছে গাড়ি নিয়ে আসতে বল তখন কি তাকে হর্ন বাজিয়ে ডাকতে বলবে, না নিঃশব্দে তোমার দরজায় এসে তাকে টোকা দিতে বলবে ?

৮. তোমাদের প্রায় প্রধান শিক্ষক/শিক্ষকদের কামরা বা যেখানে ক্লাস হচ্ছে তার বাইরে তোমাদের হট্টগোল করতে দেখা যায়। তোমাদের এ আচরণ কি ভদ্রতার পরিপন্থী ?

৯. সাইকেল চালাতে চালাতে যদি কোন পথচারীকে সামনে দেখ তবে কি তুমি তার জন্য থামবে না বিপজ্জনকভাবে পাশ কাটিয়ে যাবে ?

ইবাদত[১]

খালিদ : স্যার 'ইবাদত' কথাটা যদিও মাঝে মাঝে শুনি, এ কথাটার অর্থ কি ?

শিক্ষক : 'ইবাদত' শব্দটা এসেছে 'আবদ্' থেকে। আবদ-এর অর্থ দাস এবং 'ইবাদতে'র অর্থ দাসত্ব। যেমন প্রভু ও দাসের সঙ্গে সম্পর্ক, মুমিন ও আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্ক তার চেয়ে অনেক বেশী প্রখর। দাসের পক্ষে প্রভুর নির্দেশ ছাড়া কোন কাজ করা সম্ভব নয়। মুমিনের জন্য আল্লাহ্র হুকুম পালনও শিরোধার্য। অবশ্য মানুষের দাস একটি নিকৃষ্ট প্রাণী। সম্পূর্ণ বশ্যতা সত্ত্বেও দাসের উপর নির্যাতন একটি স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু আল্লাহ্ মুমিনদের স্নেহ করেন, ভালবাসেন, তাঁদের অপরাধ ক্ষমা করেন।

ইউসুফ : এর অর্থ কি যে, আমরা জীবনে যা কিছু করি সেটা কি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ?

শিক্ষক : হ্যাঁ, ইউসুফ, তাই। জীবনে আমরা এমন কিছু করব না, যাতে আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন।

জেবা : কর্মক্ষেত্রে কেউ ব্যবসা করে, কেউ বা ডাক্তার, কেউ শিক্ষক, কেউ প্রকৌশলী, কেউ দোকানদার, কেউ বা শ্রমিক, আবার কেউ ছাত্র। এ'রা কিভাবে 'ইবাদত' করে আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করবেন ?

শিক্ষক : যিনি যে পেশায় থাকুন না কেন, তিনি যদি সততা ও ন্যায়ের সঙ্গে তাঁর কর্তব্য পালন করেন, নামাযে কায়েম থাকেন, প্রতিবেশীর প্রতি সদয় হন, ধর্মের অনুশাসনগুলো মেনে চলেন ও উত্তম কাজে সর্বদা লিপ্ত থাকেন, তবে তার জন্য পেশাজনিত

---

১. ১৯৮১ সালের ২৮শে জুন ও ৯ই আগস্টে কুরআনিক স্কুল সোসাইটির সভায় 'ইবাদত' প্রসঙ্গে যে আলোচনা হয়েছিল তার আলোকে লেখা।

কাজও 'ইবাদতে'র সামিল। এ ধরনের ব্যক্তির ঘুমও ইবাদতের সমান।

শামসুদ্দিন : স্যার, 'ইবাদতে'র সঙ্গে ঈমানের কি সম্পর্ক ?

শিক্ষক : 'ইবাদতে'র আসল ভিত্তি হল 'ঈমান'। যার ঈমান নেই তার জন্য 'ইবাদত' অর্থশূন্য। ইবাদতের পরিপূর্ণতা লাভের জন্য 'মুমিন'কে উত্তম কাজ ও লোকসেবায় সর্বদা নিয়োজিত থাকতে হবে।

হুমায়রা : 'নবুওতে'র এগার বছর পর থেকে নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত[১] প্রবর্তিত হয়েছিল। এই এগার বছরের মধ্যে যারা ইহলোক ত্যাগ করেন তাঁদের 'ইবাদতে'র মূল্যায়ন কিভাবে হবে ?

শিক্ষক : আমি আগেই বলেছি 'ঈমান-এর পরেই 'উত্তম কাজ' অর্থাৎ 'আমালুস সালিহাতে'র উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাই যারা এই এগার বছরের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তাঁদের বিচার, তাঁদের জীবনকালের উত্তম কাজের উপর ভিত্তি করে অনুষ্ঠিত হবে।

আ: খালেক : তাই যদি হয় তবে 'ইবাদত' পালন করতে নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাতের কি ভূমিকা ?

শিক্ষক : 'ইবাদতে'র লক্ষ্য হচ্ছে মানবতার সেবা, জ্ঞান অর্জন করা এবং সমাজে শান্তি স্থাপন করা। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য মুসলমানদের মনের ও চরিত্রের বিশুদ্ধতা লাভ করতে হবে এবং এর জন্যই প্রয়োজন নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতের। যেমন প্রশিক্ষণ ব্যতীত কোন সৈন্যই যুদ্ধে জয়ী হতে পারে না, তেমনি কোন মুসলমান নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত ব্যতীত 'ইবাদত' করার যোগ্যতা অর্জন করে না।

হুমায়রা : 'ইবাদতে'র প্রথম ধাপই যখন 'ঈমান' তখন 'ঈমান' সম্বন্ধে আরও কিছু কি বলবেন ?

শিক্ষক : 'ঈমান' মানে আল্লাহ্‌তা'আলার প্রতি অচল, অটল ও পূর্ণ বিশ্বাস। নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন পীর-ফকিরকে বিন্দুমাত্র মনের কোণে ঠাঁই দিলে—যে পীর তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন বা তার মনস্কামনা পূর্ণ করে দেবেন—ঈমান ভেঙ্গে যাবে।

১। হজ্জ ও যাকাত সামর্থ্যবান লোকের জন্য ফরয।

এই প্রসঙ্গে তোমাদের সুমাইয়ার কথা বলি। তিনি আবু জেহেলের ক্রীতদাসী ছিলেন। ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর তাঁর উপর পাশবিক নির্যাতন শুরু হলো। কিন্তু তিনি তাঁর বিশ্বাসে অচল ও অটল থেকে নিদারুণ অত্যাচার সহ্য করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। আবু জেহেল বারবার সুমাইয়াকে বলল : তুমি 'আহাদুন' বলা বন্ধ কর, তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। আল্লাহ্‌র প্রতি সুমাইয়ার এত দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি 'আহাদুন' উচ্চারণ করতে করতে সানন্দে মৃত্যুবরণ করলেন।

হযরত রাবেয়া বসরীর আল্লাহ্‌র প্রতি এত অগাধ ও প্রাণঢালা বিশ্বাস ছিল যে, তিনি দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, তাঁর উপাসনা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য—বেহেস্তে প্রবেশ বা দোযখের আগুন থেকে বাঁচবার জন্য নয়।

শামসুদ্দিন : জ্ঞান অর্জন করাও কি 'ইবাদতে'র অংশ স্যার?

শিক্ষক : হ্যাঁ, সে কথা ত কিছুক্ষণ আগেই বললাম। মুমিনের জীবনে সর্বক্ষণ জ্ঞান আহরণ করা অত্যন্ত আবশ্যক ও গুরুত্বপূর্ণ এবং জ্ঞানার্জন 'ইবাদতে'র অবিচ্ছেদ্য অংশ।

খালিদ : আমার তো মনে হয় জীবনের পরিপূর্ণতা লাভের জন্য 'ইবাদতে'র প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাতে জীবনে বিশুদ্ধতা আসে, সুখ আসে, প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌তা'আলার নৈকট্য পাওয়া যায়।

অনুশীলনী

১. 'ইবাদতে'র অর্থ কি? 'মুমিনের সমস্ত জীবনটাই ইবাদত'- এই উক্তিটির ব্যাখ্যা কর।

২. ঈমানকে 'ইবাদতে'র প্রথম ধাপ কেন বলা হয়? সুমাইয়ার উদাহরণ দিয়ে অটল ঈমান বলতে কি বুঝায় তা বল।

৩. 'ইবাদতে' পরিপূর্ণতা লাভের জন্য নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতের কেন প্রয়োজন?

৪. 'ইবাদতে'র আসল উদ্দেশ্য কি? এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কি করা দরকার?

কুরআনের শাশ্বত বাণী সম্পর্কে
মরিস বুকাই

খালিদ : স্যার, কিছুদিন আগে খবরের কাগজে পড়লাম যে, মরিস বুকাই নামক এক ব্যক্তি খৃষ্টান থেকে মুসলমান হয়েছেন। মরিস বুকাই সম্বন্ধে আপনি কি কিছু জানেন ?

শিক্ষক : তিনি একজন বিশিষ্ট অস্ত্রচিকিৎসক (Surgeon)। জাতে ফরাসী। কিছুদিন আগে একটি বই লিখে সারা বিশ্বে তিনি এক আলোড়নের সৃষ্টি করেছেন।

শামসুদ্দিন : বইটার নাম কি স্যার ? কোন ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল ?

শিক্ষক : বইটির নাম La Bible, le Coran et al Science. ১৯৭৬ সালে ফরাসী ভাষায় এই পুস্তকটি প্রকাশিত হয়। দু'বছর পরে লেখক ও তাঁর বন্ধু এই বইটির ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। এখন অন্যান্য ভাষায়, যেমন—উর্দু ও আরবীতে এর অনুবাদ বেরিয়েছে।

মহিউদ্দিন : বইটির নামের অনুবাদ খুব সহজ মনে হচ্ছে—বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান।

শিক্ষক : তুমি ঠিকই বলেছ।

খালিদ : বইটির বিষয়বস্তু কি এবং কেনই বা এই বইটি পৃথিবী জুড়ে খ্যাতি লাভ করেছে ?

শিক্ষক : একদিকে বুকাই যেমন একজন জ্ঞানপিপাসু বিজ্ঞানী, অন্যদিকে ধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগও যথেষ্ট। বাইবেল পড়তে পড়তে তিনি অনেক জায়গায় এমন তথ্য পেলেন যা বিজ্ঞানের সঙ্গে মেলে না, যেমন—বিশ্বজগতের সৃষ্টির সম্বন্ধে বাইবেলের বর্ণিত ঘটনামালার সাথে বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্যের সঙ্গে অসামঞ্জস্য।

সেলিম : স্যার, তারপর ?

শিক্ষক : এসব ঘটনা কুরআন শরীফে কিভাবে বর্ণিত আছে—তার দিকে বুকাই মনোনিবেশ করলেন। কুরআন শরীফের অনুবাদ পড়ে তিনি চমৎকৃত ও আশ্চর্যান্বিত হলেন। কুরআন শরীফকে আরও গভীরভাবে জানবার জন্য তাঁর আগ্রহ হলো। তিনি আরবী ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করলেন কুরআন শরীফকে আরও ভালভাবে ও গভীরভাবে উপলব্ধি করার জন্য।

আঃ সালাম : কুরআন শরীফ পড়ার পর তাঁর কি মনে হল ?

শিক্ষক : তিনি দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে, কুরআন শরীফে বর্ণিত প্রত্যেকটি আয়াত আল্লাহ্‌তা'আলার বাণী। সৃষ্টি সম্পর্কে কুর-আন শরীফে যা লেখা আছে, যথা—ছয়টি বিভিন্ন কালে বিশ্বের সৃষ্টি ও সৃষ্টির আদিকালের শুরুতে ধোঁয়া জমে এক পিণ্ডের ও এই পিণ্ড ভেঙে পৃথিবী ও নভোমণ্ডলের জন্মের কথা।

কালাম : আর কি কি কুরআনে উল্লিখিত বৈজ্ঞানিক তথ্যের কথা তিনি তাঁর বইয়ে আলোচনা করেছেন ?

শিক্ষক : বিজ্ঞানের প্রায় প্রত্যেক শাখা থেকে, যেমন—ভূতত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রাণবিদ্যা, শারীরবিদ্যা ইত্যাদি।

কামাল : স্যার, তাঁর এই আলোচনা সম্পর্কে কিছু বলবেন ?

শিক্ষক : জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে কুরআন শরীফে আছে যে, সূর্য ও চাঁদ আপন কক্ষপথে ঘুরছে। কেবলমাত্র আধুনিক বিজ্ঞানই চাঁদ ও সূর্যের আপন আপন কক্ষপথে ঘুরার কথা প্রমাণ করেছে। সপ্তম শতাব্দীতে যত জ্ঞানবানই তিনি হোন না কেন, কারও পক্ষে এ সত্য জানবার উপায় ছিল না। কাজেই রাসূল (সাঃ)-এর পক্ষে (যিনি অক্ষর চিনতেন না) একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছ থেকে ছাড়া এ সত্য জানার আর কোন উপায় ছিল না।

আয়েনুদ্দিন : মানুষ যে চাঁদে যেতে পারবে, এ সম্বন্ধে কি ডঃ বুকাই কিছু বলেছেন ?

শিক্ষক : তিনি সূরা রহমানের ৩৩ নং আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে বলছেন যে, কুরআন শরীফে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে—আল্লাহ্‌তা'আলার আদেশে মানুষ একদিন নভোমণ্ডল ভেদ করতে পারবে।

নভোচারীদের অভিযানের পূর্বে হয়ত আল্লাহ্‌র বাণী সম্বন্ধে কোন অমুসলমান প্রশ্ন তুলতে পারত। কিন্তু আজ এই সত্যতার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। শুধু তাই নয়, সূরা ইবরাহিমের ১৪ ও ১৫ নং আয়াতে—যারা আকাশে আরোহণ করবেন, তাঁদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। সেই বর্ণনার সঙ্গে নভো-চারীদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মিল আছে, সে কথা বলেছেন বুকাই তাঁর বইয়ে।

শিক্ষক : 'বড় বড় পাহাড় দিয়ে স্থিতিশীলতা রক্ষা করা হয়েছে' —এ কথার উল্লেখ আছে কুরআন শরীফের বিভিন্ন জায়গায়। বুকাই বলেন, আধুনিক ভূতত্ত্ববিদরা এই তথ্যই আবিষ্কার করেছেন যে, স্থিতিশীলতার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বড় বড় পাহাড়ের অবস্থানের দরকার।

আব্বাস : সেদিন আমার আব্বার এক পদার্থবিদ বন্ধু বলছিলেন, মেঘের সৃষ্টি, ঝড়ের ও বিজলীর উৎপত্তি সম্বন্ধে কুরআন শরীফে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তার সাথে বৈজ্ঞানিক তথ্য মিলে যায়।

শিক্ষক : বুকাই তাঁর বইয়ে এ কথারই উল্লেখ করেছেন। সপ্তম শতাব্দীতে এ সম্বন্ধে কেউ কিছু জানতেন না।

সোহেল : মানুষের জন্ম সম্বন্ধে কুরআন শরীফের বিভিন্ন জায়গায় যা উল্লেখ আছে, তার কথা কি তিনি বলেছেন ?

শিক্ষক : হ্যাঁ সোহেল, আধুনিক শারীরবিদ্যা ও কুরআন শরীফের বর্ণনার মূল তথ্যাদির কোন পার্থক্য না দেখে তিনি একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, কুরআন শরীফ আল্লাহ্‌তা'আলার বাণী বহন করছে। জীবনের উৎপত্তি যে পানি থেকে—তার উল্লেখ কুরআন শরীফে আছে।

আরিফ : আমার বন্ধুর ভাই প্রাণিবিদ্যার শিক্ষক। তিনি বলছিলেন যে, বিভিন্ন সূরায়— (নহল : ৬৮-৬৯, ৭৯ ; আনকাবুত : ৪১ ; মুল্‌ক্‌ : ১৯) মৌমাছি, মাকড়সা ও পাখি সম্বন্ধে যেসব কথা বলা হয়েছে, তার প্রত্যেকটির বিজ্ঞানের সাথে কোন অসামঞ্জস্য নেই।

শিক্ষক : বুকাই এই তিন শ্রেণীর জীবের ও গরুর দুধ কি কি উপাদান দিয়ে তৈরী—সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ঐ একই কথা বলেছেন। ১৪০০ বছর পূর্বে কোন মানুষের পক্ষে এ সব বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না।

ফারজানা : আচ্ছা স্যার, কুরআন শরীফে যে সব কাহিনী বর্ণিত আছে, যেমন, মূসা ও ফিরাউনের গল্প, এ সম্পর্কে কি ডঃ বুকাই কিছু আলোকপাত করেছেন?

শিক্ষক : প্রায় সব গল্পের ঘটনাগুলো যাচাই করতে গিয়ে তিনি অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছেন যে, যেখানে বাইবেলের কোন কোন স্থানে অসংলগ্নতা আছে, কুরআন শরীফের কোন স্থানে তা নেই। যেমন—হযরত নূহের গল্পে বন্যাতে সমস্ত পৃথিবী ও সভ্যতার ধ্বংসের কথা বাইবেলে বলা আছে; কিন্তু কুরআন শরীফে শুধু নূহের অবাধ্য সম্প্রদায়ের ধ্বংসের কথার বর্ণনা দেওয়া আছে। কুরআন শরীফে ফিরাউনের সলিল সমাধি ও তার মৃতদেহ রক্ষনের কথা বলা হয়েছে, অথচ তার কোন উল্লেখ নেই বাই-বেলে। ১৮৯৮ সালে ফিরাউনের 'মামি' দেহ আবিষ্কৃত হয় মিশরে। ফিরাউন যে ডুবে মারা গিয়েছিল, সে প্রমাণ তাঁর দেহের চিহ্ন দেখে বোঝা যায়।

সোহেল : স্যার, একটা কথা বুঝতে পারলাম না। বাইবেল তো আসমানী কিতাব। মুসলমান হিসাবে আমাদের সে কথা বিশ্বাস করতে হবে। বাইবেল যদি ঐশ্বরিক বাণী বহন করে, তবে তা ভুল প্রমাণিত কেন হবে?

শিক্ষক : ডঃ বুকাই তার উপযুক্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ন'শত বছর ধরে বাইবেল লেখা হয়। যেভাবে কুরআন শরীফ সূরা নাযিলের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কলন করে বা লিখে রাখা হতো, সেভাবে বাইবেল সংরক্ষিত হয়নি। কাজেই অনেক সময়ে মানুষের লেখা বাইবেলে সন্নিবেশিত হয়ে বিজ্ঞানের সাথে অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি করেছে। অপরপক্ষে ১৪০০ বছর আগে ১১৪টি সূরা যেভাবে আল্লাহতা'আলার কাছ থেকে অবতীর্ণ হয়েছিল, অবিকল

এভাবেই তা কুরআন শরীফে সংরক্ষিত আছে হাফিজদের কণ্ঠে ও বইয়ের আকারে।

সকলে : এ আলোচনায় আমাদের ঈমান আরও সুদৃঢ় হলো। কুরআন শরীফের প্রতিটি বাণী নিজের জীবনে প্রতিফলিত করার জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করব। আমরা এই আশা পোষণ করি যে, এ প্রচেষ্টার ফলে আমরা এক বিরাট সমৃদ্ধশালী জ্ঞানী জাতিতে পরিণত হবো। দুনিয়া ও আখিরাত—দুই স্থানেই আমরা বিজয়ী হবো।

কুরআনিক স্কুলের তালিকা

ঢাকা

১. অগ্রণী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
২. বেক সারকাস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
৩. ঈসা খান রোড মাদ্রাসা
৪. কিশোর সংশোধনী সংস্থা (টঙ্গী)
৫. আনোয়ারা বেগম উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
৬. লারেস-সালাম প্রাথমিক অবৈতনিক বিদ্যালয় (মিরপুর)
৭. বনানী বালিকা বিদ্যা নিকেতন
৮. পাইক পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৯. শহীদ আনোয়ার উচ্চ বিদ্যালয় (ক্যান্টনমেন্ট)
১০. নীলক্ষেত উচ্চ বিদ্যালয়
১১. নীলক্ষেত আবাসিক মাদ্রাসা
১২. ইটাহাটা ফোরকানিয়া মাদ্রাসা (জয়দেবপুর)
১৩. আহমদ বাওয়ানী একাডেমী
১৪. নারী পুনর্বাসন কেন্দ্র (ইস্কাটন)
১৫. ফলাসৃটিকা টিউটোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়

কুমিল্লা

১৬. বেরনাইয়া বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসা
১৭. নাওড়া উচ্চ বিদ্যালয়
১৮. সুয়াপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়
১৯. ফিরোজা বেগম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
২০. চান্দিনা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়

জামালপুর

২১. জামালপুর দ্বি-মুখী রেলওয়ে উচ্চ বিদ্যালয়

রাজশাহী

২২. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস উচ্চ বিদ্যালয়
২৩. দুর্গাপুর উচ্চ বিদ্যালয়
২৪.[১] রাজশাহী কলেজিয়েট উচ্চ বিদ্যালয়
২৫. রাজশাহী সেক্রেটারী উচ্চ বিদ্যালয়
২৬.[২] লোকনাথ উচ্চ বিদ্যালয়

টাঙ্গাইল

২৭. জেলা সদর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
২৮. মধুপুর রাণী ভবানীপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়
২৯. মির্জাপুর এস. কে. পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়
৩০. শিবনাথ উচ্চ বিদ্যালয়

পাবনা

৩১. শিবরামপুর ফোরকানিয়া মাদ্রাসা

চট্টগ্রাম

৩২. এ.বি. সি. উচ্চ বিদ্যালয় (গৌরীপুর)
৩৩.[৩] চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস বিদ্যালয়
যোগাযোগ করা হচ্ছে :

---

১. পৌরসভা উচ্চ বিদ্যালয়—দিনাজপুর
২. ইকবাল উচ্চ বিদ্যালয়—রংপুর
৩. চন্দনা উচ্চ বিদ্যালয়—জয়দেবপুর।

আলোচিত সূরা : পাঠক্রমানুসারে
প্রাথমিক পর্যায়ের জন্য

প্রথম পাঠ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দ্বিতীয় পাঠ

আল আন্‌আম : আ. ৭৪-৭৯

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا
اٰلِهَةً ۚ اِنِّىْٓ اَرٰىكَ وَقَوْمَكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○
وَكَذٰلِكَ نُرِىْٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ۝ فَلَمَّا جَنَّ
عَلَيْهِ الَّيْلُ ... ...
... ... ○

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

তৃতীয় পাঠ

আল্ মুনাফেকুন : আ. ৯

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ
اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۞

আল আনকাবুত : আ. ৫৭

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۔ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ

আল আম্বিয়া : আ. ৩৫

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۔ وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَ
الْخَيْرِ فِتْنَةً ۔ وَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ۝

আল্ আন্আম : আ. ৬১

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً
حَتّٰىٓ اِذَا جَآءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا
وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ ۝

চতুর্থ পাঠ

আল্‌-হুজুরাত : আ, ৬

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ

فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا

فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ○

পঞ্চম পাঠ

আদ্‌দোহা

وَالضُّحَىٰ ○ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۝ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ

مَا قَلَىٰ ○ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ۝ وَ

لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۝ أَلَمْ يَجِدْكَ

يَتِيمًا فَآوَىٰ ۝ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۝ وَوَجَدَكَ

عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۝ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ○ وَأَمَّا

السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ○ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ○

সূরা আলাম্‌নাশ্‌রাহ্‌

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ○ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ○
الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ ○ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ○ فَإِنَّ
مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ○ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ○ فَإِذَا
فَرَغْتَ فَانصَبْ ○ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ○

ষষ্ঠ পাঠ

সূরা ফালাক্‌

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ○ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ○ وَمِن شَرِّ
غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ○ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ○
وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ○

সূরা আন্‌নাস্‌

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ○ مَلِكِ النَّاسِ ○
إِلَٰهِ النَّاسِ ○ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ○
الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ○ مِنَ الْجِنَّةِ
وَالنَّاسِ ○

সপ্তম পাঠ

আল্ ফাতিহা : আ. ৬-৭

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
وَلَا الضَّالِّينَ ۝

আল-বাকারা : আ. ২৮৫-২৮৬

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ط
كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ـ لَا نُفَرِّقُ
بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ـ
غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ط لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا
مَا اكْتَسَبَتْ ط رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ
أَخْطَأْنَا ۝ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ
عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۝ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا
طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۝ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا ۝

وَارْحَمْنَا ۞ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ

الْكٰفِرِينَ ○

অষ্টম পাঠ

আর্‌রাহমান :

اَلرَّحْمٰنُ ○ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ○ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۞ عَلَّمَهُ

الْبَيَانَ ... ...

... ... تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ

ذِى الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ○

আর্‌রাহমান : আ. ৯

وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا

الْمِيْزَانَ

বানী ইসরাইল : আ. ৩৫

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا

بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ۞ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ

تَاْوِيْلًا ○

নবম পাঠ

আল আ'রাফ : আ. ৫৯-৬৪

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۝ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ۝

আল আরাফ : আ. ৬৯-৭২

أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ
رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ۚ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ
خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً
فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○ قَالُوا
أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا
فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ○ قَالَ
قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ
أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم
مَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ ۚ فَانتَظِرُوا إِنِّي
مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ ○ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ
مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ○

দশম পাঠ

আল-আরাফ : ১০৩-১৩৬

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ

وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

وَقَالَ مُوسَىٰ ... ...

غَافِلِينَ ۞

আল-বাকারা : ৪৯-৫০

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ

الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ

وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ○

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ

وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ○

ত্বাহা : ৪৩-৭৩

اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ —

وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ○

একাদশ পাঠ

সূরা আল্‌-আসর

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۝
وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

সূরা আত্‌-তীন

وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ۝ وَطُورِ سِينِينَ ۝ وَهَٰذَا
الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۝ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ
تَقْوِيمٍ ۝ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝ إِلَّا
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ
مَمْنُونٍ ۝ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ۝ أَلَيْسَ اللَّهُ
بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ۝

দ্বাদশ পাঠ

সূরা আত-তাওবা : ১২৮-১২৯

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ ... ...

... عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ

الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝

ত্রয়োদশ পাঠ

সূরা বনী ইসরাঈল : ৪৩

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا

كَبِيرًا ۝

সূরা আল-আহ্কাফ : ১৫

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ

كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ ...

... وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝

বনী ইসরাঈল : ২৪

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ۝

মাধ্যমিক পর্যায়ের জন্য

প্রথম পাঠ

সূরা আস্-সাজদা : ৪

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ط مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ ط اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝

সূরা আল-হাদীদ : ৩-৪

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ـ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ۝ هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ط وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

সূরা আল-মা'আরিজ : ৪

تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ
خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ۝

আল-মুলক : ৩-৫

اَلَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ؕ مَا تَرٰى فِيْ خَلْقِ
الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ؕ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰى مِنْ
فُطُوْرٍ ۝ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ
الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ۝ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا
بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ وَاَعْتَدْنَا
لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ۝

সূরা আল-আম্বিয়া : ৩০

اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ؕ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ
حَيٍّ ؕ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

সূরা আল-আম্বিয়া : ৩৩

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ
فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝

সূরা আন-নূর : ৪৪

يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً
لِأُولِي الْأَبْصَارِ ۝

দ্বিতীয় পাঠ

সূরা আল-বাকারা : ৩০-৩৩

(٣٠) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي
الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا
وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ
لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

(٣١) وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى
الْمَلَائِكَةِ ۝ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

(৩২) قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ط

إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝

(৩৩) قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ ج فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ ۝ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ۝

সূরা আল-আ'রাফ : ১১-২৪

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ۝ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ط لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ ...

وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۝

তৃতীয় পাঠ

আল-ফাতিহা

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ۝

مَالِكِ ... ... وَلَا الضَّالِّينَ ۝

চতুর্থ পাঠ

সূরা আল-ইখলাস

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝
وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝

সূরা মারইয়াম : ৩৫

مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ ـ سُبْحٰنَهٗ ـ اِذَا قَضٰى
اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝

পঞ্চম পাঠ

সূরা আল-আলাক : ১-১৯

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ
عَلَقٍ ۝ ... لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ
وَاقْتَرِبْ ۝

সূরা ত্বা-হা : ১১৪

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ـ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ
قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ ۝ وَقُلْ رَّبِّ
زِدْنِىْ عِلْمًا ۝

ষষ্ঠ পাঠ

সপ্তম পাঠ

সূরা আল্-ওয়াকিয়া : ৭৯

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ○

সূরা আল্-বাকারা : ২২২

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ط قُلْ هُوَ أَذًى ○
فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ○ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ۞ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ط إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ○

অষ্টম পাঠ

আল্-হাশর : ২২-২৪

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ○ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ط سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا

يشركون ۝ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى ط يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم ۝

সূরা আলে-ইমরান : ২৬

قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء - وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير ط إنك على كل شيء قدير ۝

নবম পাঠ

সূরা আল আনফাল : ৫৩

ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم - وأن الله سميع عليم ۝

একাদশ পাঠ

ইয়াসীন :

يٰسٓ ۝ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۝ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝ ... كُلِّ شَيْءٍ وَّاِلَيْهِ

تُرْجَعُوْنَ ۝

দ্বাদশ পাঠ

সূরা আল্-মুলক : ১-১৪

تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ

قَدِيْرُ ۝ الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ ... ...

وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ۝

ত্রয়োদশ পাঠ

সূরা আল্-কারিয়াহ :

اَلْقَارِعَةُ ۝ مَا الْقَارِعَةُ ۝ وَمَا اَدْرٰىكَ مَا

الْقَارِعَةُ ۝ يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ

وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ۝ ...

فَاَمَّا مَنْ ... حَامِيَةٌ ۝

সূরা আলহাক্কা—১৯-২৯

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا

كِتَابِيَهْ ۝ إِنِّي ... ...

هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ ۝

সূরা বনী ইসরাঈল : ১৩-১৪

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۝ وَنُخْرِجُ

لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ۝ اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى

بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۝

চতুর্দশ পাঠ

সূরা আননূর : ৩০-৩১

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا

فُرُوجَهُمْ ۝ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ... ... أَيُّهَ

الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

সূরা আল্‌আহ্‌যাব : ৩৩

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ
الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ
اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ
يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۝

সূরা আল-আহ্‌যাব : ৫৯

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ نِسَاءِ
الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَ
كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

পঞ্চদশ পাঠ

সূরা আল-হুজুরাত : ১১-১২

(١١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ
مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ

وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا

تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الْاِسْمُ

الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

(١٢) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا

مِّنَ الظَّنِّ - اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَ

لَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ

يَّأْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَ

اتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ۝

ষষ্ঠদশ পাঠ

সূরা বনী ইসরাইল : ৩৭.

وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا - اِنَّكَ لَنْ

تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ۝

সূরা আল-আহকাফ : ২০

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ

أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ
بِهَا ۚ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ
تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ
تَفْسُقُونَ ○

সূরা আন্‌নাহল : ২৩

لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ●

সূরা আন্‌নাহল : ২৯

فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَلَبِئْسَ
مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ●

সূরা লুকমান : ১৮

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ
مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ○

সূরা ফাতির : ১৫

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ
هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ○

সপ্তদশ পাঠ

সূরা আল-ইমরান : ১২১-১২৫

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ
لِلْقِتَالِ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○ ... ...
مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ○

অষ্টাদশ পাঠ

সূরা ইউনুস : ৩৪-৩৫

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ
يُعِيدُهُ ۚ قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ○
قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي ... ...
تَحْكُمُونَ ○

সূরা ইউনুস : ৬৬

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ۗ
وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَاءَ ۗ
إِنْ يَّتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُوْنَ ●

সূরা আল-কাসাস : ৬২-৬৪

وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ أَيْنَ شُرَكَاءِيَ الَّذِيْنَ
كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ۝ قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ
رَبَّنَا هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ أَغْوَيْنَا ۚ أَغْوَيْنٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۚ
تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ ۖ مَا كَانُوْا إِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ ۝ وَقِيْلَ
ادْعُوْا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَرَأَوُا
الْعَذَابَ ۚ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ ۝

সূরা আল-কাসাস : ৭১-৭৫

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا إِلٰى
يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ ... يَفْتَرُوْنَ ●

সূরা আর-রূম : ৪০

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ
ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ۔ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ
مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ ط سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا
يُشْرِكُوْنَ ۝

সূরা আশ-শূরা : ২১

اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا
لَمْ يَاْذَنْ بِهِ اللّٰهُ ط وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ
وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

সূরা ফাতির : ১৪

اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ ۔ وَلَوْ سَمِعُوْا
مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ ط وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ
بِشِرْكِكُمْ ط وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ ۝

সূরা আল-বাকারা : ১৫৩

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

ঊনবিংশ পাঠ

সূরা আল-মাউন :

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۝ فَذَٰلِكَ الَّذِي
يَدُعُّ الْيَتِيمَ ۝ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝
فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ
سَاهُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۝ وَيَمْنَعُونَ
الْمَاعُونَ ۝

সূরা আল-মুমিনুন :

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝

বিংশ পাঠ

সূরা আলে-ইমরান : ১০৩

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً
فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا ۔ وَ
كُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ
مِّنْهَا ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ ۝

সূরা আস্‌সাফ : আ: ৪

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا
كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ۝

সূরা আল-হুজুরাত : ১০

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَ
اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

একবিংশ পাঠ

সূরা আলে-ইমরান : ১৫৯

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ

الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ
لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ - فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى
اللَّهِ ط إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۝

সূরা আশ্-শুরা : ৩৮

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ - وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝

দ্বাবিংশপাঠ

সূরা আন্নিসা : ৫৮

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ
أَهْلِهَا - وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ - إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ - إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ۝

সূরা আন্-নেসা : ১৩৫

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ
لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ
يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا ۔ فَلَا تَتَّبِعُوا
الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا ۔ وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ○

ত্রয়োবিংশ পাঠ

সূরা আল্-হুজুরাত : ৭

وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ط لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ
مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ
وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ
وَالْعِصْيَانَ ط أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ۞

চতুর্বিংশ পাঠ

সূরা ইউসুফ : ৭৬

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا

مِنْ وِّعَاءِ أَخِيهِ ۚ كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ۖ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ ۗ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ۝

সূরা বানী ইসরাঈল : ৮৫

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝

সূরা বানী ইসরাঈল : ৩৬

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۝

পঞ্চবিংশ পাঠ

সূরা আল-মায়িদা : ১

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ

وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ○ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

آمَنُوا ... شَدِيدُ الْعِقَابِ ○

সূরা বানী ইসরাঈল : ১০৮-১১০

وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا

لَمَفْعُولًا ○ ... ... قُلِ ادْعُوا

اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ ۖ أَيًّا مَا

تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ... سَبِيلًا ○

সূরা আল-মায়েদা : ৮৯

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ

يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ... ...

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ○

সূরা আশ-শুয়ারা : ৮০

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ○

সূরা আল-আনআম : ৫০

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللّٰهِ وَلَا
أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ - إِنْ
أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ - قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ
وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ○

সূরা আল-বাকারা : ৩৩

قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ
بِأَسْمَائِهِمْ ، قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ
السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ - وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ
تَكْتُمُونَ ○

সূরা আল-আনআম : ৪০

قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتٰكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ أَوْ أَتَتْكُمُ
السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُونَ - إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ○

সূরা ইউনুস : ১২

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا

أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا

إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ ۞

সূরা আল-বাকারা : ১৮৬

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ

دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي

وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ○

সূরা আল-বাকারা : ৪৮

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا

يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ

يُنْصَرُونَ ○

সপ্তবিংশ পাঠ

সূরা আন্‌নেসা : ২-৬-১০-২৯

(২) وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا

الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ

إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۝

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ - فَإِنْ

آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ - وَلَا

تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ط وَمَنْ كَانَ

غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ

فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى

بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝

(١٠) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا

إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ط وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ط

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

সূরা আল্-বাকারা : ১৮৮

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا
بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

নববিংশ পাঠ

সূরা আল-ফাতিহা :

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
مَٰلِكِ ... وَلَا الضَّالِّينَ ۝

সূরা যিল্‌যাল :

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝ وَأَخْرَجَتِ
الْأَرْضُ ... ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝

সূরা আল্-কাহাফ : ৯৯

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ
فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ۝

সূরা বানী ইসরাঈল : ১৩-১৪

وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ۝ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۝

ত্রিশতম পাঠ

সূরা আন্‌নেসা : ৮৬

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۝

সূরা আন্‌নূর : ২৭-২৮

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ ... عَلِيمٌ ۝

একত্রিশতম পাঠ

সূরা আল-হাশর : ১৮

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ

مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

বত্রিশতম পাঠ

সূরা আন-নিসা : ৪

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ
عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۝

সূরা আল-আনআম : ১৫১

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا
تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا
تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ
وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا
بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

সূরা বানী ইসরাঈল : ৩৩

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ
وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا
يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ۝

তেত্রিশতম পাঠ

সূরা আল-হুমাজা :

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝

... عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝

চৌত্রিশতম পাঠ

সূরা আলে-ইমরান : ১৬০

إِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ـ وَإِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهٖ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝

পঁয়ত্রিশতম পাঠ

সূরা আস্‌সাফ : ২-৩

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ أَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝

ছত্রিশতম পাঠ

সূরা আদদাহর : ৮

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّأَسِيْرًا ۝

ইফাবা/৮৬-৮৭/প্র-৪৩৬৮/৫২৫০